

বেদ-২।হিত ।

শ্রীমদ্রসূদন সরকার কর্তৃক
সংস্কৃত অনুদিত।

মূল ও বাঙ্গালা টীকা সহ প্রকাশিত।

কলিকাতা ।

৬৪ নং অখিল মিত্রের লেন, হিন্দু মেসিন ঘরে
শ্রীহেমচন্দ্র বসু দ্বারা মুদ্রিত।

১৯০৯ খ্রীঃাব্দ ।

ভূমিকা ।

■ বেদসংহিতা হিন্দুর মহাগ্রন্থ। হিন্দুর পক্ষে এতদপেক্ষা অধিকতর নমস্কৃত গ্রন্থ আর নাই। অন্যান্য জাতির ও ধর্মতত্ত্বের অনেক মূলগ্রন্থ বেদ-সংহিতায় নিহিত আছে। সুতরাং বেদ-সংহিতার পূজনীয়ত্ব ও প্রাচীনত্ব এত অধিক যে, ইহার সাদৃশ্য গতে আর নাই।

■ মহানুভব শ্রীবৃদ্ধ বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত সি, আই, ই, তদীয় হিন্দু শাস্ত্র নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে বেদের সংহিতাভাগ হইতে ষাট অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন তন্মধ্যে অথর্ববেদীয় অংশ ভিন্ন মাত্র সকল অংশই আমি পরায়াদি প্রচলিত ছন্দে, অনূদিত করিয়াছি। তন্নির স্বার্থেদ হইতে আরও ১০টি সূক্ত গ্রহণ করিয়া স্বার্থেদীয় ভাগে ৫৪টি সূক্ত সন্নিবেশিত করিয়াছি। শুক্ল যজুর্বেদ হইতেও ব্রহ্মাধ্যায়ের ১৬টি মন্ত্র অতিরিক্ত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অথর্ব বেদের ৫টি সূক্তের Griffith's অনুবাদ উ আমাকে রমেশ বাবু ইংলণ্ড হইতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তাহা রমেশমাসি এখানে মূলের সহিত ঐক্য করিয়া পণ্ডে পরিণত করিয়া এই গ্রন্থে সংযুক্ত করিয়াছি।

■ কৃত। প্রায় ২০০ মন্ত্র সংশোধনার্থে আমি মহাবশা রমেশ বাবুর নিকট দিচ্ছিংলণ্ডে পাঠাইয়াছিলাম। কিন্তু তিনি তখন হৃৎকম্পে লিপ্ত হইয়া বিবরণ সংগ্রহে ব্যস্ত থাকায় সংশোধন করিবার সময় না পাইয়া

আমাকে যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন তাহা আমি কৃতজ্ঞ চিত্তে নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

“My dear Madhu Sudan,—I am sorry that shall have not time to revise your translation. I think your idea is very good and hope your work will be acceptable to the public. I will give you one advice—don't use any single hard or Vedic word in your Bengali translation—that practice spoils all translation from Sanscrit and makes the Bengali more difficult than the original. Omit such words as রত্নধাতম, অধ্বর and কবিত্ব and make the translation intellegible to ordinary Bengali readers.”

মহাশক্তিশালী রমেশ বাবুর অননুগ্রহক্রমে লেখনী বেক্রপ প্রাঞ্জলভাবে মহাভারত ও রামায়ণকে ইংরেজী পণ্ডে পরিণত করিয়াছে সে শক্তি আমি কোথায় পাইব? তবে তাঁহার উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া আমি পুনর্বার প্রত্যেক মন্ত্রের অনুবাদ সংশোধন ও সরল করিতে চেষ্টা করিয়াছি। কতদূর সফলকা হইয়াছি বলিতে পারি না। পূর্বে হইতেই মূল সহ অনুবাদ প্রকাশ আমার অভিপ্রায় ছিল, সুতরাং আমার স্বাধীনতার ব্যবহার অত্যন্তই হইয়াছে।

বেদবর্ণিত হিন্দুজীবন কি নবীনতাময়, উৎসাহপূর্ণ, ও

প্রবণ! পরবর্ত্তিকালের সামাজিক কুশখাগুলি বাহাতে
 তাকে নিস্তেজ করিয়া ফেলিয়াছে তাহার লেশ মাত্র বেদমন্ত্রে
 উহর না। বিশেষতঃ এই মন্ত্রগুলি হিন্দুর সাধারণ সম্পত্তি
 বই উহার রচয়িতা বা দ্রষ্টা ঋষিগণ হিন্দু জাতিসাধারণের পূর্ব
 ঋষি। সুতরাং সর্ব সাধারণ হিন্দুর পক্ষে এতদপেক্ষা স্বীয় ও
 ল্যাবান্ জিনিষ আর নাই। একজ্ঞ আশা করি উদীয়মান্ হিন্দু
 জাতি সংহিতাংশের যে সারাংশ সঙ্কলিত হইল তাহা একবার
 দৃষ্টি সহিত পাঠ করিয়া অনুবাদককে অনুগৃহীত করিবেন।

এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, যদিও সায়নের টীকা আমি পাঠ
 করিয়াছি তথাচ রুমেশ বাবুর বঙ্গানুবাদ এবং অথর্ব বেদ সম্বন্ধে
 Griffith সাহেবের ইংরেজী অনুবাদ আমার প্রধান সম্বল ছিল।
 এতদ্ব্যতীত বাক্ত করাই আমার উদ্দেশ্য, পাণ্ডিত্য-প্রকাশ আমার
 দৃষ্টির বহির্ভূত।

বেদসংহিতা সম্বন্ধে রমেশবাবু যে অতি সুন্দর ও সরল
 উপক্রমণিকা তাঁহার হিন্দুশাস্ত্রের সংহিতাভাগের সহিত সংলগ্ন
 করিয়াছেন আমি তাহা, তাঁহার অনুমতিক্রমে, এই পুস্তকের
 উপক্রমণিকা রূপে গ্রহণ করিলাম। বাঙ্গালা টীকা প্রায়শঃ
 রমেশবাবুর পুস্তক হইতে গৃহীত হইয়াছে।

পরিশেষে বক্তব্য এই রমেশ বাবুর নিকট আমি বহুবিধ কারণে
 কৃতজ্ঞ; তাহার পর, এই অনুবাদ মূদ্রণে অনুমতি দিয়া উৎসাহ
 দিয়া এবং নানা প্রকারে সহায়তা করিয়া আমাকে তিনি আরও
 কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। এ জ্ঞ এই পুস্তক তাঁহার

মহনীয় নামে উৎসর্গীকৃত হইল। তাঁহার কথা ভাবিলেই আমার
মনে কবিশ্রেষ্ঠ মাইকেল মধুসূদন দত্তের এই কথা স্মরণ হয় ;—

“রাজেন্দ্র সম্মুখে

দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে।”

রঘুনাথগঞ্জ, মুরশিদাবাদ }
১লা বৈশাখ, ১৩০৯। }

শ্রীমধুসূদন সরকার।

উৎসর্গপত্র ।

জীবনের প্রতি দণ্ড স্বেচ্ছায়িত য়াঁর ;
কর্তব্যের পথে য়াঁর গতি অনিবার ;
কথা-কার্যে য়াঁহার প্রভেদ অতি অল্প ;
বিশুদ্ধ জীবন য়াঁর আদর্শানুকল্প ;
বেদের উদ্ধার সাধি, শাস্ত্রের উদ্ধার,
ভারতবাসীকে দিয়ে সর্বশাস্ত্র-সার ;—
যাহাই সুন্দর, যাহা অতি স্বাস্থ্যকর,
যাহাতেই দেয় প্রাণ, যাহাতে ঈশ্বর ;—
তাহার-সংগ্রহ করি নবীন জীবন
ভারতে আনিতে য়াঁর কত প্রাণপণ !
বিশুদ্ধ হিন্দুত্ব দেশে করিতে স্থাপন
সংগৃহীত য়াঁর হস্তে সর্বোপকরণ ;
প্রকৃত সত্যের আলো য়াঁহার সহিত
আসিয়া ভারতবর্ষ করেছে প্লাবিত ;
ব্যাসতুল্য মহাত্মা কায়স্থ-প্রধান
সেই দত্ত চন্দ্রযুক্ত রমেশ শ্রীমান—
তঁাহার নামেতে এই তাঁহার সংহিতা
পদ্যে পরিণতা হয়ে হ'ল সমর্পিতা ।

শুদ্ধিপত্র ।

সংস্কৃতানুশ ।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
২	৪	বধমানঃ	বর্ধমানঃ
৭	৫	ভগ	ভগঃ
৮	২	বিমোমোক্তু	বিমুয়োক্তু
৯	১৯	আসামা	অসামা
১০	১৯	আত	আত্
১১	২০	অবন্তী	অবন্তীঃ
১৫	৩	সোমপীতরেহন্তরিকা	সোমপীতরেহন্তরিকা
ঐ	৪	মুযো	মুযো
১৮	১৩	দধানানমন্তমানা	দধানানমন্তমানা
২০	৫	বা	বা
ঐ	৭	ভুবিদার	ভুবিদাব্
ঐ	১৬	পিণ্ডাবীমসন্ততঃ	পিণ্ডাবীমসন্ততঃ
২২	৩	পাতু	গাতু
ঐ	৭	অ	অ
২৪	১৩	চাবিঃ	ত্রাবিঃ
২৫	১৯	রবভুঃশ্রান্	রবভুঃশ্রান্
২৬	১০	ঘোষণাঃ	ঘোষণাঃ
২৬	১৫	বাজবন্তঃ	বাজবন্তঃ
৩০	৪	ভরিত্রাতঃ	ভরিত্রাতঃ
ঐ	৬	সংভবীভূৎপথামঃ	সংভবীভূৎপথামঃ
ঐ	১৫	ধুক্	ধুক্
৩১	৭	গৃহাতু	গৃহাতু
৩৫	৭	স্বকর্ষ	স্বর্ষ

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অণ্ড	ওঁ
৩৫	২	ব্রাহ্ম:	ব্রাহ্ম
৩৭	১	শক্রমদভু	শক্রমদভু
৩৮	৬	যে	যে:
৩৯	৩	পুত্রশিক্ষা	পুত্রশিক্ষা
৪২	১০	নার্গুনজমু	অর্জুনানামুগ
৫১	১৫	ব্যর্গতে	ব্যর্গতে
৫৪	১১	সংবিদানং	সংবিদান:

বাক্যমাংশ ।

১০	১	ককুলি	ককুলি
১০	২২	সংকল	সংকলন
২	২	আনয়ন	আনয়ন
৪৪	৮	গমন	আগমন
৫২	১০	পাল	পালন
৬৫	১	৬২	৬১
১০৬	৬	আসি হে	আসি হও হে
১০৯	৩	নিদোক্ত	লিঙ্গোক্ত
"	৪	ঐ	ঐ
"	১৭	শান্তিদাতা	শান্তিদাতা
১১০	২	সংবর্জিত	সংবর্জিত
১১৭	৬	পিতৃলোক	পিতৃলোক
১২০	৮	১	২
১৪২	১৯	নিবেদিত	নিবেদিত
১৪৬	৪	গ্রহণ	গ্রহণ

যোগ শোক ও মানাবিধ কারণে আসি প্রক দেখিতে না পারার অণ্ড-
ছিন্ন সংখ্যা বেশী হইয়াছে। এই ওঁছিন্নপত্র পাঠকের অনেক উপকার
হইবে, আশা করি।

বেদসংহিতা ।

ঋগ্বেদসংহিতা ।

হিন্দু আৰ্য্যদিগের প্রাচীন মন্ত্র বা ঋক্গুলির সমষ্টিকে ঋগ্বেদ সংহিতা বলে। ঋক্গুলি বহুকালের জব্য, এবং বহুকালাবধি ইহা দ্বারা প্রাচীন হিন্দুগণ যাগ যজ্ঞ নিকাহ করিতেন। ভিন্ন ভিন্ন ঋষি ও ঋষিবংশীয়েরা বংশানুক্রমে ভিন্ন ভিন্ন ঋক্‌সমূহ কর্তৃত্ব করিয়া রাখিতেন এবং যজ্ঞে ব্যবহার করিতেন। অবশেষে যখন ঋক্গুলি “সংহিতা” রূপে সংকলিত হইল তখন এক একটা ঋষিবংশের ঋক্গুলি এক এক মণ্ডলে সন্নিবিষ্ট হইল। কেবল প্রথম ও শেষ মণ্ডলে অনেক ঋষির মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

এক একটি শ্লোকের নাম ঋক্। কয়েকটি ঋক্ দ্বারা কোন দেবের যে একটি স্তুতি রচিত হয়, সেই স্তুতিটিকে হুক্ত কহে। অনেকগুলি হুক্ত এক এক মণ্ডলে সংকলিত হইয়াছে। এবং দশটি মণ্ডলে ঋগ্বেদসংহিতা সম্পূর্ণ।

ইহার মধ্যে প্রথম মণ্ডলে ১৯১টি হুক্ত আছে, এবং সেগুলি অনেক ঋষি দ্বারা রচিত বা দৃষ্ট। ইহার মধ্যে দীর্ঘতম ৩৩৭-

পুত্রের ৩৬টি, অঙ্গিরাস বংশীয়দিগের ৩২টি, কণ্ণবংশীয়দিগের ২৭টি, অগস্ত্যের ২৭টি, গৌতম ও তৎপুত্রের ২৭টি, দিবোদাস পুত্র পুরু-
চ্ছেপের ১৩টি, বিশ্বামিত্র পুত্র মধুচ্ছন্দার ১১টি, শক্তিপুত্র পরাশরের
৯টি, অজীগর্তের পুত্র শুনঃসেকের ৭টি, মরীচিপুত্র কশ্যপের ১টি,
এবং অন্যান্য কয়েকজন ঋষির এক একটি,—সর্বসংকল্প ১৯১টি
হুক্ত ।

দ্বিতীয় মণ্ডলে ৪৬টি হুক্ত, ভৃগুবংশীয় গৃৎসমদ ও তদ্বংশীয়গণ
ঋষি । তৃতীয় মণ্ডলে ৬২টি হুক্ত, বিশ্বামিত্র ও তদ্বংশীয়গণ ঋষি ।
চতুর্থ মণ্ডলে ৫৭টি হুক্ত, বামদেব ও তদ্বংশীয়গণ ঋষি । পঞ্চম
মণ্ডলে ৮৭টি হুক্ত, অত্রি ও তদ্বংশীয়গণ ঋষি । ষষ্ঠ মণ্ডলে ৭৫টি
হুক্ত, ঋষি ভরদ্বাজ ও তদ্বংশীয়গণ ।

বশিষ্ঠ ও তদ্বংশীয়গণ সপ্তম মণ্ডলের ঋষি-এবং ইহাতে ১০৪টি
হুক্ত আছে । কণ্ণ ও তদ্বংশীয়গণ অষ্টম মণ্ডলের ঋষি এবং
ইহাতে ১০টি হুক্ত আছে, কিন্তু ইহার মধ্যে ১১টিকে বালখিল্য
হুক্ত কহে । এই ১১টি অন্ত্র হুক্তের জ্ঞায় প্রাচীন কি না সে
বিষয়ে সন্দেহ আছে, এবং পণ্ডিতপ্রবর সায়ণাচার্য্য সমস্ত ঋষে-
দের টীকা লিখিয়াছেন কিন্তু এই ১১টি হুক্তের টীকা লেখেন নাই
নবম মণ্ডলটি অন্যান্য মণ্ডলের জ্ঞায় নহে । অন্যান্য মণ্ডলে ভিন্ন
ভিন্ন হুক্তে অগ্নি, ইন্দ্র প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেব আহৃত হইয়াছেন
নবম মণ্ডলে ১১৪ টি হুক্ত, সকল গুলিরই দেবতা সোম । ফলতঃ
ঋগ্বেদ সংহিতার এই নবম মণ্ডলের সহিত সামবেদ সংহিতার
অনেক সামঞ্জস্য দেখা যায় ।

দশম মণ্ডলে প্রথম মণ্ডলের ছায় অনেক ঋষির স্মৃতি আছে এবং সর্বশুদ্ধ ১৯১টি স্মৃতি । কিন্তু এই দশম মণ্ডলের সকল স্মৃতির ঋষি দিগের প্রকৃত নাম পাওয়া যায় না, দেবতা দিগকে স্মৃতির ঋষি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে । এই দশম মণ্ডলের অনেকগুলি স্মৃতি অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়া বোধ হয় এবং ইহার সহিত অথর্ব বেদসংহিতার অনেক সামঞ্জস্য দেখা যায় ।

যে সকল প্রাতঃস্মরণীয় ঋষিগণ ঋগ্বেদের সহস্রাধিক স্মৃতি কণ্ঠস্থ করিয়া পুরুষানুক্রমে রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট সমস্ত হিন্দুজাতি কতদূর পর্য্যন্ত ঋণী ! তাঁহাদের বক্তৃতা, তাঁহাদের অসাধারণ ধীশক্তি ও অধ্যবসায় ও তাঁহাদের প্রগাঢ় ধর্মভক্তি বশতঃ অত্র আমরা এই জগতে অতুল্য রত্নের অধিকারী । আর্য্যজগতের প্রথম গ্রন্থ, প্রথম ধর্মশিক্ষা, প্রথম সভ্যতার রত্নস্বরূপ ফল আমাদের পৈতৃক ধন ।

প্রাচীন গ্রন্থগুলি ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন অধ্যাপক ও ছাত্রগণ বহু শতাব্দি অবধি কণ্ঠস্থ করিয়া বাখিতেন । কালক্রমে গ্রন্থগুলিতে কিছু কিছু পার্থক্য ঘটিত, অর্থাৎ এক প্রদেশে প্রচলিত গ্রন্থের সহিত অন্য প্রদেশে প্রচলিত সেই গ্রন্থের তুলনা করিলে, শব্দ বা অক্ষরে সামান্য বিভিন্নতা লক্ষিত হইত । এইরূপে বৈদিকগ্রন্থগুলির ভিন্ন ভিন্ন শাখার উৎপত্তি হইয়াছে, কিন্তু প্রায়ই সেই শাখা সমূহের মধ্যে বিভিন্নতা অতি সামান্য ।

যে ঋগ্বেদখানি প্রকাশিত হইয়াছে তাহা শাকলদিগের

শাখা। ভিন্ন ভিন্ন ঋষিদিগের সূক্তগুলি ভিন্ন ভিন্ন মণ্ডলরূপে যে সঙ্কলিত হইয়াছে সে আজ কালের কথা নহে। জনশ্রুতি আছে যে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বেদগুলি এইরূপে সঙ্কলন করিয়া-
ছিলেন। ফলতঃ যে কালে কুরু ও পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও যাদব
প্রভৃতি মহাবল পরাক্রান্ত জাতিগণ গঙ্গা ও যমুনার উপকূলে
নিজ নিজ রাজ্যবিস্তার করিয়া বাস করিতেন, সেই প্রাচীন
কালেই ঋগ্বেদের সঙ্কলন কার্য্য সমাধা হইয়াছিল এরূপ অনুমিত
হইতে পারে। ঐতরেয় আরণ্যক নামক প্রাচীন গ্রন্থে ঋগ্বেদের
মণ্ডল ও ঋষিগুলির নাম যথাক্রমে লিখিত আছে। আশ্বলায়ন
এবং শাঙ্খায়নের প্রাচীন গৃহ সূত্রেও ইহার উল্লেখ পাওয়া
যায়।



ঋগ্বেদের প্রাচীনত্বের আর একটি কথা বলি। শৌনকের
নাম সকলেই জানেন। জন্মেজয়ের নিকট বৈশম্পায়ন দ্বারা যে
মহাভারত কথিত হইয়াছিল, বৈশম্পায়নের পুত্র সৌতি দ্বারা সেই
মহাভারত নৈমিষারণ্যে শৌনকের মহামঞ্জে পুনরায় কথিত
হইয়াছিল। সেই শৌনক বা তদংশীয় কোন ঋষি ঋগ্বেদের
একখানি অনুক্রমণী লিখিয়াছেন তাহাতে প্রত্যেক সূক্তের ছন্দঃ,
দেবতা এবং ঋষির নাম উক্ত হইয়াছে। এবং এই প্রাচীন
কালেই ঋগ্বেদ সংহিতার প্রত্যেক শ্লোক, প্রত্যেক শব্দ, প্রত্যেক
অক্ষর গণনা করিয়া স্থির করা হইয়াছিল। শব্দের সংখ্যা ১,৫৩,
৮২৬, অক্ষরের সংখ্যা ৪৩২০,০০! তবে যদি এই প্রাচীন
কালেই গঙ্গা ও যমুনা তীরে ঋগ্বেদের সংকলন কার্য্য শেষ হইয়া

থাকে, তবে তাহারও কত পূর্বে কত শতাব্দিতে কিছু ও সরস্বতী-
তীরে ঋগ্বেদের সহস্রাধিক সূক্তগুলি একে একে রচিত হইয়া-
ছিল তাহা বলা দুঃসাধ্য। প্রথম আর্ষাগণ কিছু ও সরস্বতীতীরে
আকাশ :ও সূর্য্য ও অস্তরীক্ষের দিকে চাহিয়া যে ধর্ম্মজ্ঞান, যে
ঈশ্বর জ্ঞান অর্জন করিয়াছিলেন সেই ধর্ম্মজ্ঞান, সেই ঈশ্বর
জ্ঞানই অতাবধি হিন্দুধর্ম্মের মূলস্বরূপ। সেই ঈশ্বরজ্ঞান ও ধর্ম্ম
জ্ঞান কিরূপ তাহা পাঠকগণ ঋগ্বেদের সূক্তগুলি ভক্তি ও যত্নের
সহিত পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন। আমরা ভিন্ন ভিন্ন
মণ্ডল হইতে ৪০টি সূক্ত (মূল ও অম্ববাদ) এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট
করিলাম। পাঠক মাত্রই ঐ প্রাচীন সূক্তগুলি পাঠ করিয়া
নিজে নিজেই প্রাচীন ধর্ম্মের মর্ম্ম গ্রহণ করিবেন; সূতরাং বেদের
ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার আবশ্যকতা নাই।

তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে প্রাচীন হিন্দুগণ ঐশ কার্য্য
ও ঐশ ক্ষমতার ভিন্ন ভিন্ন বিকাশগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়া
আহ্বান করিতে ভালবাসিতেন। কিন্তু সেই ঐশ কার্য্য পর-
স্পারার নিয়ন্তা ও প্রভু যে এক ও অদ্বিতীয়,—এ মহৎ কথা
প্রাচীন হিন্দুদিগের অবিদিত ছিল না। দশম মণ্ডলের, ৮২ সূক্তের
তৃতীয় ঋকৃটি উদাহরণস্বরূপ এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

“যিনি আমাদের পিতা ও জন্মদাতা, যিনি বিধাতা,

“যিনি বিশ্বজগতের সকল ধাম অবগত আছেন,

“যিনি অনেক দেবের নাম ধারণ করিলেও এক ও অদ্বিতীয়,

এই বিশ্বভুবন তঁহাকেই জানিতে উৎসুক।”

বিশ্বজগদ্ব্যাপী এক ও অদ্বিতীয় পরব্রহ্মে বিশ্বাস হিন্দু ধর্মের মূলস্বরূপ,—সেই মহৎ বিশ্বাসের মূল ও উৎপত্তি এই ঋগ্বেদের স্মৃতিগুলিতে লক্ষিত হইবে ।

সামবেদ সংহিতা ।

প্রাচীন রীতি অনুসারে যজ্ঞ সম্পাদনার্থ কোন কোন ঋক্ কেবল উচ্চারিত না হইয়া গীত হইত । এই গীত ঋক্গুলির সমষ্টিকে সামবেদসংহিতা বলে । ঋক্গুলি নৃত্তন নহে; সামবেদ সংহিতার প্রায় সমস্ত ঋক্গুলিই ঋগ্বেদসংহিতার পাওয়া যায় । স্মৃতিরাং ঋগ্বেদ হইতে যেরূপ কয়েকটি স্মৃতি উদ্ধৃত করা হইয়াছে, সাম বেদ হইতে কোন স্মৃতি উদ্ধৃত করিবার আবশ্যকতা নাই । সাম বেদের বিশেষত্ব কেবল এই যে গীত ঋক্গুলি পৃথক করিয়া নক্ষলিত হইয়া একটি সংহিতাবদ্ধ হইয়াছে ।

সামগাচার্য্য শ্রীসত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় বলেন,—সাম বেদের ত্রয়োদশটি মাত্র শাখার নাম অবগত হওয়া যায় । অধ্যাপকভেদে ও দেশ কালভেদে গ্রন্থের পাঠভেদ ও উচ্চারণভেদ জন্মে, এবং ইহাই ঐরূপ শাখাভেদের একমাত্র কারণ । প্রায় সকল শাখাতে একই মন্ত্র আছে, কোন কোন শাখায় মন্ত্রসংখ্যার কিকিৎ নূনাধিক্যও আছে ।

সামবেদের ত্রয়োদশ শাখার মধ্যে কোথুমী শাখা কালী, কাশ্যকুজ, গুর্জর ও বঙ্গদেশে প্রচলিত আছে, এবং পণ্ডিতপ্রবর সায়ণাচার্য্য এই শাখারই টীকা করিয়া গিয়াছেন। রাণায়ণী শাখা দ্রাবিড়ে প্রচলিত আছে; ও অত্যান্ত একাদশটি শাখা এক্ষণে দেখা যায় না।

সামবেদের কোথুমী শাখার সংহিতা ছই ভাগে বিভক্ত। ঋক্গুলিকে “আর্চিক” বলে এবং সেই ঋক্গুলক গীতগুলিকে “গান” বলে।

আর্চিক তিনটি। “ছন্দ” আর্চিকে যে ঋক্গুলি আছে “গেয়” গানে সেই ঋক্গুলক গীতগুলি আছে। ফলতঃ ছন্দঃ আর্চিকে যে ঋকের পর যে ঋক্টি আছে, গেয় গানে সেই ঋক্গুলক গানের পর সেই ঋক্গুলক গানটি আছে।

“অরণ্যক” আর্চিকে যে ঋক্গুলি আছে, তন্মূলক গানগুলি “অরণ্য” গানে আছে, তবে ক্রমান্বয়ে সাজান নাই। এবং অরণ্যগানে কতকগুলি গান আছে বাহার মূল ঋক্ অরণ্যক আর্চিকে নাই।

এইরূপে “উত্তরা” আর্চিকে যে ঋক্গুলি আছে, তন্মূলক গানগুলি “উহ ও উহ” গানে পাওয়া যায়, কিন্তু সেগুলিও ঋকের ক্রমান্বয়ে সন্নিবিষ্ট হয় নাই।

যজুর্বেদসংহিতা ।

ভিন্ন ভিন্ন যজ্ঞানুষ্ঠানে যে বিশেষ মন্ত্রগুলি আবশ্যক হয় ও যে নিয়ম পালন করিতে হয় তাহারই সমষ্টিকে যজুর্বেদ সংহিতা বলে। ঋগ্বেদ পথ গ্রন্থ; যজুর্বেদ গথ গ্রন্থ। যজুর্বেদে যজ্ঞ সম্পাদনের বিধানগুলি অর্থাৎ কোন্ মন্ত্রের সহিত কোন্ ক্রিয়ার পর কোন্ ক্রিয়াটি সম্পাদন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে হয়, তাহারই বিধান দেখা যায়। ভিন্ন ভিন্ন ঋষিগণ যে স্তুতি রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাই ভিন্ন ভিন্ন মণ্ডলে সঙ্কলিত হইয়া ঋগ্বেদসংহিতা দশ মণ্ডলে বিভক্ত হইয়াছে। যজুর্বেদের বিভাগ-গুলি কেবল ক্রিয়ামূলক; ইহার ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন যজ্ঞক্রিয়ার মন্ত্র ও বিধান সংগৃহীত হইয়াছে।

যজুর্বেদের অনেক শাখা, তাহার মধ্যে ছয়টি কৃষ্ণ যজুর্বেদ ও অবশিষ্ট গুরু যজুর্বেদ। কৃষ্ণ যজুর্বেদ সংহিতাকে তৈত্তিরীয় সংহিতাও বলে, এবং কোন কোন তৈত্তিরীয় সংহিতায় ধৃতরাষ্ট্র ও পাঞ্চালগণ ও কোস্তেয়গণের কথার উল্লেখ আছে। অনেকে অনুমান করেন, প্রাচীন কুরু ও পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণের মধ্যে কৃষ্ণ যজুর্বেদই প্রচলিত ছিল, এবং মিথিলাতে গুরু যজুর্বেদের প্রচলন হয়। কৃষ্ণ যজুর্বেদে মন্ত্রগুলি এবং সেই মন্ত্র সম্বন্ধীয় অর্থমীমাংসা অর্থাৎ “ব্রাহ্মণ” গুলি, অতিশয় বিমিশ্রভাবে সন্নিবিষ্ট আছে। কথিত আছে যে মিথিলা দেশের জনক রাজার রাজপুরোহিত যাজ্ঞবল্ক্য বাজসনেয় সেই মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ বিজড়িত

যজুর্বেদের পুনঃ সঙ্কলন সাধন করিয়াছিলেন। তিনি মন্ত্রগুলিকে পৃথক করিয়া গুরু যজুর্বেদ সংহিতারূপে সঙ্কলিত করিলেন এবং ব্রাহ্মণগুলি ক্রমে বিস্তৃতিলাভ করিয়া “শতপথ ব্রাহ্মণ” নামক গ্রন্থ হইল। এই মহৎ কার্য যাজ্ঞবল্ক্য একাকী সম্পাদন করেন নাই। ফলতঃ তাঁহার সপ্তদশ শিষ্যের অধ্যাপনভেদে গুরু যজুর্বেদের সপ্তদশ শাখা হইয়াছে, সে সকল গুলিকেই বাজসনেয়ী সংহিতা কহে।

বাজসনেয়ী সংহিতার শাখাগুলির মধ্যে মাধ্যন্দিনী শাখাই বিশেষ প্রচলিত এবং মহীধর প্রভৃতি ভাষ্যকারেরা এই শাখারই টীকা লিখিয়াছেন। এই শাখার সংহিতা সম্বন্ধে আমরা দুই চারিটি কথা বলিলেই পাঠক যজুর্বেদ কি, তাহা কতকটা বুঝিতে পারিবেন।

মাধ্যন্দিনী শাখা ৪০ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে দর্শ-পূর্ণমাস অর্থাৎ প্রতিপদ তিথিতে সম্পাদনীয় দর্শ-বাগের কথা আছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষাংশে পিণ্ড পিতৃযজ্ঞের কথা আছে। বৈদিক যজ্ঞ সমূহের মধ্যে কেবল এইটি হিন্দুদিগের মধ্যে এখনও সাধারণতঃ প্রচলিত আছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে অগ্নিহোত্র অর্থাৎ প্রাতে ও সন্ধ্যায় সম্পাদনীয় হোমের কথা আছে, এবং এই অগ্নিহোত্রের বিবরণেই প্রসিদ্ধ গায়ত্রীমন্ত্র (ঋগ্বেদ ৩৬২।১০) সন্নিবিষ্ট আছে। এই অধ্যায়ে চাতুর্মাস্ত্র যজ্ঞেরও বিবরণ আছে।

চতুর্থ হইতে অষ্টম অধ্যায়ে অগ্নিষ্টোমের বিধান আছে। নবম অধ্যায়ে রাজসূয়, দশম অধ্যায়ে সৌত্রামণী এবং একাদশ

হইতে অষ্টাদশ অধ্যায়ে অগ্নিচয়নের কথা আছে। এই অগ্নি-চয়ন ক্রিয়াটি প্রাচীন হিন্দুদিগের জীবনের একটি প্রধান ঘটনা ছিল। যুবকগণ অধ্যয়ন শেষ করিয়া এবং উদাহ করিয়া যখন গৃহস্থাপ্রবেশে প্রবেশ করিতেন তখন যে অগ্নি আধান করিতেন সেই অগ্নি চিরকাল প্রজলিত থাকিত এবং তাহাতেই গৃহস্থদিগের সম্পাদনীয় যজ্ঞানুষ্ঠান নিষ্পন্ন হইত।

কোন কোন পণ্ডিতগণের মতে, গুরু যজুর্বেদের পূর্বোন্নি-খিত অষ্টাদশ অধ্যায়ই প্রাচীনতম অংশ, এবং এই অষ্টাদশ অধ্যায়ের মন্ত্রগুলি কৃষ্ণ যজুর্বেদেও পাওয়া যায়। ঊনবিংশ অধ্যায় হইতে “পরিশিষ্ট” আরম্ভ হইয়াছে। ষাটবিংশ হইতে পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে অশ্বমেধযজ্ঞের বিধান আছে। ষড়্বিংশ হইতে চত্বারিংশ অধ্যায়গুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক এবং এ গুলিকে “খিল” অংশ কহে। ইহাতে পূর্বোক্ত যজ্ঞাদির পরিশিষ্ট বিবরণ পাওয়া যায়, এবং পুরুষমেধ, সর্ষমেধ এবং পিতৃমেধের বিবরণ পাওয়া যায়।

পাঠক এক্ষণে বুঝিতে পারিবেন যে নানাবিধ যজ্ঞ সম্পাদনই প্রাচীন হিন্দুদিগের ধর্ম্মানুষ্ঠান ছিল। এবং হিন্দুগণ নানাশাস্ত্রে যে ক্রমশঃ উন্নতি ও জ্ঞানলাভ করেন তাহাও যজ্ঞানুষ্ঠান মূলক। যজ্ঞ সম্পাদনার্থ সূর্য্য, চন্দ্র বা নক্ষত্রের গতি দর্শন করিয়া তাঁহারা জ্যোতিষ শাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করেন। যজ্ঞে বিদ্রোহরূপে মন্ত্র উচ্চা-রণ করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা যে নিয়ম গুলির আলোচনা করিতে লাগিলেন তাহা হইতে ‘দেববিজ্ঞা’, ‘ত্রিবিজ্ঞা’ এবং ব্যাকরণের

উৎপত্তি । এবং যজ্ঞ সম্পাদনার্থ যে চিতি প্রস্তুত করিবার আবশ্যক হইত তাহারই নিয়ম সমূহ হইতে জগতে জ্যামিতি শাস্ত্রের উৎপত্তি ।

নানা দেবের যজ্ঞ সম্পাদনে ব্যাপৃত থাকিয়াও হিন্দুগণ সেই দেবসমূহের একত্ব বিশ্বাস করেন নাই । শুক্ল যজুর্বেদের চত্বা-
রিংশ অধ্যায়টি উপনিষদ্, ইহাকে ঈশা উপনিষদ্ কহে । এইরূপ
উপনিষদস্তর্গত আত্মা ও পরমাত্মার তত্ত্ব হইতে প্রাচীন হিন্দুগণ
ক্রমশঃ দর্শন শাস্ত্রে প্রতিপত্তি লাভ করিলেন ।

অথর্ববেদ সংহিতা ।

ঋক্, সাম ও যজুর্বেদ হইতে অথর্ববেদ কতকটা স্বতন্ত্র । যে
সকল যাগ যজ্ঞাদিতে ঋক্, সাম ও যজুর্বেদের মন্ত্র আবশ্যিক হয়
তাহাতে অথর্ববেদের মন্ত্র ব্যবহার্য্য নহে । পক্ষান্তরে অথর্ব-
বেদের যাগানুষ্ঠানে অথর্ববেদেরই মন্ত্র আবশ্যক, ঋক্ সাম ও
যজুর্বেদের মন্ত্র ব্যবহার্য্য নহে । প্রসিদ্ধ বেদজ্ঞ পণ্ডিত ত্রীশতা-
ব্রত সামশ্রমী মহাশয় বলেন,—সাধারণ যাগ যজ্ঞের মন্ত্রগুলি মহর্ষি
আদি—বেদবাস কর্তৃক ঋক্, সাম ও যজুঃ এই তিন ভাগে সংকলিত
হইয়াছে, এবং অবশিষ্ট, যাহাতে ঐহিকফলপ্রদ শক্রমারণাদির
উপযোগী যজ্ঞাদির মন্ত্রগুলি আছে, উহা সোম যজ্ঞাদিতে অব্যাব-
হার্য্য হেতুক ‘অথর্ব’ নাম পাইয়াছে ; অথবা অজিরোবংশীয়

অথর্ব। ঋষিই বেদমন্ত্র সমূহের এই শ্রেণী বিভাগ কার্য দ্বারা ‘ব্যাস’ পদবী লাভ করিয়াছিলেন, এবং এই মন্ত্রগুলি তাঁহার স্বনামেই অর্থাৎ ‘অথর্ব’ নামেই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে ।

কোন কোন পণ্ডিতের মতে অথর্ববেদ সংহিতা অল্প তিনটি সংহিতা হইতে আধুনিক সময়ে সঙ্কলিত । ঐতরেয় ও শতপথ ব্রাহ্মণ, বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য উপনিষদ্ প্রভৃতি অনেক প্রাচীন গ্রন্থের অনেক স্থলে * কেবল ঋক্ সাম ও যজুর্বেদের উল্লেখ আছে, বেদের মধ্যে অথর্ববেদের উল্লেখ নাই বরং ইতিহাস পুরাণের সহিত তাহার উল্লেখ আছে । এবং প্রাচীন ধর্মসূত্রসমূহ ও মনু-সংহিতা† প্রভৃতি গ্রন্থের অনেক স্থলে কেবল তিন বেদের নাম ও উল্লেখ পাওয়া যায় ।

সামশ্রমী মহাশয়ের মতে, ঐ ঐ গ্রন্থ সমূহেও অথর্বের অস্তিত্ব সূচিত আছে ; এবং তত্তৎ স্থানে ব্যবহৃত ঋক্, যজুঃ ও সাম মন্ত্রগুলি সংহিতাবোধক নহে ; প্রত্যুত পশু, গজ ও গীতি-রূপ ত্রিবিধ রচনার রচিত মন্ত্র সমূহের বোধক ।

সে যাহা হউক অথর্ববেদের যজ্ঞ ও মন্ত্রগুলি অল্প বেদ হইতে ভিন্ন প্রকার সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । শক্রহিংসাই অনেক

* ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৪।৩২

শতপথ ব্রাহ্মণ ৪।৬।৭।১৩

বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ১।৪।৫

ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৩।১ এবং ৭।১

ইত্যাদি।

† গৌতম ১৬।২১

বসিষ্ঠ ১৩।৩০

বোধায়ন ৪।৫।২৯

মনুসংহিতা ৩।১৪৫ ;

৪।১২৪ ; ১১।২৬৩ ; ১২।১১২

ইত্যাদি।

মন্ত্ৰের উদ্দেশ্য, এবং পীড়া বা হিংস্রক জন্তু বা অভিসম্পাৎ বা দুৰ্দ্দেব হইতে পরিজ্ঞান পাওয়াই অনেক মন্ত্ৰের অভিপ্রায় ।

অথৰ্ববেদে ২০টী কাণ্ড আছে। প্রতি কাণ্ডে স্তোত্রের সংখ্যা প্রদর্শিত হইতেছে।

প্রথম	কাণ্ডে	৫৫	স্তোত্র	একাদশ	কাণ্ডে	১০	স্তোত্র
দ্বিতীয়	„	৩৬	„	ষাদশ	„	৫	„
তৃতীয়	„	৩১	„	ত্রয়োদশ	„	৪	„
চতুর্থ	„	৪০	„	চতুর্দশ	„	২	„
পঞ্চম	„	৩১	„	পঞ্চদশ	„	১৮	„
ষষ্ঠ	„	১৪২	„	ষোড়শ	„	৯	„
সপ্তম	„	১৮	„	সপ্তদশ	„	১	„
অষ্টম	„	১০	„	অষ্টাদশ	„	৪	„
নবম	„	১০	„	উনবিংশ	„	৭২	„
দশম	„	১০	„	বিংশ	„	১৪৩	„

ইহার মধ্যে উনবিংশ কাণ্ডটী অত্যাশ্চর্য কাণ্ডের পরিশিষ্টস্বরূপ ; এবং বিংশ কাণ্ড প্রায়ই ঋগ্বেদ হইতে উদ্ধৃত স্তোত্রে পরিপূর্ণ।

অথৰ্ব বেদের অল্প অংশ গল্প, অধিকাংশই পণ্ড। ঋগ্বেদের যে যে স্তোত্র অথৰ্ববেদে দেখা যায় তাহার অধিকাংশই ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের স্তোত্র। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের সহিত অথৰ্ব বেদের অনেকটী সোসাদৃশ্য আছে তাহা পূৰ্বেই বলা হইয়াছে।

(শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্তের হিন্দুশাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত)

বেদসংহিতা ।

ঋগ্বেদসংহিতা ।

প্রথমং মণ্ডলং ।

॥ ১ ॥

মধুচ্ছন্দা বৈশ্বামিত্রঃ ॥ অগ্নিঃ ॥ গায়ত্রী ॥

অগ্নিমীলৈ পুরোহিতং যজ্ঞশ্চ দেবমৃষিজং ।

হোতারং ব্রত্ৰধাতমং ॥ ১ ॥

অগ্নিঃ পূর্বেভিষ্টিষিতিরীড়্যো নুতনৈকত ।

স দেবা এহ বক্ষতি ॥ ২ ॥

অগ্নিনা রষিমশ্নবৎ পোষমেব দিবেদিবে ।

যশসং বীরবত্তমং ॥ ৩ ॥

অগ্নে যং যজ্ঞমধ্বরং বিশ্বতঃ পরিভূরসি ।

স ইন্দ্রৈবেষু গচ্ছতি ॥ ৪ ॥

অগ্নির্হোতা কবিক্রতুঃ সত্যশ্চিত্রশ্রবন্তমঃ ।

দেবো দেবেভিরা গমৎ ॥ ৫ ॥

যদংগ দাশুবে ভ্রমগ্নে ভদ্রং কশ্মিষ্যসি ।

তবেত্তৎসত্যমংগিরঃ ॥ ৬ ॥

ঋগ্বেদসংহিতা ।

উপ ত্বাণে দিবে দিবে দোষাবস্তর্ষিণা বয়ঃ ।

নমো ভবন্ত এমসি ॥ ৭ ॥

রাজন্তমধ্বরাণাং গোপামৃতশ্চ দীদিবিং ।

বর্ধমানং স্নে দমে ॥ ৮ ॥

স নঃ পিতেব স্তনবেহগ্নেস্থপায়নো ভব ।

সচশ্বা নঃ স্বস্তয়ে ॥ ৯ ॥

॥ ৭ ॥

মধুচ্ছন্দা বৈশ্বামিত্রঃ ॥ ইংদ্রঃ ॥ গায়ত্রী

ইংদ্রমিদগাথিনো বৃহদিংদ্রমর্কেভির্কিণঃ ।

ইংদ্রং বাণীরনুষতঃ ॥ ১ ॥

ইংদ্র ইক্কথোঃ স চা সংমিল্ল আ বচেযুজা ।

ইংদ্রো বজ্রী হিরণ্যমঃ ॥ ২ ॥

ইংদ্রো দীর্ঘায় চক্ষস আ সূর্য্যং রোহয়দ্বিবি ।

বি গোভিরদ্রিমৈরয়ঃ ॥ ৩ ॥

ইংদ্র বাজেষু নোহিব গহস্র প্রধনেষু চ ।

উগ্র উগ্রাভিক্রতিভিঃ ॥ ৪ ॥

ইংদ্রং বয়ঃ মহাধন ইন্দ্রমর্ভে হবামহে ।

যুজং বৃত্রেষু বজ্রিণং ॥ ৫ ॥

স নো বৃষন্নয়ং চক্ৰং সত্রাদাবন্নপা বৃধি ।

অশ্বভ্যমপ্রতিকূতঃ ॥ ৬ ॥

তুংজে তুংজে য উত্তরে স্তোমা ইংদ্রশ্চ বজ্রিণঃ ।

নবিংধে অশ্ব স্তৃষ্টুতিং ॥ ৭ ॥

বুধা যুথেষ বৎসগঃ কৃষ্টীরিষত্যোজসা ।

ঈশানো অপ্রতিঙ্কুতঃ ॥ ৮ ॥

য একশ্চ ষণীনাং বহুনা মিরজ্যতি ।

ইংদ্রঃ পঞ্চ ক্ষিতীনাং ॥ ৯ ॥

ইংদ্রং বো বিশ্বতস্পরি হবামহে জনেভ্যঃ ।

অস্মাকমস্ত কেবলঃ ॥ ১০ ॥

॥ ১৮ ॥

মেধাতিথিঃ কাণ্ডঃ । ১—৩ ব্রহ্মণস্পতিঃ । ৪ ব্রহ্মণ-
স্পতিরিংদ্রশ্চ সোমশ্চ । ৫ ব্রহ্মণস্পতি দক্ষিণাচ ।

৬—৮ সদসদস্পতি । ৯ সদসস্পতি

র্নরাশংস বা ॥ গায়ত্রী ॥

সোমানং স্বরণং কৃণুহি ব্রহ্মণস্পতে ।

কক্ষীবং তং য ঔশিজঃ ॥ ১ ॥

যো রেবাভ্যো অমৌবহা বহুবিংপুষ্টিবর্ধনঃ ।

স নঃ সিষন্তু বস্তরঃ ॥ ২ ॥

মা নঃ শংসো অরক্ষযো ধৃতিঃ প্রণঙম ত্যস্ত ।

ব্রক্ষাণো ব্রহ্মণস্পতে ॥ ৩ ॥

স যা বীরো ন রিষ্যতি যমিংদ্রো ব্রহ্মণস্পতিঃ ।

সোমো হিনোতি মর্ত্যং ॥ ৪ ॥

স্বং তং ব্রহ্মণস্পতে সোম ইংদ্রশ্চ মর্ত্যং ।

দক্ষিণা পাত্ংহসঃ ॥ ৫ ॥

ঋগ্বেদসংহিতা ।

সদসম্পত্তি মন্তৃতং প্রিয়মিদ্ৰস্ত কাম্যং ।
 সনিং মেধামবাসিষং ॥ ৬ ॥
 যস্মাদৃতে ন সিধ্যতি যজ্ঞো বিপশ্চিতশ্চন ।
 স ধীনাং যোগমিহতি ॥ ৭ ॥
 আদৃশ্নোতি হবিষ্কৃতিং প্রাংচং কৃণোত্যধ্বরং ।
 হোত্রা দেবেষু গচ্ছতি ॥ ৮ ॥
 নরাশংসং সূহৃষ্টমমপশুং স প্রথন্তমং ।
 দিবো ন লজ্জমথসং ॥ ৯ ॥

॥ ২২ ॥

মেধাতিথিঃ কাণ্ডঃ ॥ ১—৪ অশ্বিনৌ । ৫—৮ সবিতা ।
 ৯—১০ অগ্নিঃ । ১১ দেব্যঃ । ১২ ইন্দ্রাণী
 বরুণান্যগ্রায়ঃ । ১৩, ১৪ দ্যাবা পৃথিব্যৌ ।
 ১৫ পৃথিবী । ১৬ বিষ্ণুর্দেবা বা ।
 ১৭—২১ বিষ্ণুঃ ॥ গায়ত্রী ॥

প্রাতযুজা বি বোধয়ান্বিনাবেহ গচ্ছতাং ।
 অশ্ব সোমশ্চ পীতয়ে ॥ ১ ॥
 বা সুরণা রথীতমোভা দেবা দিবিস্পৃশা ।
 অশ্বিনা তা হবামহে ॥ ২ ॥
 যা বাং কশামধুমত্যান্বিনা স্ননুতাবতী ।
 তন্ন যজ্ঞং মিমিক্তং ॥ ৩ ॥

ঋগ্বেদসংহিতা ।

নহি বামস্তি দূরকে যত্রা রথেন গচ্ছথঃ ।

অশ্বিনা সোমিনো গৃহং ॥ ৪ ॥

হিরণ্যপাণি মৃতয়ে সবিতারমূপ হবয়ে ।

স চেত্তা দেবতা পদং ॥ ৫ ॥

অপাং নপাতমবসে সবিতারমূপস্তহি ।

তস্ত ব্রতাহ্যশ্বসি ॥ ৬ ॥

বিভক্তারং হবামহে বসোশ্চিত্রশ্চ রাধসঃ ।

সবিতারং নৃচক্ষসং ॥ ৭ ॥

সধায় আ নি যীদত সবিতা স্তোম্যো নু নঃ ।

দাতা রাধাংসি শুভতি ॥ ৮ ॥

অগ্নে শত্ৰীরিহা বহ দেবানামুশাতীরূপ ।

ত্বষ্টারং সোমপীতয়ে ॥ ৯ ॥

আ গ্না অগ্ন ইহাবসে হোত্রাং যবিষ্ট ভারতীং ।

বরুতীং ধিমণাং বহ ॥ ১০ ॥

অভি নো দেবীরবসা মহঃ শর্মণা নৃপত্নীঃ ।

অচ্ছিন্নপত্নাঃ সচংতাং ॥ ১১ ॥

ইহেংজাগীমূপ হবয়ে বরুণানীং স্বস্তয়ে ।

অগ্নায়ীং সোমপীতয়ে ॥ ১২ ॥

মহী দ্বোঃ পৃথিবী চ ন ইমং যজ্ঞং মিমিক্ততাং ।

পিপ্তাং নো ভরীমভিঃ ॥ ১৩ ॥

তয়োরিদ্ধু তবৎপয়ো বিপ্রা রিহংতি ধীতিভিঃ ॥

গংধর্কশ্চ ক্বেবে পদে ॥ ১৪ ॥

ঋগ্বেদসংহিতা ।

স্তোনা পৃথিবী ভবানুষ্করা নিবেশনী ।

যচ্ছা নঃ শর্ম সপ্রথঃ ॥ ১৫ ॥

অতো দেবা অবন্তু নো যতো বিষ্ণু বিচক্রমে ।

পৃথিব্যাঃ সপ্ত ধামভিঃ ॥ ১৬ ॥

ইদং বিষ্ণুবিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং ।

সমূলহমশ্রু পাংসুরে ॥ ১৭ ॥

ত্রীণি পদা বি চক্রমে বিষ্ণুর্গোপা অদাত্যঃ ।

অতো ধর্ম্মাণি ধারয়ন্ ॥ ১৮ ॥

বিষ্ণোঃ কর্ম্মাণি পশ্যত যতো ব্রতানি পস্পশে ।

ইংদ্রশ্র যুজ্যঃ সখা ॥ ১৯ ॥

তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যতি সুরয়ঃ ।

দিবীব চক্ষুরাততং ॥ ২০ ॥

তদ্বিপ্রাসো বিপশ্ববো জাগৃবাংসঃ সমিংধতে ।

বিষ্ণোর্যং পরমং পদং ॥ ২১ ॥

॥২৪ ॥

শুনঃশেপ আজীগর্তিঃ (কুত্রিমো বৈশ্বামিত্রো দেব-

রাতঃ) ॥ ১ প্রজাপতিঃ; ২ অগ্নিঃ; ৩—৫ সবিতা

ভগো বা; ৬—১৫ বরুণঃ। ১, ২, ৬—১৫

ত্রিষ্টুপ্; ৩—৫ গায়ত্রী ।

কশ্র নুনং কতমশ্রামৃতানাং মনামহে চাক্র দেবশ্র নাম ।

কো নো মহা অদিতয়ে পুনর্দাৎ পিতরং চ দৃশেয়ং মাতরং চ ॥ ১ ॥

ঋগ্বেদসংহিতা ।

অগ্নের্বরং প্রথমস্তাবৃতানাং মনামহে চাক্রদেবস্ত নাম ।
 ন নো মহা অদিতয়ে পূনর্দাৎ পিতরং চ দূশেয়ং মাতরং চ ॥ ২ ॥
 অতিত্বা দেব সবিতরীশানাং বার্যাপাং ।
 সদাবনু ভাগমীমহে ॥ ৩ ॥
 যশ্চিক্রি ত ইথা ভগ শশমানঃ পুরা নিদঃ ।
 অধেবো হস্তরোর্দধে ॥ ৪ ॥
 ভগভক্তস্ত তে বরমুদেশেম তবাবসা ।
 মূর্দ্ধানং রায় আরভে ॥ ৫ ॥
 ন হি তে ক্ষত্রং ন সহো ন মহ্যং বরশ্চনামী পতরস্ত আপুঃ ।
 নেমা আপো অনিমিষং চরংভীর্ন যে বাভস্ত প্রমিনংত্যভবং ॥ ৬ ॥
 অবুগ্রে রাজা বরুণো বনস্তোধারং স্তূপং দদতে পুতদক্ষ ।
 নীচানাঃ সুরপরি বৃষ এবামস্মৈ অংতর্নিহিতাঃ কেতবঃ স্তূঃ ॥ ৭ ॥
 উরুং হি রাজা বরুণশ্চকার সূর্য্যায় পংখামদ্বৈতবা উ ।
 অপদে পাদা প্রতিধাতবেহককৃতাপবক্তা হৃদয়াবিধশ্চিৎ ॥ ৮ ॥
 শতং তে রাজন্ ভিষজঃ সহস্রমূর্বা গভীরা স্তমতিষ্টে অস্ত ।
 বাধস্ব দূরে নিঋতিং পরাটৈঃ ক্লতং চিদেনঃ প্রমুস্ধ্যাম্যং ॥ ৯ ॥
 অমী য ঋক্কা নিহিতাস উচ্চা নক্তং দদুশ্রে কুহ চিদিবেষু ।
 অদকানি বরুণস্ত ব্রতানি বিচাকশচ্চন্দ্রমা নক্তমেতি ॥ ১০ ॥
 তত্বা বামি ব্রহ্মণা বংদমানস্তদা শান্তে যজমানো হবির্ভিঃ ।
 অহেলমানো বরুণেহ বোধ্যাকশংস যা ন আয়ুঃ প্র মোষীঃ ॥ ১১ ॥
 ভদ্রিগ্নস্তং তদ্বিবা মহ্যমাহস্তদয়ং কেতো হৃদ আ বি চষ্টে ।
 ত্বনঃশেপো যমহ্ৰদগৃভীতঃ নো অম্মান্রাজা বরুণো যুমোক্ত ॥ ১২ ॥

শুনঃশেপো হৃদ্বদগ্ভীতজিহ্বাদিত্যং ক্রপদেষু বহুঃ ।

অশ্বৈনং রাজা বরুণঃ সম্ভজ্যাহিহঁ । অদকো বিমোমোক্তু পাশান্ ॥ ১৩

অব তে হেলো বরুণ নমোভিরব যজ্ঞেভিরীমহে হবির্ভিঃ ।

করন্নশ্বভ্যমশ্বর প্রচেতা রাজশ্বেনাংসি শিশ্রথঃ কৃতানি ॥ ১৪

উহুস্তমং বরুণ পাশমশ্বদবোধমং বি মধ্যমং শ্রথায় ।

অথা বয়মাদিত্য ব্রতে তবানাগসো অদিতয়ে শ্রাম ॥ ১৫

॥ ২৫ ॥

শুনঃশেপ আজীগর্তিঃ । বরুণঃ ॥ গায়ত্রী ॥

যচ্চিদ্ধি তে বিশো যথা প্র দেব বরুণ ব্রতং ।

মিনীমসি ত্ববিজ্জবি ॥ ১ ॥

মা নো বধায় হত্ববে জিহীলানশ্র রীরধঃ ।

মা হৃণানশ্র মত্ববে ॥ ২ ॥

বিমূলীকায় তে মনো রথীরথং ন সংদিতং ।

গীর্ডি বরুণ সীমহি ॥ ৩ ॥

পরা হি মে বিমন্তবঃ পতংতি বশ ইষ্টয়ে ।

বয়ো ন বসতীরূপ ॥ ৪ ॥

কদা ক্ষত্রশ্রিয়ং নরমা বরুণং করামহে ।

মূলীকায়োরুচকসং ॥ ৫ ॥

তদ্বিৎসমানমাশাতে বেনংতা ন প্র যুচ্ছতঃ ।

ধৃতব্রতায় দান্তবে ॥ ৬ ॥

বেদা যো বীনাং পদমংত্রিক্ষেণ পততাং ।

বেদ নাবঃ সমুদ্রিয়ঃ ॥ ৭ ॥

বেদ মাসো ধৃতব্রতো দ্বাদশ প্রজাবতঃ ।

বেদা য উপজায়তে ॥ ৮ ॥

বেদ বাতশ্চ বর্তনিমুরোঋষশ্চ বৃহতঃ ।

বেদা যে অধ্যাসতে ॥ ৯ ॥

নি যসাদ ধৃতব্রতো বরুণঃ পশুত্বাশ্বা ।

সাত্বাজ্যায় সূক্রভুঃ ॥ ১০ ॥

অতো বিশ্বাশ্চত্বতা চিকিৎসাঁ অতি পশ্রতি ।

কৃতানি যা চ কত্বা ॥ ১১ ॥

স নো বিশ্বাহা সূক্রতুরাদিত্যঃ সুপথা করৎ ।

প্র ৭ আয়ুংষি তারিষৎ ॥ ১২ ॥

বিভ্রদ্রোপিং হিরণ্যয়ং বরুণো বস্ত নির্গিজং ।

পরি স্পশো নি বেদিরে ॥ ১৩ ॥

ন যং দিপ্সংতি দিপ্সবো ন দ্রুহ্বাণো জননাং ।

ন দেবমভিমাতয়ঃ ॥ ১৪ ॥

উত যো মানুষেষা যশ্চক্রে আসাম্যা ।

অস্মাকমুদরেষা ॥ ১৫ ॥

পর্য মে যংতি ধীতয়ো গাবো ন গব্যতীরনু ।

ইচ্ছংতীরকচক্ষসং ॥ ১৬ ॥

সং হু বোচাবটৈ পুনর্যতো মে মধ্বাভূতং

হোতেব ক্ষমসে প্রিয়ং ॥ ১৭ ॥

দর্শং হু বিশ্বদর্শতং দর্শং রথমধি ক্ষমি ।

এতা জুযত মে গিরঃ ॥ ১৮ ॥

ইমং মে বক্ষণ শ্রধী হবমস্তাচ মূলয় ।

স্বামবন্তু রা চকে ॥ ১৯ ॥

স্বং বিশ্বস্ত মেধির দিবন্ত গ্যন্ত রাজসি ।

স ষামনি প্রতি শ্রধি ॥ ২০ ॥

উহন্তমং মুমুক্ষি নো বি পাশং মধ্যমং চূত

অবাধমানি জীবসে ॥ ২১ ॥

॥ ৩২ ॥

‘হিরণ্যস্তূপ আংগিরসঃ ॥ ইংদ্রঃ ॥ ত্রিঋতুপ ॥

ইংদ্রস্ত হু বীর্ঘ্যানি অ বোচং বানি চকার প্রথমানি বজ্রী ।

অহরহিমম্বপত্ততর্দ প্র বক্ষণা অভিনং পর্বতানাং ॥ ১ ॥

অহরহিং পর্বতে শিশ্রিরাগং ত্বষ্টাটৈ বজ্রং স্বং ততক্ষ ।

বাক্রা ইব ধেনবঃ স্তংদমানা অংকঃ সমুদ্রমব জগ্মু রাপঃ ॥ ২ ॥

বৃষারমানোহবৃণীত সোমং ত্রিক্রকেষপিবং সূতস্ত ।

আ সারকং মধ্ববাদন্ত বজ্রমহরেনং প্রথমজামহীনাং ॥ ৩ ॥

যদিংজাহন্ প্রথমজামহীনামান্মারিণামমিনাঃ প্রোত মারীঃ ।

আত স্বং জনরন্ধ্যামুবাংস তানীক্সা শক্রং ন কিণা বিবিত্সে ॥ ৪ ॥

অহন্ বৃত্রং বৃত্রতরং বাৎসমিংদ্রো বজ্রেণ মহতা বধেন ।
 ঋধাংসীব কুলিশেনা বিবৃক্ণাহিঃ শরত উপপৃক্ পৃথিধ্যাঃ ॥ ৫
 অযোদ্ধেব হৃমদ আ হি জুহেব মহাবীরং তুবিবাহবৃজীষং ।
 নাতারীদন্ত সমৃতিং বধানাং সং ঋজানাঃ পিগিষ ইংদ্রশক্রঃ ॥ ৬
 অপাদহন্তো অপৃতন্ত্রদিংদ্রমাত্ত বজ্রমধি সানৌ জঘান ।
 বৃক্ণো বত্রিঃ প্রতিমানং বভূবন্ পুরুত্না বৃত্রো অশয়দ্যন্তঃ ॥ ৭
 নদং ন ভিন্নমমূরা শরানং মনো ঋহাণা অতি যন্ত্যাপঃ ।
 বাশ্চিহ্নবৃত্রো মহিনা পর্য্যতিষ্ঠতাসামহিঃ পংসুতঃশৌ বভূব ॥ ৮
 নীচাবরা অভবহৃত্রপুত্রিংদ্রো অস্তা অব বধর্জতার ।
 উত্তরা সুরধরঃ পুত্র আসীদ্ধাহুঃ শয়ে সহবৎসা ন ধেহুঃ ॥ ৯
 অতিষ্ঠংতীনামনিবেশীনানাং কাষ্ঠানাং মধ্যে নিহিতং শরীরং ।
 বৃত্রস্ত নিণাং বি চরংত্যাপো দীর্ঘং তম আশয়দিংদ্রশক্রঃ ॥ ১০
 দাসপত্নীরহিগোপা অতিষ্ঠন্নিকৃদ্ধা আপঃ পণিনেব গাবঃ ।
 অপাং বিলমপিহিতং যদাসীদ্বৃত্রং জঘন্বা অপ তববার ॥ ১১
 আখ্যো বারো অভবন্তদিংদ্র সৃকে কবা প্রত্যাহনেব একঃ ।
 অজরো গা অজরঃ শূর সোমমবাস্ত্রজঃ সর্ভবে সগুসিংধুন্ ॥ ১২
 নাসৈ বিজ্ঞান তত্ত্বতুঃ সিবেষ ন যাং মিহমকিরদ্বাত্রাহুনিং চ ।
 ইংদ্রশ্চ বজ্রাযুধাতে অহিন্শোভাপরীত্যো মমবা বি জিগ্যো ॥ ১৩
 অহেৰ্য্যতারং কমপস্ত ইংদ্র হৃদি যন্তে জগ্নুবো ভীরগচ্ছত ।
 নব চ বহুবতিং চ স্রবন্তী ত্রেনো ন ভীতো অতরো রজাংসি ॥
 ইংদ্রো যাতোহবসিতস্ত রাজা শমস্ত চ শৃংগিনো বজ্রবাহঃ ।
 সেহু রাজা কয়তি চৰণীনামরান নেবিঃ পয়ি ত্বা বভূব ॥ ১৪

॥ ୫୧ ॥

କଞ୍ଚୋ ଘୋରଃ ॥ ପୂଷା ॥ ଗାୟତ୍ରୀ ॥

ସଂ ପୂଷସ୍ତଦ୍ଧବନସ୍ତିର ବାଂହୋ ବିସ୍ମୁଚୋ ନମାତ୍ ।

ସକ୍ତା ଦେବ ଓ ଗମ୍ପୁର ॥ ୧

ସୋ ନଃ ପୂଷସ୍ତଦ୍ଧୋ ବ୍ରହ୍ମା ଛଃଶେବ ଆଦିଦେଶତି ।

ଅପ ମ୍ମ ତଂ ପଥୋ ଜହି ॥ ୨

ଅପ ତ୍ୟଂ ପରିପଂଥନଂ ସୁବୀବାଂଂ ହରନ୍ତିତଂ ।

ଦୂରମଧି ଶ୍ରତେରଜ ॥ ୩

ତ୍ବଂ ତନ୍ତୁ ବରାବିନୋହ ବଞ୍ଚନସନ୍ତ କନ୍ତଚିତ୍ ।

ପଦାଞ୍ଜି ତିର୍ଥ ତପୁଷିଂ ॥ ୪

ଆ ତତ୍ତେ ଦକ୍ଷ ମଂତୁୟଃ ପୂଷସ୍ତଦ୍ଧୋ ବ୍ରହ୍ମାମହେ ।

ସେନ ପିତୃନଚୋଦୟଃ ॥ ୫

ଅଧା ନୋ ବିଶ୍ବସୌଭଗ ହିରଣ୍ୟବାଣୀମନ୍ତମ ।

ଧନାନି ସୁବଣା କୁଧି ॥ ୬

ଅତି ନଃ ସନ୍ତତୋ ନୟ ସୁଗା ନଃ ସୁପଥା କୁଶୁ ।

ପୂଷସ୍ତିହ କ୍ରତୁଂ ବିଦଃ ॥ ୭

ଅତି ସୁସବସଂ ନୟ ନ ନବଜାରୋ ଅଧବନେ ।

ପୂଷସ୍ତିହ କ୍ରତୁଂ ବିଦଃ ॥ ୮

ଶକ୍ତି ପୂର୍ଧି ଓ ସଂସି ଚ ଲିଖିହି ଓହ୍ଲାନୟନଂ ।

ପୂଷସ୍ତିହ କ୍ରତୁଂ ବିଦଃ ॥ ୯

ନ ପୂଷଂ ମେଥାମସି ଅଧୈରଜି ଗୁଣୀମସି ।

ବନ୍ଧୁନି ନନ୍ଦନୀମହେ ॥ ୧୦

॥ ৪৩ ॥

কণ্ণো ঘোরঃ ॥ ১,২,৪—৬ রুদ্রঃ । ৩ মিত্রাবরুণো
৭—৯ সোমঃ । ১—৮ গায়ত্রী ৯ । অনূষ্ঠুপ্ ।

করুদ্রায় প্রচেতসে মীড়্‌হৃষ্টমায় তব্যসে ।

বোচেম শংতমং হৃদে ॥ ১ ॥

যথা নো অদিতিঃ করং পশ্বে নৃত্যো যথা গবে ।

যথা তোকায় রুদ্রিয়ং ॥ ২ ॥

যথা নো মিত্রো বরুণো যথা রুদ্রশিকেকততি ।

যথা বিশ্বে সজোষসঃ ॥ ৩ ॥

গাথপতিং মেধপতিং রুদ্রং জগাযভেবজং ।

তচ্ছংষো স্তম্মমীমহে ॥ ৪ ॥

যঃ শুক্র ইব নৃণ্যো হিরণ্যমিব রোচতে ।

শ্রেষ্ঠো দেবানাং বহুঃ ॥ ৫ ॥

শং নঃ করত্যর্বতে স্তম্মং মেবায় মেঘো ।

নৃত্যো নারিত্যো গবে ॥ ৬ ॥

অস্মৈ সোম শ্রিয়মধি নি ধেহি শতশ্চ নৃণাং ।

মহি শ্রবন্ত্বিনিম্ণঃ ॥ ৭ ॥

মা নঃ সোম পরিবোধো দ্বারাতয়ো জুহরংত ।

আ ন ইন্দো বাজেভজ ॥ ৮ ॥

যান্তে প্রজা অমৃতশ্চ পরস্মিকামনৃতশ্চ ।

মূর্ধা নাভা সৌম বেন আতুবাংতীঃ সোম বেদঃ ॥ ৯ ॥

॥ ৪৮ ॥

প্রক্ষণুঃ কাণুঃ ॥ উষাঃ ॥ প্রাগাথং বার্বিতং ॥

সহ বামেন ন উষো ব্যাচ্ছা হুহিতর্দিবঃ ।

সহ দ্ব্যয়েন বৃহতা বিভাবরি রায়া দেবি দান্বতী ॥ ১

অশ্বাবতী গোমতী বিশ্বসুবিদো ভুরি চ্যবন্ত বস্তবে ।

উদীরয় প্রতি মা সুনুতা উষশ্চোদ রাধো মধোনাং ॥ ২

উবাসোবা উচ্ছাচ্চ সূ দেবী জীরা রথানাং ।

যে অস্ত্রা আচরণেষু দধিরে সমুদ্রে ন শ্রবস্তবঃ ॥ ৩

উষো যে তে প্র যামেষু যুজতে মনো দানায় সুরয়ঃ ।

অত্রাহ তৎকণু এষাং কণুতমো নাম গৃণাতি নৃণাং ॥ ৪

আ যা ঘোষেব সুনবুধা যাতি প্রভুং জতী ।

জরয়ন্তী বৃজনং পবদীরত উৎ পাতয়তি পক্ষিণঃ ॥ ৫

বি যা সৃজতি সমনং ব্যর্থিনঃ পদং ন বেতোদতী ।

বক্তো নকিষ্টে পশ্চিবাংস আসতে ব্যুঠৌ বাজিনীবতী ॥ ৬

এষা যুক্ত পরাবতঃ সূর্যশ্চোদয়নদধি ।

শতং রথৈভিঃ স্তভগোবা ইয়ং বি যাত্যতি মাহুযান্ ॥ ৭

বিশ্বমশ্রা নানাম চক্রে জগজ্জ্যোতিষ্কণোতি সুনরী ।

অপ ঘেষো মধোনী হুহিতা দিব উষা উচ্ছদপ শিখঃ ॥ ৮

উষ আ ভাহি ভাহুনা চংদ্রেণ হুহিতর্দিবঃ ।

আবহন্তী ভূযাম্ভাং সৌভগং ব্যাচ্ছন্তী দিবিষ্টিবু ॥ ৯

বিশ্বস্ত হি প্রাণনং জীবনং য়ে বি বহুচ্ছসি সুনরি ।

শা নো রথেন বৃহতা বিভাবরি শ্রধি চিত্রামষে হব ।

ঋগ্বেদসংহিতা ।

উষো বাজং হি বৎস যশ্চিহ্নো মাহুবে জনে ।

ভেনা বহ স্নকৃতো অধ্বরা উপ যে স্বা গৃগংতি বহ্নয়ঃ ॥ ১১

বিশ্বান্বেবা আ বহ সেমেপীতয়েহংতবিশ্বাহুবহ্নয়ঃ ।

সান্মানু ধা গো বদম্বাবহুক্থান্মবো রাজ্যং সুবীৰ্যং ॥ ১২

যন্তা ক্ৰশংতো অর্চয়ঃ প্রতি ভদ্রা অদৃকত ।

সা নো রয়িং বিশ্ববারং সুপেশসমুবা দদাতু স্নগ্ন্যং ॥ ১৩

যে চিক্চি স্বামুযয়ঃ পূর্ব উতয়ে জুহুবেহবসে মহি ।

সা নঃ স্তোমা অতি গৃণীহি রাধসোযঃ শুক্রেণ শোচিষা ॥ ১৪

উষো যদন্ত ভানুনা বি দ্বারাবৃণবো দিবঃ ।

প্র নো যচ্ছতাদবৃকং পৃথু ছর্দিঃ প্র দেবী গোমতীরিষঃ ॥ ১৫

সং নো রান্না বৃহতা বিশ্বপেশসা মিমিক্স সমিলাতির্য ।

সং দ্রাক্সেন বিশ্বতুরোবা মহি সং বাঈজ্বর্বাভিনীবতি ॥ ১৬

॥ ১০৩ ॥

কুংস আংগিরসঃ ॥ ইংদ্রঃ ॥ ত্রিষ্টুপু ॥

তত্ত ইজ্রিয়ং পরমং পরাটৈরধারয়ন্ত কবয়ঃ পুরেদং ।

কমেদমভ্রাদিব্য ভ্রদন্ত সমী পৃচ্যতে সমনেব কেতুঃ ॥ ১

স ধারয়ং পৃথিবীং পপ্রথচ্চ বজ্রেণ হস্তা নিরপঃ সমর্জ ।

অহ্নরহিমভিনদ্রৌহিণং বাহনু ব্যংসং মঘবা শচীতিঃ ॥ ২

স জাতুভর্মা প্রদধান ওজঃ পুরো বিভিৎদন্নচরষি দাসীঃ ।

বিদ্বান্জিহ্মন্তবে হেতিমন্ত্যর্থং সহো বধর্মা দ্ব্যম্মিংদ্র ॥ ৩

তদূচুবে মাহুবেমা যুগানি কীর্তেভ্যং মঘবা নাম বিভ্রৎ ।

উপপ্রাক্ষ্যাহত্যায় বজ্রী বহু স্ননুঃ শ্রবসে নাম দধে ॥ ৪

তদন্তেদং পশুতা ভূরি পৃষ্টং শ্রদিংক্রত্ব ধন্তন বীৰ্য্যায় ।
 স গা অবিংদং সো অবিংদদখান্ংস ওষধীঃ সো অপঃস বনানি ॥ ৫
 ভূরিকর্মণে বৃষভায় বৃক্ষে সত্যশুষ্ণায় স্নানবাম সোমং ।
 ব আদৃত্যা পরিপংখীব শুরোহ্যজনো বিভজয়েতি বেদঃ ॥ ৬
 তজিৎ প্রেব বীৰ্যং চকর্থ যৎসসংতং বজ্জেনাবোধয়োহহিং ।
 অমু হা পত্নীহৃষিতং বরশ্চ বিখে দেবাসো অমদন্নমু হা ॥ ৭
 শুষ্কং পিপ্রং কুশ্বব বৃজমিৎ যদাবধীর্বি পুরঃ শংবরশ্চ ।
 তন্নো মিত্রো বরুণো মামহংতামদিতিঃ সিংধুঃ পৃথিবী উত ঞ্চোঃ ॥ ৮

॥ ১৮৫ ॥

অগস্ত্যঃ ॥ দ্যাভাপৃথিব্যো ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

কতরা পূর্বা কতরা পরায়োঃ কথা জাতে কবয় কো বি বেদ ।
 বিশ্বং স্নান বিভূতো যদ্ধ নাম বি বর্ততে অহনী চক্রিরেব ॥ ১
 ভূরিং হে অচরংতী চরংতং পদংতং গর্তমপদী দধাতে ।
 নিত্যং ন স্নন্ পিত্রোরুপস্থে জাভা রক্ষতং পৃথিবী নো অভাৎ ॥ ২
 অনেহো দাত্রমদিতেরনবং হবে স্বর্বাদবধং নমস্বৎ ।
 তদ্রোদসী জনয়তং জরিত্রে জাভা রক্ষতং পৃথিবী নো অভাৎ ॥ ৩
 অতপ্যামানে অবসাবংতী অমু ধ্যাম রোদসী দেবপুত্রে ।
 উভে দেবানামুভয়েভিরুহং জাভা রক্ষতং পৃথিবী নো অভাৎ ॥ ৪
 সংগচ্ছামানে যুবতী সমংতে স্মারো জামী পিত্রোরুপস্থে ।
 অতিজিহ্বংতী ভুবনশ্চ নাভিঃ জাভা রক্ষতং পৃথিবী নো অভাৎ ॥ ৫
 উর্বা সগ্ননী বৃহতী ঋতেন হবে দেবানামবসা জনিজী ।
 দধাতে হে অস্নতং স্ন শতীকে জাভা রক্ষতং পৃথিবী নো অভাৎ ॥ ৬

উর্বা পৃথ্বী বহ্নে দূরে অংতে উপক্রবে নমসা যজ্ঞে অগ্নিন্ ।
 দধাতে যে স্তভগে স্তপ্রতৃতী ত্বাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্যাং ॥ ৭
 দেবস্বা যচ্চক্ৰমা কচ্চিদাগঃ সখায়ং বা সদমিজ্জাম্পতিং বা ।
 ইয়ং ধীর্ভূ বা অবহানমেবাং ত্বাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্যাং ॥ ৮
 উভা শংসা নখা মামবিষ্টামুভে মামৃতী অবসা সচেতাং ।
 ভূরি চিদর্ষঃ স্তদাস্তরায়েষা মদংত ইষয়েম দেবাঃ ॥ ৯
 ঋতং দিবে তদবোচং পৃথিব্যা অভিশ্রাবায় প্রথমং স্তমেধাঃ ।
 পাতামবজ্রাদুরিতাদভীকে পিতা মাতাচ রক্ষতামবোভিঃ ॥ ১০
 উদং ত্বাবা পৃথিবী সত্যমস্ত পিতর্মাতর্যদিহোপক্রবে বাং ।
 ভূতং দেবানামবসে অবোভির্বিজ্ঞামেবাং বৃজনং জীরদাহুং ॥ ১১

দ্বিতীয়ং মণ্ডলং ।

॥ ১২ ॥

গৃৎসমদঃ ॥ ইংদ্রঃ ত্রিষ্টুপ্ ॥

যো জাত এব প্রথমো মনস্বান্দেবো দেবান্ ক্রতুনা পর্বভূষৎ ।
 সস্ত শুয়াত্বোদসী অভ্যাসেতাং নৃগন্ত মহা স জনাস ইংদ্রঃ ॥ ১ ॥
 যঃ পৃথিবীং ব্যাখমানামনৃংহন্তঃ পর্বতান্ প্রকুপিতী অরম্ণাং ।
 যো অংতরিক্ষং বিমমে বরীয়ো যো জামন্তত্বনাংস জনাস ইংদ্রঃ ॥ ২ ॥
 যো হস্তাহিমরিণাং সপ্ত সিংধুত্বো গা উদাজদপধা বলন্ত ।
 যো অশ্বানোরংতরয়িৎ জজান সংবৃক্‌সমংস্ত স জনাস ইংদ্রঃ ॥ ৩ ॥

বেনেমা বিখ্য চ্যবনা কৃতানি যো দাসং বর্ণমধরং শুভাকঃ ।
 ঋগ্বীৰ যো জিগীবাং লক্ষ্যমানদর্ঘ্যঃ পুষ্টানি স জনাস ইংদ্রঃ ॥ ৪ ॥
 বং শ্রা পৃচ্ছন্তি কুহ সেতি ধোরমুতে মাহর্নৈবো অস্তীত্যোনং ।
 সো অর্ঘ্যঃ পুষ্টীর্বিজ ইবামিন্যতি শ্রদস্যৈ যন্ত স জনাস ইংদ্রঃ ॥ ৫ ॥
 যো ব্রহ্মত চোদিতা যঃ কৃশস্ত যো ব্রহ্মণো নাক্ষমানস্ত কৌরেঃ ।
 যুক্তপ্রাব্ণো যোহবিতা সুশিপ্রঃ সূতসোমস্যা স জনাস ইংদ্রঃ ॥ ৬ ॥
 যন্তাশ্বাসঃ প্রদিশি যন্ত গাব যন্ত গ্রামা যন্ত বিশ্বে রধাসঃ ।
 যঃ সূর্য্যং য উয়সং জজান যো অপাংনেতা স জনাস ইংদ্রঃ ॥ ৭ ॥
 যঃ ক্রন্দসী সংযতী হিহ্বরেতে পরেহ্বর উভয়া অমিত্রাঃ ।
 সমানং চিত্রব্রমাতস্থিবাংসা নানা হবেতে স জনাস ইংদ্রঃ ॥ ৮ ॥
 যন্নান ঋতে বিজয়ংতে জনাসো যং যুধামান্য অবগে হবংতে ।
 যো বিশ্বস্ত প্রতিমানং বভূব যো অচ্যুতচ্যুৎস জনাস ইংদ্রঃ ॥ ৯ ॥
 যঃ শবতো মছেনো দধাননমন্তমানাহর্বা জঘান ।
 যঃ শবতে নাকু দদাতি শূধ্যাং যো দস্তোহিংতা স জনাস ইংদ্রঃ ॥ ১০ ॥
 যঃ শংবরং পর্বতেষু ক্রিয়ংতং চত্বারিংশাং শরত্ত্ববিদং ।
 ওজারমানং যো অহিং জঘান দাহুং শয়ানং স জনাস ইংদ্রঃ ॥ ১১ ॥
 যঃ সপ্তরশ্মিবর্ষভক্তবিদ্যানবাস্তজং সত্ববে সপ্ত সিংধুং ।
 যো রৌহিণমক্ষু রহজ্ববাহুর্দ্যামারোহংতং স জনাস ইংদ্রঃ ॥ ১২ ॥
 জাবা চিদস্যৈ পৃথিবী নমেতে শুয়াচ্চিদস্ত পর্বতা তয়ংতে ।
 যঃ সোমপা নিচিন্তো বজ্রবাহুর্ঘো বজ্রহস্তঃ স জনাস ইংদ্রঃ ॥ ১৩ ॥
 যঃ সূর্য্যতমবতি যঃ পচংতং যঃ শংসংতং যঃ শশমানমুতী ।
 যন্ত ব্রহ্ম বর্ধনং যন্ত সোমো যন্তেদং রাধঃ স জনাস ইংদ্রঃ ॥ ১৪ ॥

যঃ স্তবতে পচতে হৃৎ আ চিৎসাজঃ দর্দর্বি স কিলাসি সত্যঃ ।
বরং ত ইংদ্র বিব্রহ প্রিয়াসঃ স্তবীরাসো বিব্রথমা বদেম ॥ ১৫ ॥

॥ ২৮ ॥

কুর্মোগাৎ সমদো গৃৎসমদো বা ॥ বরুণঃ ॥

ত্রিষ্টুপ্ ॥

ইদং কবেরাদিত্যস্ত ব্রাহ্মো বিশ্বানি সাংত্যভ্যস্ত মহা ।
অতি যো মংদ্রো যজ্ঞধার দেবঃ স্তবীর্জিৎ তিষ্ণে বরুণস্য ভূরেঃ ॥ ১ ॥
তব ত্রতে স্তবগাংস্তাম স্বাধ্যো বরুণ ভূষ্টুবাংসঃ ।
উপারন উবসাং গোমতীনামগরো ন জরমাণা অহুদ্যান্ ॥ ২ ॥
তব স্তাম পুরুবীরস্য শর্মরু কৃশংসস্ত বরুণ প্রণেতঃ ।
যুয়ং নঃ পুত্রা অদিতেরদক্সা অতি কুমধ্বং বুজ্যার দেবাঃ ॥ ৩ ॥
প্র নীমাদিত্যো অন্বজহিধর্তা স্ত্রীতং সিংধবো বরুণস্ত যংতি ।
ন শ্রাম্যংতি ন বি মুচংতোতে বয়ো ন পণ্ডু রঘুরা পরিজুন ॥ ৪ ॥
বি মচ্চুথার রশনামিবাগ স্ফাধ্যাম তে বরুণ ধাম্যন্ত ॥
মা তং তুচ্ছেদি বয়তো ধিরংমে মা মাজা শার্বপসঃ পুর স্ততোঃ ॥ ৫ ॥
আপো স্তুমাক বরুণ ভিরসং মৎসব্রালুতাবোহু মা গৃভার ।
দামেব বৎসারি মুমুক্ষাংহো নহি স্বদারে মিমিষন্ত নেশে ॥ ৬ ॥
মা নো বধৈর্বরুণ মে ত ইষ্টাবেনঃ কৃণুংতমস্ত্রয় ত্রীণংতি ।
মা জ্যোতিষঃ প্রবসথানি গম্য বি যু মুখঃ শিপ্রথো স্রীবসে নঃ ॥ ৭ ॥

নমঃ পুরা তে বরুণোত নুনমুতাপরং তুবিজাত ব্রবাম ।

যে হি কং পর্বতে ন প্রিতাত্ত প্রচ্যুতানি হুলভ ব্রতানি ॥ ৮ ॥

পর ঋণা সাবীরধ মংকৃতানি মাহং রাজানন্ত কৃতেন ভোজং ।

অব্যুষ্ঠা ইন্নু ভূয়সীকৃষান আ নো জীবাস্বকৃণ তাস্মু শাধি ॥ ৯ ॥

যো মে রাজন্য্যজ্যো ধা সখা বা স্বপ্নে ভয়ং ভীরবে মহমাহ ।

স্তেনো বা যো দিক্শতি নো বৃকো বা ত্বং তস্মাস্বকৃণ পাহস্মান্ ॥ ১০ ॥

নাই মেষ্যো ব্রকৃণ প্রিয়ন্ত ভূবিদাবু আ বিদং শূনমাপেঃ ।

মা রামো রাজনুভূয়মাদব স্থাং বৃহস্পদেম বিদধে স্রবীরাঃ ॥ ১১ ॥

॥ ৩২ ॥

গৃৎসমদঃ ॥ ১ দ্যাবা পৃথিব্যো । ২, ৩ ইংদ্রস্তৃক্টা বা ।

৪, ৫ রাকা । ৬, ৭ সিনীবালী । ৮ লিংগোক্ত

দেবতাঃ ॥ ১—৫ অজগতী । ৬—৮ অনুষ্ঠুপ্ ॥

অন্ত মে ঠাবা পৃথিবী ঋতায়তো ভূতমবিদ্রী বচসঃ সিবাসতঃ ।

যয়োরায়ু প্রতরং তে ইদং পরং উপস্ততে বহুবুবাং মহো দধে ॥ ১ ॥

মা নো গুহা রিপ আয়োরহন্দতন্মা ন আভ্যো রীরধো হুচ্চুনাভ্যঃ ।

মা নো বিযোঃ সখ্যা বিদ্ধি তন্ত নঃ স্মায়তা মনসা তন্তেমহে ॥ ২ ॥

অহেলতা মনসা ঋতিমা বহু হহানাং থেহুং পিগ্যুবীমসশ্চন্তং ।

পত্ন্যভিরাণ্ডং বচসা চ বাজিনং ত্বাং হিনোমি পুরুহুত বিশ্ব হা ॥ ৩ ॥

রাকামহং সূহবাং সৃষ্টুতী হবে শৃণোতু নঃ সূতগা বোধতু অনা ।

সীব্যস্বপঃ সৃচ্যচ্ছিত্তমানয়া দদাতু বীরং শতদায়মুক্ত্যং ॥ ৪

যান্তে রাকে সূমতয়ঃ সূপেশসো যাভি দর্দাসি দাগুশে বহ্নি ।

তাভিনো অগ্ন সূমনা উপাগহি সহস্রপোষং সূতগে ররাণা ॥ ৫

সিনীবালি পৃথুষ্টকে যা দেবানামসি স্বসা ।

জুষস্ব হবামাহতং প্রজাং দেবি দিদিভ্টি নঃ ॥ ৬

যা সূবাহঃ সংগুরিঃ সূষূমা বহুস্বরী ।

তস্মৈ বিশ্পত্তৈ হবিঃ সিনীবালৈ জুহোতন ॥ ৭

যা গুংগূর্ধা সিনীবালী যা রাকা যা সরস্বতী ।

ইংদ্রাগীমহব উতষ্ণে বরুণানীং স্বস্তরে ॥ ৮



তৃতীয়ঃ মণ্ডল

বিশ্বামিত্রঃ ॥ ॥ আপ্রিয়ঃ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ।

সমিত্সমিত্সূমনা বোধ্যয়ে শুচাশুচা সূমতিং রাসি বসঃ ।

আ দেব দেবাত্তজ্জথায় বক্ষি সথা সখীস্তু সূমনা যক্ষ্যথে ॥ ১

১. যং দেবাসজ্জিরহন্ন্যায়জংতে দিবেদ্বিবে বরুণো মিত্রো অগ্নিঃ ।

দেমং যজ্ঞঃ মধুমংতং কুধী নস্তনুনপাদ স্মতযোনিং বিধংতং ॥ ২

প্রদীপ্তির্বিষ্মবরা জিগাতি হোতারমিলঃ প্রথমং যজ্ঞৈষ্য ।

অজ্ঞো নমোত্তিবৃষভং বন্দ্যৈষ্য স দেবান্যাক্দিষিতো যজীরান্ ॥ ৩

উর্জো বাং পাতুরধ্বরে অকারুর্ধ্বা শোচীংবি প্রহিতা রজাংসি ।

দিষো বা নাতা নাসাদি হোতা ত্বপীমহি দেবব্যচা বি বর্হিঃ ॥ ৪

সপ্ত হোত্ৰাণি মনসা বৃণানা ইন্দ্ৰংতো বিস্বং প্রতি যন্নৃতেন ।

নৃশেষসো বিদধেহু প্র জাতা অতীমং যজ্ঞং বি চরংত পূর্বাঃ ॥ ৫

অ ভংদমানে উবসা উপাকে উত অয়েতে তষারিরপে ।

যথা নো মিত্রো বরুণো জুজোষদিংদ্রে মরুত্বা উত বা মহোতিঃ ॥ ৬

দৈব্যা হোতারা প্রথমা ন্যাংজে সপ্ত পূক্ষাসঃ স্বধরা মদংতি ।

ঋতং শংসংত ঋতমিত্ত আহরহু ব্রতং ব্রতপা দীধ্যানাঃ ॥ ৭

আ ভারতী ভারতীভিঃ সজোবা ইসা দেবৈর্মহুযোভিরগ্নিঃ ।

সরস্বতী সারস্বতেতির্বাঙ্ তিস্রো দেবী বর্হিরেদং সদং তু ॥ ৮

তন্নব্রতীপমধ পোষয়িত্ব দেব ত্বষ্টর্বি রবাগঃ স্তব ।

যতো বীরঃ কর্মণ্যঃ স্তদজ্ঞো যুক্তগ্রাবা জায়তে দেবকামঃ ॥ ৯

বনস্পতেহব সৃজোপ দেবানগ্নির্হবিঃ শমিতা স্তদয়াতি ।

সেহু হোতা সত্যতবো যজাতি যথা দেবানাং জনিমানি বেদ ॥ ১০

আ যাহুধে সমিধানো অবী ভিঃ জ্ঞেণ দেটৈবঃ সরথং তুরেভিঃ ।

বর্হিন্ আত্মা মদিতিঃ স্পৃজা স্বাহা দেবা অমৃতা মাদয়ংতাং ॥ ১১

প্রজাপতির্বৈশ্বামিত্রো বাচ্যো বা ॥ বিংশে দেবাঃ ।

১ উষাঃ । ২—১০ অগ্নিঃ । ১১ অহোরাত্রো ।

১২—১৪ রোদসী । ১৫ রোদসী ছ্যনি-

শৌ বা । ১৬ দিশঃ । ১৭—২২ ইন্দ্রঃ

পর্জন্যাত্মা ত্বষ্টা বাগ্নিশ্চ ॥ ত্রিষ্টপ ॥

উবসঃ পূর্বা অথ যস্য যুমহবি জজ্ঞে অক্ষরং পদে ॥ ১ ॥

ব্রতা দেবানামুপ হু প্রভুবনমহদেবানামস্বরত্বমেকং ॥ ২ ॥

মো বৃণো অত্র কুরংত দেবা মা পূর্বে অগ্নে পিতরঃ পুরুষাঃ ॥ ৩ ॥

পুত্রাণ্যোঃ সন্ননোঃ কেতুরংতর্মহদেবানামস্বরত্বমেকং ॥ ৪ ॥

বি মে পুরুত্রা পতয়ন্তি কামাঃ শম্যচ্ছা দীত্বৈ পূর্ব্যাগ্নি ॥ ৫ ॥

সমিদ্ধে অগ্নাবৃতমিষদেম মহদেবানামস্বরত্বমেকং ॥ ৬ ॥

সমানো রাজা বিভূতঃ পুরুত্রা শয়ে শরাস্থ প্রযুতো বনাস্থ ॥ ৭ ॥

অজ্ঞা বৎসং ভরতি ক্ষেতি মাতা মহদেবানামস্বরত্বমেকং ॥ ৮ ॥

আক্ষিৎপূর্বান্নপরা অনুকৃত্যস্তো জাতাস্থ তরুণীষংতঃ ।

অন্তর্বতীঃ স্রবতে, অপ্রবীতা মহদেবানামস্বরত্বমেকং ॥ ৯ ॥

শবুঃ পরস্তাদধ হু দ্বিমাতাবাংধনশ্চরতি বৎস একঃ ।

মিত্রস্ত তা বরুণস্ত ব্রতানি মহদেবানামস্বরত্বমেকং ॥ ১০ ॥

মিত্রাত্মা হোতা বিষ্ণুশ্চ যমশ্চান্যস্বঃ চরতি ক্ষেতি বরুঃ ।

প্র রণ্যানি রণ্যবাচো ভরংতে মহদেবানামস্বরত্বমেকং ॥ ১১ ॥

শূরশ্বেব বৃধ্যতো অংতমস্ত প্রতীচীনং দদৃশে বিশ্বমাপ্নং ।
 অংতর্মতিশ্চরতি নিবৃষিধং গোমহ্দেরানামসুৱত্বমেকং ॥ ৮ ॥
 নি বেবেতি পলিতো দূত আশ্বংতর্মহাংশ্চরতি রোচনেন ।
 বপুংষি বিভ্রদভি নো বি চষ্টে মহ্দেরানামসুৱত্বমেকং ॥ ৯ ॥
 বিষ্ণুর্গোপাঃ পরমং পাতি পাথঃ প্রিয়া ধামাত্তমূতা দধানঃ ।
 অগ্নিষ্ঠা বিশ্বা ভুবনানি বেদ মহ্দেরানামসুৱত্বমেকং ॥ ১০ ॥
 নানা চক্রাতে যম্যাবপুংষি তয়োরণ্যাদ্রোচতে কৃষ্ণমত্তং ।
 ঞ্চাবী চ যদরুযী চ স্বসারৌ মহ্দেরানামসুৱত্বমেকং ॥ ১১ ॥
 মাতাচ যত্র হৃহিতা চ ধেনু সবর্হ্ষে ধাপয়েতে সমীচী ।
 ঋতস্ত তে সদসীলে অংতর্মহ্দেরানামসুৱত্বমেকং ॥ ১২ ॥
 অত্তস্তা বৎসং রিহতী মিমায় কয়া ভূবা নি দধে ধেনুরুধঃ ।
 ঋতস্ত সা পরসাপিস্বতেলা মহ্দেরানামসুৱত্বমেকং ॥ ১৩ ॥
 পত্তালন্তে পুরুরূপা বপুংষ্যধ্বা তহৌ চ্যাবিং রেৱিহাণা ।
 ঋতস্ত সন্ম বি চরামি বিদান্নমহ্দেরানামসুৱত্বমেকং ॥ ১৪ ॥
 পদে ইব নিহিতে দশ্নে অংতস্তযোরত্তদুহ্মাবিরত্তং ।
 সপ্রীচীনা পথ্যাসা বিযুচী মহ্দেরানামসুৱত্বমেকং ॥ ১৫ ॥
 আ ধেনবো ধুনয়ংতামশিন্বীঃ সবর্হ্ষাঃ শশয়া অপ্রহৃদ্ধাঃ ।
 নব্যা নব্যা যুবতয়ো ভবংতীর্মহ্দেরানামসুৱত্বমেকং ॥ ১৬ ॥
 যদত্তাসু বৃষতো রোরবীতি সো অত্তস্মিন্মুখে নি দধাতি রেতঃ ।
 স হি ঋগাবান্তস ভগঃ স রাজা মহ্দেরানামসুৱত্বমেকং ॥ ১৭ ॥
 বীরস্ত হু স্বশ্বাং জনাসঃ প্র হু বোচাম বিহরস্য দেবাঃ ।
 বোড়্হা যুক্তাঃ পংচপংচা বহংতি মহ্দেরানামসুৱত্বমেকং ॥ ১৮ ॥

দেবংষ্টা সবিতা বিশ্বরূপঃ পুণোষ প্রজাঃ পুরুধা জজান ।

ইমা চ বিশ্বা ভুবনাত্মন্য মহদেবানামশ্রুত্বমেকং ॥ ১৯ ॥

মহী সর্মৈরচ্চা সমীচী উভে তে অশ্রু বহুনা ন্যাস্টে ।

শৃণে বীরো বিদমানো বহুনি মহদেবানামশ্রুত্বমেকং ॥ ২০ ॥

ইমাং চ নঃ পৃথিবীং বিশ্বধায়া উপ ক্ষেতি হিতমিত্রো ন রাজা ।

পুরুঃসদঃ শর্মসদো ন বীরা মহদেবানামশ্রুত্বমেকং ॥ ২১ ॥

নিষ্বিধ্বরীকৃত্ত ওষধীকৃতাপো রয়িঃ ত ইংদ্র পৃথিবী বিভর্তি ।

সথায়ন্তে বামভাজঃ সাম মহদেবানামশ্রুত্ব মেকং ॥ ২২ ॥

॥ ৬২ ॥

বিশ্বামিত্রঃ । ১৩-১৮ বিশ্বামিত্রো জমদগ্নির্বা ॥ ১-৩

ইং দ্রাবরুণো । ৪-৬ বৃহস্পতিঃ । ৭-৯ পৃষা ।

১০-১২ সবিতা । ১৩-১৫ সোমঃ ।

১৬-১৮ মিত্রাবরুণো ॥ ১-৩

ত্রিষ্টুপ্ । ৪-১৮ গায়ত্রী ॥

ইমা উ বাং ভূমরো মত্তমানা যুবাবতে ন তুজ্যা অভুবন্ ।

কৃত্যাদিৎদ্রাবরুণা যশো বাং যেন আ সিনং ভরথঃ সধিতাঃ ॥ ১ ॥

অয়মু বাং পুরুতমো রয়ীমহুশ্বন্তমমবসে জোহবীতি ।

সজোষাবিৎদ্রাবরুণা মরুভির্দিবা পৃথিব্যা শৃণুতং হবংমে ॥ ২ ॥

অশ্নে তদিৎদ্রাবরুণা বহু ব্যাদশ্নে রয়িমরুতঃ সর্ববীরঃ ।

অশ্নাশ্বরুত্রীঃ শরণৈরবত্বং আনহোত্রা ভারতী দক্ষিণাভিঃ ॥ ৩ ॥

অথেন্দুসংহিতা ।

বৃহস্পতে জুবস্ব নো হব্যানি বিশ্বদেব্য ।

ব্রাহ্ম রত্নানি দাতিষে ॥ ৪ ॥

তুচিমর্কৈবৃহস্পতিমধ্বরেবু নমস্তত ।

অনামোজ আ চক্রে ॥ ৫ ॥

বৃষভঃ চৰ্বণীনাং বিশ্বরূপমদাত্যং ।

বৃহস্পতিং বরেণ্যং ॥ ৬ ॥

ইরংতে পুষ্পায়ুগে সৃষ্টুতির্দেব নবাসী ।

অশ্রাতিস্তত্যং শস্ততে ॥ ৭ ॥

তাং জুবস্ব গিরং মম বাজরং তীমবা ধিরং ।

বধুসুগ্ৰিব ঘোষণাং ॥ ৮ ॥

যো বিশ্বাভি বিগন্ততিভুবনা সং চ পশ্ততি ।

সনঃ পুৰাবিতা ভুবৎ ॥ ৯ ॥

তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্ত ধীমহি ।

ধিরো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ১০ ॥

দেবস্ত সবিতুর্বরং রাজরংতঃ পুরংয়া ।

ভগন্ত রাতিমীমহে ॥ ১১ ॥

দেবং নরঃ সবিতারং বিপ্রা যজ্ঞৈঃ স্তুবুস্তিতিঃ ।

নমস্তংতি ধিরেধিতাঃ ॥ ১২ ॥

সোমা জিগাতি গাতুবিদেবানামেতি রিক্তং ।

স্বতস্ত বোনিমসিদং ॥ ১৩ ॥

সোমো অশ্রত্যং বিপদে চতুস্পদে চ পশবে ।

অনমীবা ইবস্বরং ॥ ১৪ ॥

অশ্রাকম্যাবুর্ব্বরতিমাতীঃ সহমানঃ ।

সোমঃ সখস্হমানদং ॥ ১৫ ॥

আ নো মিত্রাবরণা যুতৈর্গব্যতি মুক্ততং ।

অথবা রজাংসি মুক্ততু ॥ ১৬ ॥

উরুশংসা নমোবুধা মহা নক্ষত্র রাজধঃ ।

জাষিষ্ঠাভিঃ শুচিত্রতা ॥ ১৭ ॥

গৃণানা জমদগ্নিনা যোনাবৃত্ত সীদতং ।

পাতং সোমমৃতাবুধা ॥ ১৮ ॥

চতুর্থং মণ্ডলং ॥

॥৩০ ॥

বামদেবঃ ॥ ১—৮, ১২—২৪ ইংদ্রঃ । ৯—১১

ইংদ্র উষাশ্চ ॥ ১—৭, ৯—২৩

গায়ত্রী । ৮, ২৪ অনুক্ৰুপ্ ॥

নকিরিৎদ্র বহুত্তরো ন জ্যাধী কৃষ্ণি বৃজহন ।

নকিরেবা যথা স্বং ॥ ১ ॥

সত্রা তে অনু কৃষ্টরো বিশ্বা চক্রেব বাবৃতুঃ ।

সত্রা মই অসিক্রতঃ ॥ ২ ॥

বিশ্বে চনেদনা স্বা দেবাস ইংদ্র যুবধুঃ ।

যদহা নক্তমাতিরঃ ॥ ৩ ॥

বজ্রোত্ত বাধিতেভ্যশ্চক্রং কুংসার বুধাতে ।

মুবার ইংদ্র সূর্য্যং ॥ ৪ ॥

যত্র দেবী ঋষায়তো বিশ্বা অধুদা এক ইৎ ।

স্বমিৎদ্র বহু রহন ॥ ৫ ॥

জ্ঞাত মর্ত্যায় কময়িণা ইংদ্র সূর্য্যঃ ।

প্রাবঃ শচীভিরেতশং ॥ ৬ ॥

কিমাছুতাসি বুজ্জহন্নম্ববন্নম্ভ্যমন্তমঃ ।

অজ্রাহ দানুমাতিরঃ ॥ ৭ ॥

এতদেবহুত বীৰ্যমিংদ্র চকর্থ পৌঃশ্রঃ ।

জিরং যদুর্হণায়ুং বধীহুহিতরং দিবঃ ॥ ৮ ॥

দিবশ্চিদবা হুহিতরং মহান্নাহীরমানাং ।

উবাস মিংদ্র সংপিণক্ ॥ ৯ ॥

অপোষা অনসঃ সরংসংপিষ্ঠাদহ বিভ্রাষী

নি যংসীং শিল্লথষ্ৰা ॥ ১০ ॥

এতদস্তা অনঃ শয়ে স্তুসংপিষ্ঠং বিপাশ্বা ।

সসার সীং পরাবতঃ ॥ ১১ ॥

উত সিংধুং বিবাল্যং বিতস্থানামধি ক্ষমি ।

পরি ঠা ইংদ্র মায়রা ॥ ১২ ॥

উত শুকশ্র ধুকুরা প্র তুকো অতি বেদনং ।

পুরো যদস্ত সংপিণক্ ॥ ১৩ ॥

উত দাসং কোলিতরং বৃহতঃ পর্বতাদধি ।

অবাহরিত্ব শংবরং ॥ ১৪ ॥

উত দাসস্ত বর্চিনঃ সহস্রাণি শতাবধীঃ ।

অধি পংচ প্রধীংরিব ॥ ১৫ ॥

উত ত্যং পুত্রমগুবঃ পরাবৃত্তং শতক্রতুঃ ।

উক্বেকিত্ব আভজং ॥ ১৬ ॥

উত ত্যা তুর্বশায়হু অম্বাতারা শচীপতিঃ ।
 ইংদ্রো বিহ্বা অগারয়ৎ ॥ ১৭ ॥
 উত ত্যা সত্ত্ব আৰ্য্যা সরয়োরিৎদ্র পারতঃ ।
 অর্গাচিৎদ্ররথাবধীঃ ॥ ১৮ ॥
 অহু হা জহিতা নম্নোহংখং শ্রোণং চ বৃহহন্ ।
 ন তন্তে স্ত্রয়মষ্টবে ॥ ১৯ ॥
 শতমশ্বান্নয়ীনাং পুরামিৎদ্রো ব্যাশ্রুৎ ।
 দিবোদাসায় দান্তযে ॥ ২০ ॥
 অশ্বাপয়দভীতয়ে সহস্রা ত্রিংশতং হঠৈঃ ।
 দাগানামিৎদ্রো মায়য়া ॥ ২১ ॥
 স ঘেহুতাসি বৃহহস্ত্ সমান ইংদ্র গোপতিঃ ।
 যন্তা বিশ্বানি চিচুষে ॥ ২২ ॥
 উত নুনং যদিং ত্রিষং করিষা ইংদ্র পোশ্রুং ।
 অস্তা নকিষ্টনা মিনৎ ॥ ২৩ ॥
 বামং বামং ত আহুর্নে দেবো দদাত্ত্বয়মা ।
 বামং পুবা বামং ভগো বামং দেবঃ করুণতী ॥ ২৪ ॥

৪০

বামদেবঃ ॥ ১—৪ দধিক্রাঃ । ৫ সূর্য্যঃ ॥

১. ত্রিষ্টুপ্ । ২-৫ জগতী ॥

দধিক্রাব্ণ ইহু হু চর্কিরাম বিশ্বা ইন্দ্ৰায়ুবসঃ স্তদয়ংতু ।
 অপামগ্নৈরুবসঃ সূর্য্যস্ত বৃহস্পতেরাংগিরসস্য ত্রিকোঃ ॥ ১ ॥

সম্বা ঙরিবো গরিবো হুবন্তমচ্চু বস্যাধিব উবসন্তরক্তসং ।

সত্যো জ্রবো জ্রবরঃ পতংগরো দধিক্রাবেষমূর্জং স্বর্জনং ॥ ২ ॥

উত স্যামা জ্রবন্তরুণ্যতঃ পর্ণং ন বেরহু জ্বতি ঐশর্ধিনঃ ।

ভেনসোব ঐজতো অংকসং পরি দধিক্রাবণঃ মহোজা তরিত্রীতঃ ॥ ৩ ॥

উত ত বাজী ক্রিপণিং তুরণ্যতি ঐবায়ং বক্ষো অগিকক আসনি

ক্রতুং দধিক্রা অহু সংতবীত্বংপথামং কাংস্যাসানীক্ষণং ॥ ৪ ॥

হংসঃ শুচিবহ্নুরং তরিক্সসকোতা বেনিবদতিষিহু রোণসং

নুবহ্নরসদৃতসক্যোমসদজা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং ॥ ৫ ॥

॥ ৫৭ ॥

বামদেবঃ ॥ ১-৩ ক্ষেত্রপতিঃ । ৪ শুভ্রঃ । ৫, ৮

শুনাসীরো । ৬, ৭ সীতা ॥ ১, ৪, ৬, ৭

অমুক্তপু । ২, ৩, ৮ ত্রিক্তপু

৫ পুরউষ্ণিক্ ॥

ক্ষেত্রস্য পতিনা বয়ং হিতনেব জয়ামসি ।

গামশ্বং পোষয়িত্বা স নো ম্লামতীদৃশে ॥ ১ ॥

ক্ষেত্রস্য পতে মধুমন্তর্ম্মিং ধেমুরিব পয়ো অম্মান্ন ধুক্ ।

মধুচ্চুতং স্বতমিব স্থপ্তমৃতস্য

নঃ প্তরো মূলয়ন্তু ॥ ২ ॥

মধুমতীরোবধীর্দ্যাব আমো মধুমরো ভবত্বং তরিক্সং ।

ক্ষেত্রস্যপতির্মধুমারো অদ্বয়িত্বংতো অবেনং চরেম ॥ ৩ ॥

শুনং বাহাঃ শুনং নরঃ শুনং কুবজু লাংগলং ।

শুনং বরজা বধ্যংতাং শুনমদ্রীমুখিংপর ॥ ৪ ॥

শুনাসীরাবিমাং বাচং জুবেথাং যদিবি চক্রথুঃ পরঃ ।

তেনেমাশুলসিংচতং ॥ ৫ ॥

অর্বাচী শ্রুতগে ভব সীতে বংদামহে দ্রা

যথা নঃ শ্রুতগাসসি যথা নঃ শ্রুতলাসসি ॥ ৬ ॥

ইন্দ্রঃ সীতাং নি গৃহ্লাতু তাং পূবান্ন যচ্ছতু ।

স। নঃ পরশ্বতী হহামুত্তরায়ুত্তরাং সমাং ॥ ৭ ॥

শুনং নঃ ফালা বি কুবং তু ভূমিং শুনং

কীনাশা অভি যং তু বাটৈঃ ।

শুনং পূর্বতো মধুনা পয়োতিঃ

শুনাসীরা শুনমশ্রান্ন ধত্তং ॥ ৮ ॥

পঞ্চমং মণ্ডলং ।

॥ ২৩ ॥

দ্যুম্নো বিশ্বচর্বাণিঃ ॥ অগ্নিঃ ॥ ১—৩ অনুষ্ঠুপ্ ।

৪ পংক্তিঃ ॥

অগ্নে সহংতমা ভর শুরন্ত প্রাসহা ররিং ।

বিধা বশ্চর্বাণীরভ্যালা বাজেধু সালহং ॥ ১ ॥

তমগ্নে পূতনাবহং ররিং সহস্র আ ভর ।

হং হি সত্যো অভুতো দাতা বাজন্ত গোমন্তঃ ॥ ২ ॥

বিশ্বে হি হা সজোষসো জনাসো বৃক্কবর্হিবঃ ।
 হোতারং সন্মস্তু প্রিয়ং বাংতি বার্ধা পুরু ॥ ৩ ॥
 স হি হা বিশ্বচর্ষণিরভিমাতি সহো দধে ।
 অথ এষু ক্ষয়েদ্যা য়েবরঃ শুক্র দীদিহি
 তুমংপাবকদীদিহি ॥ ৪ ॥

॥ ২৮ ॥

বিশ্ববারাভ্রেয়ী ॥ অগ্নিঃ ॥ ১, ৩ ত্রিকুপ্ । ২
 জগতী । ৪ অনুকুপ্ ৫, ৬ গায়ত্রী ॥

সমিদ্ধো অগ্নির্দেবী শোচিরশ্রেয় প্রত্যঙ্গুধসমুর্বিদ্যা বিভাতি ।
 এতি প্রাচী বিশ্ববারা নমেতির্দেবা ঈলানা হবিষ্য য়তাচী ॥ ১ ॥
 সমিধ্যমানো অমৃতস্ত রাজসি হবিষ্কণ্ডংতং সচসে স্বস্তরে ।
 বিশ্বং স ধত্তে ত্রিবিণং বমিষস্তাতিথ্যামগ্নে নি চ ধত্ত ইংপুরঃ ॥ ২ ॥
 অগ্নে ঈধ মহতে সৌভগায় তব তুম্যাহুতমানি সং তু ।
 সং জাম্পত্যং স্তবমসা কৃণুধ শত্রুয়ন্তামতি তিষ্ঠী মহাংসি ॥ ৩ ॥
 সমিদ্ধস্ত প্রমহনোহগ্নে বংনো তব প্রিয়ঃ
 বৃষভো তুম্যবা অসি সমধ্বরেষিধ্যাসে ॥ ৪ ॥
 সমিদ্ধো অথ আহুত দেবাত্তকি স্বধবর ।
 ক্বং হি হব্য বাসসি ॥ ৫ ॥
 আ জুহোতা হবস্ততাগ্নিং প্রয়ত্যধ্বরে ।
 বৃগীধ্বং হব্যবাহনং ॥ ৬ ॥

॥ ৬১ ॥

শ্রাবাশ্ব আত্রেয়ঃ ॥ ১-৪, ১১-১৬, মরুতঃ । ৫-৮ শশী-
 যসী তরংতমহিষী । ৯ পুরুমীড়্‌হো বৈদদশ্বিঃ ।
 ১০ তরংতোবৈদদশ্বিঃ । ১৭-১৯ রথবীতি
 দীল্ভ্যঃ ॥ ১-৪, ৬-৮, ১০-১৯ গায়ত্রী ।
 ৫ অনুষ্ঠুপ্ । ৯ সতোরহতী ॥

কে ঠা নরঃ শ্রেষ্ঠতমা য এক এক আয়য় ।

পরমস্তাঃ পরাবতঃ ॥ ১ ॥

কবোভুশ্বাঃ কাভীশবঃ কথং শেক কথ্য যয় ।

পৃষ্ঠে সদো নসোর্ষমঃ ॥ ২ ॥

জঘনে চোদ এবাং বি সন্ধুথানি নরো যমুঃ ।

পুত্রকুথে ন জনয়ঃ ॥ ৩ ॥

পরা বীরাস এতন ঋসোসো ভদ্রজানয়ঃ ।

অগ্নিতপো যথাসথ ॥ ৪ ॥

সনৎসান্ব্যং পত্তমুত গব্যং শতাবয়ং ।

শ্রাব্যাস্ততার য়া দোবীরাণোপববৃহৎ ॥ ৫ ॥

উত স্বা জী শশীয়সী পুংসো ভবতি বস্তসী ।

অদেবজাদরাধসঃ ॥ ৬ ॥

বি য়া জানাতি অশ্বরিং বি তৃযাং তং বি কামিনং ।

দেবজা কৃণুতে মনঃ ॥ ৭ ॥

উত বা নেমো অস্ততঃ পূর্না ইতি ক্রবে গনিঃ ।

স বৈরসদেয় ইৎসমঃ ॥ ৮ ॥

উত মেহরপছ্যাবতির্মমংছবী প্রতি শ্রাবায় বর্তনিং ।

বি রোহিতা পুরুশীড়হার যেমতুর্বিপ্রায় দীর্ঘবশসে ॥ ৯ ॥

যো মে ধেনুনাং শতং বৈদদধির্ঘথা দদৎ ।

তরংস্ত ইব সংহনা ॥ ১০ ॥

ব ক্রীং বহংস্ত আশুভিঃ পিবংস্তো মদিরং মধু ।

অত্র শ্রবাংসি দধিরে ॥ ১১ ॥

যেবাং শ্রিরাধি রোদসী বিভ্রাজংতে রথেষা ।

দ্বিবি কৃষ্ণ ইবোপরি ॥ ১২ ॥

যুবা স মাকুতো গণধেয়রথো অনেতঃ ।

স্তুতম্ভাষ্য প্রতিকূতঃ ॥ ১৩ ॥

কো বেষ নুনমেবাং যজা মদংতি ধুতয়ঃ ।

ঋতজাতা অরেপসঃ ॥ ১৪ ॥

যুয়ং মর্তং বিপজ্যাবঃ প্রথেষ্টার ইথা ধিরা ।

শ্রোতারো বামহুতিবু ॥ ১৫ ॥

তে নো বহুনি কাম্যা পুরুশচন্দ্রো রিশাদসঃ ।

আ বজ্জিরাশো ববুতন ॥ ১৬ ॥

এতং মে তোমহূর্যো বার্জ্যায় পরা বহ ।

গিরো দেবি রথীরিব ॥ ১৭ ॥

উত মে বীচতাদিতি স্তুতসোমে রথবীজৌ ।

ন কামো অপ বেতি মে ॥ ১৮ ॥

এষ ক্ষেতি রথবীতির্মহাবা গোমতীরহু ।

পর্বতেষপশ্রিতঃ ॥ ১৯ ॥

॥ ৮৫ ॥

অত্রিঃ ॥ বরুণঃ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

প্র সত্রাজে বৃহদ্রা গভীরং ব্রহ্ম প্রিয়ং বরুণায় শ্রুতায় ।

বি যো জ্ঞানান শমিতেব চর্যোপস্তিরে পৃথিবীং সূর্য্যায় ॥ ১ ॥

বনেষু ব্যন্তরিক্ষং ততান বাজমবৎশু পর উল্লিগাশু ।

হংশু ক্রতুং বরুণো অপ্সৃগ্নিঃ দিবি স্কন্ধমদধাৎ সোমমজ্রৌ ॥ ২ ॥

নীচীনবারং বরুণঃ কবংধং প্র সসর্জ রোদসী অন্তরিক্ষং ।

তেন বিশ্বশু ভুবনশু রাজা যবং ন বৃষ্টিবৃনতিঃভূম ॥ ৩ ॥

উনতি ভূমিঃ পৃথিবীমুত জ্ঞাৎ বদা হৃৎকং বরুণো বষ্ট্যাদিৎ ।

সমভ্রণ বসত পর্বতাসন্তবিবীয়ন্তঃ শ্রথয়ন্ত বীরাঃ ॥ ৪ ॥

ইমান্ শ্বাসুরশু শ্রুতশু মহীং সান্নাং বরুণশু প্র বোচৎ ।

মানেনেব তস্তি বা অন্তরিক্ষে বি যো মমে পৃথিবীং সূর্যেণ ॥ ৫ ॥

ইমান্ হু কবিতমশু মারাং মহীং দেবশু নকিরা দধর্ষ ।

একং যজ্ঞা ন পৃণংত্যোনীরাসিচং তীরবনয়ঃ সমুদ্রং ॥ ৬ ॥

অর্ষমাং বরুণ মিভ্যাং বা সখারং বা সদমিদ্রাতরং বা ।

বেশং কা মিভ্যাং বরুণারণং বা যৎসীমাগশ্চ ক্রমা শিশ্রথন্তৎ ॥ ৭ ॥

কিত্তবাসো যত্রিপিপূর্ণ দীবি যবা বা সত্যমুত যন্ন বিদ্য ।

সর্বা তা বি বা শিথিরেব দেবাধা তে স্তাম বরুণ প্রিয়ানঃ ॥ ৮ ॥

ସଞ୍ଚିତ ମଞ୍ଜୁଳା ।

॥ ୫୭ ॥

ଶଂସୁର୍ବାହସ୍ପତ୍ୟଃ ॥ ଇଂଦ୍ରଃ ॥ ପ୍ରାଗାଥଂ ॥

ତାମିନ୍ଦ୍ରିହବାମହେ ସାତା ବାଜନ୍ତ କାରବଃ ।

ତାଂ ବୁଦ୍ଧେଷିଂଦ୍ର ସଂପତିଂ ନରନ୍ତାଂ କାଠୀଶ୍ଚର୍ବତଃ ॥ ୧ ॥

ମ ଶ୍ଚ ନଶ୍ଚିତ୍ର ବଜ୍ରହସ୍ତ ଧୃଷ୍ଣୁରା ମହଃ ସ୍ତବାନୋ ଅଦ୍ରିବଃ

ଗାମନ୍ଧ୍ୟଂ ରଥାମିଂଦ୍ର ସଂ କିର ସତ୍ରା ବାଜଂ ନ ଜିଘ୍ରାସେ ॥ ୨ ॥

ସଃ ସତ୍ରାହା ବିଚର୍ଷ୍ଣିଗିରିଂଦ୍ରଂ ତଂ ହୃମହେ ବୟଂ ।

ମହସ୍ତ୍ରମୁକ୍ତ ତୁବିନ୍ମୁଂ ସଂପତେ ଭବା ସମଂସ୍ତ ନୋ ବୁଧେ ॥ ୩ ॥

ବାଧସେ ଜନାନ୍ଧୃଷତେବ ମନ୍ତ୍ରୁନା ସ୍ବସୌ ମୌଢ଼ଃ ଶ୍ଚତୀଷମ

ଅନ୍ନାକଂ ଶୋଧାବିତା ମହାଧନେ ତନ୍ମୁଷ୍ମୁ ନୃସ୍ୟୋ ॥ ୪ ॥

ଇଂଦ୍ରଂ ଜ୍ଞୋଷ୍ଠଂ ନ ଆ ଭରଂ ଓ ଜିଞ୍ଠଂ ପପୁରି ଶ୍ରବଃ

ସେନେମେ ଚିତ୍ର ବଜ୍ରହସ୍ତ ରୋଦସୀ ଓତେ ଅଶିପ୍ର ପ୍ରାଃ ॥ ୫ ॥

ହ୍ୟାମୁଗ୍ରମବସେ ଚର୍ଷ୍ଣୀସହଂ ରାଜନ୍ଦେବେଷୁ ହୃମହେ ।

ବିଧା ଅ ନୋ ବିଧୁରା ପିକ୍ଵନା ବସୋହମିତ୍ରାନ୍ତୁ ଅସହାନ୍ କୃଧି ॥ ୬ ॥

ସଦିଂଦ୍ର ନାହସୀଷଂ ଓଜୋ ନୃମୁଂ ଚ କୃଷ୍ଣିଷୁ ।

ସହା ପଂଚ କ୍ରିତୀନାଂ ହ୍ୟାମା ଭର ସତ୍ରା ବିଧାନି ପୋଂସ୍ତା ॥ ୭ ॥

ସହା ତୁକ୍ଳୋ ମସବନ୍ଦ୍ରହାବା ଜନେ ସଂପୂରୋ କଚ ବୃକ୍ଷ୍ୟାଂ ।

ଅନ୍ନତ୍ୟାଂ ତଦ୍ବିରୀହି ସଂ ନୃବାହେହମିତ୍ରାନ୍ ପୂଂସ୍ତୁ ତୁର୍ବଣେ ॥ ୮ ॥

ଇଂଦ୍ରଂ ଜିହାତୁ ଶରଣଂ ଜିବକ୍ଷତଂ ଅସ୍ତିମଂ ।

ହର୍ଦ୍ଦିର୍ଦ୍ଧଞ୍ଚ ମସବନ୍ତ୍ୟାଂ ଯତଂ ଚ ସାବରା ଦିଷ୍ଟୁମେଭାଃ ॥ ୯ ॥

যে গব্যতা মনসা শক্রমদভুরভিপ্রস্রংতি ধৃক্ষুয়া ।
 অথ আ নো মষবল্লিৎদ্রে গির্বগন্তুনা অংতমো ভব ॥ ১০ ॥
 অথ আ নো বৃধে ভবেৎদ্রে নার্মমবা যুধি ।
 তদংতরিক্ষে পতংয়তি পর্ণিনো দিগ্ধবস্তিগ্ধমূর্ধানঃ ॥ ১১ ॥
 যত্র শুরাসন্তুষো বিতম্বতে প্রিয়া শর্ম পিতৃণাং ।
 অথ আ যচ্ছ তস্বেহতনে চ ছর্দিরচিভং যাবয় ঘেষ ॥ ১২ ॥
 যদিৎদ্রে সর্গে অবতশ্চোদয়াসে মহাধনে ।
 অসমনে অধ্বনি বুজিনে পথি শ্রোনা ইব শ্রবন্ততঃ ॥ ১৩ ॥
 সিংধুর্নিব প্রবণ আশ্রয়া যতো যদি ক্লোশমহু ধণি ।
 আ যে বয়ো ন ববৃতত্যাযিষি গৃভীতা বাহ্বোর্গবি ॥ ১৪ ॥

॥ ৬১ ॥

ভরদ্বাজো বাইম্পত্যঃ ॥ সরস্বতী ॥ ১—৩, ১৩,
 জগতী । ৪-১২ গায়ত্রী । ১৪ ত্রিষ্টুপ্ ॥

ইরমদদাজ্জভসমৃণচ্যুতং দিবোদাসং বধ্যাশ্বায় দান্তবে ।
 যা শশংতমাচখাদাবসং পণিং তা তে দাজাগি তবিষা সরস্বতি ॥ ১ ॥
 ইয়ং শুয়েভির্বিসথা ইবারুজৎসাহু গিরীণাং তবিষেভির্কর্মিভিঃ ।
 পারাবতস্মীমবসে স্তুবুজিভিঃ সরস্বতীমা বিবাসেম ধীতিভিঃ ॥ ২ ॥
 সরস্বতি দেবনিদো নি বহঁয় প্রজাং বিশ্বস্ত বৃসয়স্ত মায়িনঃ ।
 উত্ত ক্রিতিভ্যোহবনীরবিংদো বিষমেভ্যো অশ্রবো বাজিনীবতি ॥ ৩ ॥
 প্রণো দেবী সরস্বতী বাজেভির্বাজিনীবতী । ধীনামবিজ্র্যবতু ॥ ৪ ॥

যত্না দেবী সরস্বতীপত্রতে ধনে হিতে ।

ইত্থং ন ব্রতকুর্ষে ॥ ৫ ॥

ঋং দেবি সরস্বতী বাজেষু বাজিনি ।

রদা পুষেব নঃ সনিং ॥ ৬ ॥

উত জ্ঞা নঃ সরস্বতী ঘোরা হিরণ্য বর্তনিঃ ।

ব্রতয়ী বষ্টি স্তষ্টুতিং ॥ ৭ ॥

যত্না অনন্তো অহুতশ্চৈবচরিশ্চরগবঃ ।

অমশ্চরতি রোজ্জবৎ ॥ ৮ ॥

সা নো বিশ্বা ক্ষতি বিদ্ধঃ সসূরতা ঋতাবরী ।

অতন্নহেব সূর্য্যঃ ॥ ৯ ॥

উত নঃ প্রিয়া প্রিয়াশ্চ সঃ সসী স্তৃজুঐ ।

সরস্বতী স্তোম্যা ভূৎ ॥ ১০ ॥

আঁপপ্রযী পার্থিবান্নারু রজো অংতরিক্শং ।

সরস্বতী নিদম্পাতু ॥ ১১ ॥

ত্রিষধস্থা সপ্তধাতুঃ পংচ জাতা বর্ধয়ন্তী ।

বাজে বাজে হবা ভূৎ ॥ ১২ ॥

প্র যা মহিমা মহিনা স্তৃচেকিতে দ্যায়ৈতিরজা অপসার্মপত্তমা ।

রথ ইব বৃহতী বিভূর্নে কৃতোপত্তয়া চিকিতুযা সরস্বতী ॥ ১৩ ॥

সরস্বত্যাভি নো নেষি বস্তো মাপ ক্ষরীঃ পয়সা মা ন আ ধক্ ।

জুবন নঃ সপ্যা বেষ্টা চ মৌ তৎকেত্রাপ্যরণানি গম্ম ॥ ১৪ ॥

॥ ৭৫ ॥

পায়ুর্ভারহাজঃ ॥ ১ বর্ম । ২ ধনুঃ । ৩ জ্যা । ৪
 আর্হী । ৫ ইষুধিঃ । ৬ সারথিঃ । ৬ রশ্ময়ঃ । ৭
 অশ্বাঃ । ৮ রথঃ । ৯ রথগোপাঃ । ১০ লিংগোক্ত-
 দেবতাঃ । ১১, ১২, ১৫, ১৬ ইষবঃ । ১৩
 প্রতোদঃ । ১৪ হস্তয়ঃ । ১৭-১৯ লিংগোক্ত-
 দেবতাঃ সংগ্রামাশিষঃ (১৭ যুদ্ধভূমি
 ব্রহ্মগম্পতিরদিতিশ্চ । ১৮ কবচ
 সোমশরুণাঃ । ১৯ দেবাব্রহ্ম চ) ॥
 ১-৫, ৭-৯, ১১, ১৪, ১৮ ।
 ত্রিস্তুপ । ৬, ১০ জগতী । ১২,
 ১৩, ১৫, ১৬, ১৯ অনু-
 ষ্টুপ্ । ১৭ পংক্তি ॥

জীমূতশ্চেব ভবতি প্রতীকং যদমী য়াতি সমদামুপস্থে ।
 অনাবিক্রয়া তদ্বা জয় স্বং স ত্বা বর্মণো মহিমা পিপতুঃ ॥ ১ ॥
 ধন্বনা গা ধন্বনাজিৎ জয়েম ধন্বনা তীব্রাঃ সমদো জয়েম ।
 ধনুঃ শত্রোরপকামং কৃণোতি ধন্বনা সর্বাঃ প্রদিশো জয়েম ॥ ২ ॥
 বক্ষ্যংতীবোদা গণীগংতি কর্ণং প্রিয়ং সখায়াং পরিষস্বজানা ।
 যোধেব শিংক্ষে বিততাধি ধন্বজ্যা ইদং সমনে পারয়ন্তী ॥ ৩ ॥

তে আচরংতী সমনেব যোষা মাতেব পুত্রং বিভূতামুপস্থে ।
 অপ শক্রম্বিধ্যতাং সংবিদানে অর্জী ইমে বিষ্কু রংতী অমিত্রান্ ॥ ৪
 বহ্বীনাং পিতা বহুরশ্র পুত্রধর্শিচা কুণোতি সমনাবগত্য ।
 ইষুধিঃ সংকাঃ পৃতনাশ্চ সর্বাঃ পৃষ্ঠে নিনদ্ধো জয়তি প্রসূতঃ ॥ ৫ ॥
 রথে তিষ্ঠন্নয়তি বাজিনঃ পুরো যত্রযত্র কাময়তে সুষারথিঃ ।
 অভীশূনাং মহিমানং পনায়ত মনঃ পশ্চাদহু যচ্ছংতি রশ্ময়ঃ ॥ ৬ ॥
 তীব্রান্ঘোষান্ধৃগুতে বৃষপাণয়োহস্মা রথেষ্ভিঃ সহ বাজয়ন্তঃ ॥
 অবক্রামন্তঃ প্রপদৈরমিত্রান্ ক্ষিণংতি শক্রূরনপব্যরন্তঃ ॥ ৭ ॥
 রথবাহনং হবিরশ্র নাম যত্রায়ুধং নিহিতমশ্র বর্ম ।
 তত্রা রথমুপ শগ্নং সদেম বিশ্বাহা বয়ং সূমনশ্রমানাঃ ॥ ৮ ॥
 স্বাহৃষংসদঃ পিতরো বয়োধাঃ কৃচ্ছ্রেপ্রিতঃ শক্রীবন্তো গভীরাঃ ।
 চিত্রসেনা ইষুবলা অমৃধাঃ সতোবীরা উরবো ব্রাতসাহাঃ ॥ ৯ ॥
 ব্রাহ্মাসঃ পিতরঃ সোম্যাসঃ শিবে নো ভ্রাবাপৃথিবী অনেহস্মা ।
 পুযা নঃ পাতু হরিতাদৃতারুধো রক্ষা মাকিনো অঘশংস ক্ৰীশত ॥ ১০ ॥
 সূপর্ণং বস্ত্রে যুগো অস্যা দন্তো গোভিঃ সংনদ্ধা পততি প্রসূতা ।
 যত্রা নরঃ সং চ বি চ দ্রবংতি তত্রাস্মাভ্যমিববঃ শর্ম যংসন ॥ ১১ ॥
 ঋজীতে পরি বৃদ্ধি নোহস্মা ভবতু নস্তনুঃ ।
 সোমো অধি ব্রবীতু নোহমিতিঃ শর্ম যচ্ছতু ॥ ১২ ॥
 অা জংঘংতি সাধেযাং জঘন' উপ জিঘ্রতে ।
 অশ্বাজনি প্রচেতসোহস্মাস্ত্ সমৎসু চোদয় ॥ ১৩ ॥
 অহিরিব ভৌগৈঃ পর্বেতি বাহুং জ্যায়্য হেতিং পরিবোধমানঃ ।
 হস্তয়ো বিশ্বা যয়ুনানি বিধান্‌পূমান্‌পুমাংসং পরি পাতু বিশ্বতঃ ॥ ১৪ ॥

আলাক্তা যা কৃক্শীৰ্য্যথো যস্য। অরো যুথং ।
 ইদং পৰ্জন্তরেতস ইঐষ দেবৈব্য বৃহন্নমঃ ॥ ১৫ ॥
 অবনৃষ্টা পরা পত শরব্যো ব্রহ্মসংশিতে ।
 গচ্ছামিত্রান্ প্র পত্ত্বশ্ব মামীষাং কং চনোচ্ছিষঃ ॥ ১৬ ॥
 যত্র বাণাঃ সংপত্তংতি কুমারা বিশিখা ইব ।
 তত্রা নো ব্রহ্মণস্পতিরদিতিঃ শর্ম যচ্ছতু বিশ্বাহ। শর্ম যচ্ছতু ॥ ১৭ ॥
 মৰ্মাণি তে বৰ্মাণা ছাদয়ামি সোমত্বা রাজামৃতেনানু বস্তাং ।
 উরোর্বরীয়ো বরুণস্তে কৃণোতু জংয়তং স্বানু দেবা মদংতু ॥ ১৮ ॥
 যো নঃ শ্বো অরণো যশ্চ নিষ্টো জিঘাংসতি ।
 দেবাস্তং সৰ্বে ধুবৎতু ব্রহ্ম বর্ম মমাংতরং ॥ ১৯ ॥

সপ্তমং মণ্ডলং ।

৩৬ ॥

বসিষ্ঠঃ ॥ বিশ্বে দেবাঃ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥
 প্র ব্রহ্মৈতু সদনাদৃতস্ত বি রশ্মিভিঃ সম্বজ্জে সূর্য্যো গাঃ ।
 বি সান্ননা পৃথিবী সস্র উৰ্বী পৃথু প্রতীকমধোধে অগ্নিঃ ॥ ১ ॥
 ইমাং বাং মিত্রাবরুণা স্তবৃক্তিমিষং ন কৃণে, অশুরা নবীয়ঃ ।
 ইনো বামন্তঃ পদবীরদক্কো জনং চ মিত্রো যততি ক্রবাণঃ ॥ ২ ॥
 আ বাতস্ত এজতো রংত ইত্যা অগীপয়ংত ধেনবো ন সৃদাঃ ।
 মহো দিবঃ সননে জায়মানোহচিক্রদদৃষতঃ সন্নিগ্ন ধনু ॥ ৩ ॥

গিরা য এতা যুনজকরী ত ইংদ্রে প্রিয়া অরথা শূর ধায়ু ।
 প্র বো মন্থ্যং রিরিক্কতো মিনাত্যা অক্রতুমর্যমণং ববৃত্যাং ॥ ৪ ॥
 যজ্ঞংতে অস্ত্র সখ্যং বরশ্চ নমস্বিনঃ স্ব ঋতস্ত্র ধামন্ ।
 বি পৃক্ষে বাবধে নৃভিঃ স্তবান ইদং নমো রুদ্রায় প্রেষ্ঠং ॥ ৫ ॥
 আ যৎসাকং যশসো বাবশানাঃ সরস্বতী মগধী সিংধুমাতা ।
 যাঃ সুব্রুংত সুহৃষাঃ সুধারা অভি স্বেন পযসা পীপ্যানাঃ ॥ ৬ ॥
 উত ত্যো নো মরুতো মংদসানা ধিয়ং তোকং চ বাজিনোহবংতু ।
 মা নঃ পরি খাদকরা চরংত্যবীরধন্যাজ্যং তে রয়িং নঃ ॥ ৭ ॥
 প্র বো মহীমরমতিং কুরুধ্বং প্র পুষণং বিদধ্যাং ন বীরং ।
 ভগং ধিয়োহবিতারং নো অস্ত্রাঃ সাতৌ বাজং রাত্ৰিষাচং পুরংধিং ॥ ৮ ॥
 অচ্ছায়ং বো মরুতঃ শ্লোক এষচ্ছা বিকুং নিবিক্তিপামবোভিঃ ।
 উত প্রজায়ৈ গৃণতে বয়ো ধূর্যুয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৯ ॥

৮৩

বসিষ্ঠ ॥ ইংদ্রাবরুণৌ ॥ জগতী ॥

ব্রুবাং নরা পশুমানাস আপ্যাং প্রাচা গব্যংতঃ গৃথুপর্শবো যযুঃ ।
 দাসা চ ব্রজা হতমার্য্যানি চ সুদাসমিংদ্রাবরুণাবসাবতং ॥ ১ ॥
 ব্রজা নরঃ সময়ংতে কৃতধ্বজো যস্মিন্নাজা ভবতি কিং চন প্রিয়ং ।
 ব্রজা ভয়ংতে ভুবনা স্বদৃশস্তত্রা ন ইংদ্রাবরুণাধি বোচতং ॥ ২ ॥
 সং ভূম্যা অংতা স্বসিরা অদৃক্কতেংদ্রাবরুণা দিবি বোষ আকুহং ।
 নাপস্থনঅর্জসু মামরাতরোহবী গবসা হবনশ্রুতা গভং ॥ ৩ ॥

ইংদ্রাবরুণা বধনাতির প্রতি ভেদং বধংতা প্র সূদাসমাবতং ।
 ব্রহ্মাণ্যেযাং শৃগুতং হবীমনি সত্যা তৃংসু নামভবংপুরোহিতিঃ ॥ ৪ ॥
 ইংদ্রাবরুণাবভা তপংতি মাঘানার্যো বহুবামরাতয়ঃ ।
 যুবাং হি বস্ব উভয়শ্চ রাজধোহধ স্মা নোহবতং পার্যে দিবি ॥ ৫ ॥
 যুবাং হবংত উভয়াস আজিষিঃদ্রং চ বস্বো বরুণং চ সাতয়ে ।
 যত্র রাজভির্দশভির্নিবাধিতং প্র সূদাসমাবতং তৃংসুতিঃ সহ ॥ ৬ ॥
 দশ রাজানঃ সমিতা অঘজ্যাবঃ সূদাসমিংদ্রাবরুণা ন যুযুধুঃ ।
 সত্যা নৃণামগ্নসদামুপস্তুতির্দেবা এবামভবন্দেবহুতিষু ॥ ৭ ॥
 দাশরাজ্ঞে পরিষত্তার বিশ্বতঃ সূদাস ইংদ্রাবরুণাবশিক্তং ।
 শ্বিত্যাংচো যত্র নমসা কপর্দিনো থিয়া ধীবংতো অসপংত তৃংসব ॥ ৮ ॥
 ব্রহ্মাণ্যন্তঃ সমিধেষুজ্জিঘ্রতে ব্রতাত্ত্রো অভি রক্তে সদা ।
 হবামহে বাং যুধা সূবৃক্তিভিরস্মে ইংদ্রাবরুণা শর্ম ঘচ্ছতং ॥ ৯ ॥
 অস্মে ইংদ্রো বরুণো যিত্রো অর্যামা হ্যগ্নঃ ঘচ্ছন্তু মহি শর্ম সপ্রথঃ
 অবদ্রং জ্যোতিরদিতেন্তা বৃধো দেবশ্চ শ্লোকং সবিতুর্মনামহে ॥ ১০ ॥

| ৮৬ |

বসিষ্ঠ ঃ ॥ বরুণঃ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ।

ধীরা বস্তু মহিনা জনুংষি বি যন্তন্তংত রোদসী চিহুর্বা ।
 প্র নাকমৃৎ হুহুদে বৃহংতং দ্বিতা নক্ষত্রং প প্রথচ্ছ ভূম ॥ ১ ॥
 উত স্বরা তদ্বাসং বদে তৎকদা যংতর্বরুণে ভুবানি ।
 কিং মে হব্যমহুণানো জুবেত কদা মূলীকং সূমনা অভি ধ্যং ॥ ২ ॥

পৃচ্ছ তদেনো বরুণ দিদৃক্ষুশো এমি চিকিত্ত্বো বিপৃচ্ছং ।
 সমানমিথে কবয়শ্চিদাহরয়ং হ তুভ্যং বরুণো হ্রনীতে ॥ ১ ॥
 কিমাংস আস বরুণ জ্যোষ্ঠং যৎস্তোতারং জিহ্বাসসি সধায়ং ।
 প্র তন্মে বোচো দুলভ স্বধাবোহব ত্বানেনা নমসা তুর ইয়াং ॥ ৪ ॥
 অব ক্রদ্ধানি পিত্রা। সৃজা নোহব যা বয়ং চক্ৰমা তনুভিঃ ।
 অব রাজন্ পশুতৃপং ন তায়ুং সৃজা বৎসং ন দাম্নো বসিষ্ঠং ॥ ৫ ॥
 ন স স্বোদকো বরুণ ধৃতিঃ সা সুরা মল্ল্যাবিভীদকো অচিভিঃ
 অস্তি জ্যায়ান্ কনীয়স উপারে স্বপ্নশচনেদনৃতন্ত প্রয়োতা ॥ ৬ ॥
 অয়ং দাসো ন মীড়হবে করাণাহং দেবার্য ভূর্গয়েহনাগাঃ ।
 অচেতয়দচিতো দেবো অর্থো গৃৎসং রায়ে কবিতরো জুনাতি ॥ ৭ ॥
 অয়ং স্তু তুভ্যং বরুণ স্বধাবো হৃদি স্তোম উপশ্রিতশ্চিদম্ভ ।
 শং নঃ ক্ষেমে শমু বোগে নো অস্থ যুয়ং পাত অস্তিভিঃ সদা নঃ ৮ ॥

॥ ৮৭ ॥

বসিষ্ঠঃ ॥ বরুণঃ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

রদংপথো বরুণঃ সূর্য্যায় প্রার্থাংসি সমুজ্জিয়া নদীনাং ।
 সর্গো ন সৃষ্টো অবতীৰ্ণতায়ঞ্চকার মহীরবনীরহভাঃ ॥ ১ ॥
 আত্মা তে বাতো রজ আ নবীনোৎপত্তন ভূনির্যবসে সসবান্ ।
 অংতর্মহী বৃহতী রোদসীমে বিশ্বা তে ধাম বরুণ প্রিয়ানি ॥ ২ ॥
 পশ্বি স্পাশো বরুণন্ত অদিষ্টো উভে পশ্বন্তি রোদসী স্মবেকে ।
 ঋতাবানঃ কবয়ো যজ্ঞধীরাঃ প্রচেতসো য ইষয়ন্ত মন্য ॥ ৩ ॥

উবাচ মে বরুণো মেধিয়ার ত্রিঃ সপ্ত নামান্য্য বিভতি ।
 বিধানপদস্ত শুভা ন বোচহ্যগায় বিপ্র উপরায় শিক্ণ ॥ ৪ ॥
 তিস্রো জ্যাবো নিহিতা অন্তরশ্চিস্রো ভূমীরপরাঃ ষড়্ভিধানাঃ ।
 গৃৎসো রাজা বরুণশ্চক্র এতং দিবি প্রেংখং হিরণ্যং শুভে কং ॥ ৫ ॥
 অব সিংধুং বরুণো জ্যোতিব স্বাদ্রপো ন শ্বেতো মৃগস্তবিজ্ঞান ।
 গংভীরশংসো রজসো বিমানঃ সুপারক্কত্রঃ সতো অস্ত রাজা ॥ ৬ ॥
 যো মূলয়াতি চক্রুষে চিদাগো বয়ং শ্রাম বরুণে অনাগাঃ ।
 অহু ব্রতাত্তদিতেশ্বধংতো যুয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৭ ॥

। ৮৮ ।

বসিষ্ঠঃ ॥ বরুণঃ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

প্র শুংধ্বাবং বরুণায় প্রেষ্ঠাং মতিং বসিষ্ঠ মীড়্‌হ্ষে ভরস্ব ।
 য জৈমবাঞং করতে যজ্ঞত্রং সহস্রামঘং বৃষণং বৃহংতং ॥ ১ ॥
 অধা নস্ত সংদৃশং জগদ্বানগ্নেরনীকং বরুণস্ত মংসি ।
 স্বর্ষদশ্মন্নধিপা উ অংধোহতি মা বপুর্দৃশয়ে নিনীয়াৎ ॥ ২ ॥
 অা যজ্রহাব বরুণশ্চ নাবং প্র যৎসমুদ্রমীরয়াব মধ্যং ।
 অধি যদপাং নুভিচ্চরাব প্র প্রেংখ জেংধয়াবহৈ শুভে কং ॥ ৩ ॥
 বসিষ্ঠং হ বরুণো নাব্যাধাদৃষিং চকার স্বপা মহোভিঃ ।
 স্তো তারং বিপ্রঃ সুদিনশ্বে অহাং যানু জ্যাবস্ততনজ্যাহ্বাসঃ ॥ ৪ ॥
 কত্যানি নৌ সখ্যা বভূবুঃ সচাবহে যদ্বকং পুরা চিৎ ।
 বৃহংতং মানং বরুণ স্বধাবঃ সহস্রদারং জগমা গৃহং তে ॥ ৫ ॥

য আগ্নিনিত্যো বরুণ শ্রিয়ঃ সস্বামাগাংসি কৃণবৎসখা তে ।
 মা ত এনস্বতো যক্ষিন্তুজেষ যংধি আ বিপ্রঃ স্তবতে বরুণং ॥৬॥
 ঋবাস্থ স্বাস্থ ক্রিতিষু ক্ষিয়ংতো ব্যস্বংপাশং বরুণো মূমোচৎ ।
 অবো বহ্বানা অদিতেরুপস্বাদ্যুয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৭ ॥

॥ ৮৯ ॥

বসিষ্ঠঃ ॥ বরুণঃ ॥ ১-৪ গায়ত্রী । ৬ জগতী ॥

মো বু বরুণ মুখয়ং গৃহং রাজন্নহং গমং । মৃলা স্তুক্ষত্র মূলয় ॥ ১ ॥
 যদেমি প্রক্ষুরগ্নিব দৃতির্ন ধাতো অদ্রিবঃ । মৃলা স্তুক্ষত্র মূলয় ॥ ২ ॥
 ক্রত্বঃ সমহ দীনতা প্রতীপং জগমা শুচে । মৃলা স্তুক্ষত্র মূলয় ॥ ৩ ॥
 অপাং মধ্যে তস্থিবাংসং তৃষ্ণাবিদজ্জরিতারং । মৃলা স্তুক্ষত্র মূলয় ॥ ৪ ॥
 যং কিং চেদং বরুণ দৈবো জনেহভিজ্রোহং মনুষ্যাশ্চরামসি ।
 অচিন্তী যন্তব ধর্মা যুষোপিস মা নস্তস্মাদেনসো দেব রৌরিষঃ ॥ ৫ ॥

॥ ৯৫ ॥

বসিষ্ঠঃ ॥ ১, ২, ৪-৬ সরস্বতী । ৩ স্বরস্বান্ ॥

ত্রিষ্টুপ্ ॥

প্র কোদসা ধারসা সস্ত্র এষা সরস্বতী ধরুণমারসী পূঃ ।
 প্রবাবধানা রথোব যাতি বিশ্বা অপো মহিনা সিংধুরজ্ঞাঃ ॥ ১ ॥
 একাচেতং সরস্বতী নদীনাং শুচির্যতী গিরিভ্য আ সমুদ্রাং ।
 রায়াশ্চেতংতী ভুবনস্ত ভুরেবৃতং পয়ো হুহুহে নাহুবার ॥ ২ ॥

স বারুধে নৰ্যো বোষণাস্থ বৃষা শিশুবৃষভো যজ্ঞিযাস্থ ।
 স বাজিনং মন্ববন্ত্যো দধাতি বি সাতয়ে তন্বং মামৃজীত ॥ ৩ ॥
 উত শ্রা নঃ সরস্বতী জুযাগোপ শ্রবৎসুভগা যজ্ঞে অশ্বিন্ ।
 মিতজু ভিন্মমশ্চৈরিয়ানা রায়্য যুজ্য চিহ্নন্তরা সখিভ্যঃ ॥ ৪ ॥
 ইমা জুহ্বানা যুস্মদা নমোভিঃ প্রতি স্তোমং সরস্বতী জুযস্ব ।
 তব শর্মন্ প্রিয়তমে দধানা উপ স্তেয়াম শরণং ন বৃক্ষং ॥ ৫ ॥
 অন্নমু তে সরস্বতি বসিষ্ঠো দ্বারাবৃতশ্চ সূভগে ব্যাবঃ ।
 বর্ধ শুভ্রে স্তবতে রাসি বাজান্যায়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৬ ॥

ভ্রামন্যং মাতুলং ।

মনুর্বৈবস্বতঃ ॥ বিশ্বে দেবাঃ ॥ ১ গায়ত্রী । ২ পুর-
 উষিক্ । ৩ বৃহতী । ৪ অনুষ্ঠুপ্ ॥ ●
 নহি বো অন্ত্যর্ভকো দেবাসো ন কুমারকঃ ।
 বিশ্বে সতো মহাত ইৎ ॥ ১ ॥
 ইতি স্তুতাসো অসথা রিশাদসো যে স্থ ত্রয়শ্চ ত্রিংশচ্চ ।
 মনোর্দেবা যজ্ঞিযাসঃ ॥ ২ ॥
 তে নজ্জাধ্বংতেহবত ত উ নো অধি বোচত ।
 মা নঃ পথঃ পিত্র্যান্মানবাদধি দূরং নৈষ্ট পরাবতঃ ॥ ৩ ॥
 যে দেবাস ইহ স্থন বিশ্বে বৈশ্বানরা উত ।
 অশ্বভ্যং শর্ম সপ্রথো গবেহস্বায় যচ্ছত ॥ ৪ ॥

মেধ্যঃ কাণুঃ ॥ ১ বিশ্বে দেবা ঋত্বিজো বা । ২, ৩
বিশ্বেদেবাঃ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

যমৃষিজো বহুধা কল্পয়ন্তঃ সচেতসো যজ্ঞমিমং বহন্তি ।
যো অনুচানো ব্রাহ্মণো যুক্ত আসীৎকান্বিস্তত্ৰ যজমানস্ত সংবিৎ ॥ ১ ॥
এক এবাগ্নির্বহুধা সমিদ্ধ একঃ সূর্যো বিশ্বমনু প্রভূতঃ ।
এতৈকবোষাঃ সর্বমিদং বি ভাত্যেকং বা ইদং বি বভূব সর্বং ॥ ২ ॥
জ্যোতিয়ন্তং কেতুমন্তং ত্রিচক্রং সূর্যং রথং সূর্যদং ভূরিবারং ।
চিত্রা মৰা যন্ত বোগেহধিজজ্ঞে তং বাং হবে অতি রিক্তং পিবৈধো ॥ ৩ ॥

২৬ ।

তিরশ্চীদ্যতানো বা মরুতঃ ॥ ১-১৪, ১৬-২১
ইন্দ্রঃ । ১৪ মরুতঃ । ১৫ ইন্দ্রাব্রহ্মপতী ॥
১-৩, ৫-২১ ত্রিষ্টুপ্ । ৪ বিরাট্ ॥

অস্মা উষাস আতিরন্ত যামমিৎদ্রায় নক্তমূর্যাঃ সুবাচঃ ।
অস্মা আপো মাতরঃ সপ্ত তস্মূন্যন্তরায় সিংধবঃ সুপারাঃ ॥ ১ ॥
অতিবিদ্ধা বিধুরেণা চিদস্তা ত্রিঃ সপ্ত সানু সংহিতা গিরীণাং ।
ন তদেবো ন মর্ত্যস্ততুৰ্য্যাতানি প্রবৃদ্ধো বুধতশ্চকার ॥ ২ ॥
ইন্দ্রস্ত বজ্র আয়সো নিমিল্ল ইন্দ্রস্ত বাহো ভূরিষ্ঠমোজঃ ।
ঈর্ষনিঃশ্রস্ত ক্রতবো নিরেক আসন্নেবন্ত শ্রত্য উপাকে ॥ ৩ ॥

মন্ত্রে স্বা যজ্ঞিয়ং যজ্ঞিয়ানাং মন্ত্রে স্বা চ্যাবনমচ্যুতানাং ।
 মন্ত্রে স্বা সত্বনামিৎদ্রে কেতুং মন্ত্রে স্বা বুধভং চৰ্ঘণীনাং ॥ ৪ ॥
 আ যদ্বজ্রং বাহ্বেরিৎদ্রে খৎসে মদচ্যুতমহরে হংতবা উ ।
 প্র পর্বতা অনবংত প্র গাবঃ প্র ব্রহ্মাণো অভিনক্ৰংত ইৎদ্রে ॥ ৫ ॥
 তমু ষ্টবাম য ইমা জজ্ঞান বিশ্বা জাতাত্তবরাণ্যস্মাৎ ।
 ইৎদ্রেণ মিত্রং দিধিষেম গীর্ভিক্রপো নমোভিবৃষভং বিশেম ॥ ৬ ॥
 ব্রতন্ত স্বা স্বসখাদৌষমাণা বিশ্বে দেবা অজহর্ষে সখায়ঃ ।
 মরুভিরিৎদ্রে সখাং তে অস্বথেনা বিশ্বাঃ পৃতনা জয়াসি ॥ ৭ ॥
 ত্রিঃ যষ্টিস্তা মরুতো বাবুধানা উশ্রা ইব রাশয়ো যজ্ঞিয়াসঃ ।
 উপ স্বেমঃ কৃধি নো ভাগধেয়ং শুশ্র্যং ত এনা হবিষা বিধেম ॥ ৮ ॥
 তিগ্নমায়ুধং মরুজামনীকং কন্ত ইৎদ্রে প্রতি বজ্রং দধৰ্ষ ।
 অনায়ুধাসো অসুরা অদেবাস্চক্রেণ তাঁ অপ বপ ঋজীষি ॥ ৯ ॥
 মহ উগ্রায় তবসে সুরুক্তিং প্রেরয় শিবতমায় পথঃ ।
 গির্বাহসে গির ইৎদ্রায় পূর্বীর্ধেহি তবৈ কুবিদংগ বেদৎ ॥ ১০ ॥
 উক্থ বাহসে বিভে মনীষাং দ্রুণা ন পারমীরয় নদীনাং ।
 নি স্পৃশ শিষা তন্নি ক্রতন্ত জুষ্টতরন্ত কুবিদংগ বেদৎ ॥ ১১ ॥
 তদ্বিবিড্টি যন্ত ইৎদ্রো জুজোষৎস্তহি স্তুষ্টুতিং নমসা বিবাস ।
 উপ ভূষ করিতর্মা কবণ্য শ্রাবয়া বাচং কুবিদংগ বেদৎ ॥ ১২ ॥
 অব দ্রপ্সো অংগুমতীমতিষ্ঠদিয়ানঃ কৃষ্ণোদশভিঃ সহস্রৈঃ ।
 আবন্তমিৎদ্রে শচ্যা ধমংতমপ স্নেহিতীর্নৃমণা অধন্ত ॥ ১৩ ॥
 দ্রপ্সমপশ্রং বিষুণে চরংতমুপহ্বরে নত্বো অংগুমত্যাঃ ।
 নভো ন কৃষ্ণমবতস্থিবাংসমিষ্যামি বো বুধণো যুধ্যতাজৌ ॥ ১৪ ॥

অথ দ্রপো অংশুমত্যা উপস্থেহধারয়ন্তব্যং তিস্রিবাণঃ ।

বিশো ঋদেবীরভ্যা চরন্তীর্বৃহস্পতিনা যুজ্ঞেংদ্রঃ সমাহে ॥ ১৫

ঋং হ ত্যাংসপ্তভ্যো জায়মানোহশক্রভ্যো অভবঃ শক্ররিংদ্র ।

গৃড়্হে জাবাপৃথিবী অববিংদো বিভূমন্ত্যো ভুবনেভ্যো রণং ধাঃ ॥ ১৬ ॥

ঋং হ তাদপ্রতিমানমোজো বজ্রেণ বজ্রিকৃষিতো জঘংথ ।

ঋং শুষ্কস্ত্রাবাতিরো বধত্রৈষ্ণং গা ইংদ্র শচোদবিংদঃ ॥ ১৭ ॥

ঋং হ ত্যাহৃষত চর্যগীনাং যনো বৃত্রাণাং তবিষো বভূধ ।

ঋং সিংধুঁরমৃকস্তস্ততানান্ তমপো অজর্যো দাসপত্নীঃ ॥ ১৮ ॥

স সূক্রতু রণিতা যঃ স্ততেষসুত্তমমু্যর্ধো অহেব রেবান্ ।

য এক ইন্নর্যপাংসি কর্তা স বৃত্রহা প্রতীদত্তমাহঃ ॥ ১৯ ॥

স বৃত্রহেংদ্রচর্যগীধুক্তং সৃষ্টুত্যা হব্যং হবেম ।

স প্রাবিতা মঘবা নোহধিবক্তা স বাজশ্চ শ্রবশ্চ দাতা ॥ ২০ ॥

স বৃত্রহেংদ্র ঋভূকাঃ সন্তো জজ্ঞানো হব্যো বভূব ।

কৃণুন্নপর্ষিসি নর্যা পুরুণি সোমো ন পীতো হব্যঃ সধিত্যঃ ॥ ২১ ॥



নবমং মণ্ডলং

॥ ১০ ॥

ত্র্যরুণত্রসদস্য ॥ পবমানঃ সোমঃ ॥ ১-৩ অনুষ্কু
শ্লিগীলিকমধ্যা । ৪-৯ উধ্ব' বৃহতী ।

১০-১২ বিরাট্ ॥

পর্যু' বু ঐ ধন্ব বাজসাতয়ে পরি বৃত্রাণি সন্ধিগিঃ ।

দ্বিবস্তুরধ্যা ঋগয়া ন জৈয়সে ॥ ১ ॥

অনু হি স্বা স্কৃতং সোম মদামসি মহে সমর্ঘরাজ্যে ।

বাজাঁ অভি পবমান ঐ গাহসে ॥ ২ ॥

অজীজনো হি পবমান সূর্য্যং বিধারে শরুনা পয়ঃ ।

গোজীরয়া রংহমাণঃ পুরংধ্যা ॥ ৩ ॥

অজীজনো অমৃত মর্তেধ্বা ঋতস্ত ধর্মমৃতস্ত চারুণঃ ।

সদাসরো বাজমচ্ছা সনিষ্যদৎ ॥ ৪ ॥

অভ্যতি হি শ্রবসা ততদিথোৎসং ন কং চিজ্জন পানমক্ষিতং ।

শর্যাতিন'ভরমানো গতন্ত্যোঃ ॥ ৫ ॥

আদীং কে চিৎপশুমানাস আপ্যং বস্তুকচো দিব্যা অভ্যানুষত ।

বারং ন দেবঃ সবিতা ব্যর্গতে ॥ ৬ ॥

স্বে সোম প্রথমা বৃকুবর্হিবো মহে বাজায় শ্রবসে ধিরং দধুঃ ।

স স্ব নো বীর বীর্ঘ্যায় চোদয় ॥ ৭ ॥

দিবঃ পীযুষং পূৰ্ব্যং বহুকথ্যং মহো গাহাদিব আ নিরধুকৃত ।
 ইংদ্রমভি জায়মানং সমস্বরন্ ॥ ৮ ॥
 অথ যদি মে পবমান রোদসৌ ইমা চ বিধা ভুবনাতি মজ্জুনা ।
 যুধে ন নিঃষ্ঠা বৃষভো বি তিষ্ঠসে ॥ ৯ ॥
 সোমঃ পুনানো অব্যয়ে বায়ে শিশুন ক্রীড়ৎ পবমানো অক্ষাঃ ।
 সহস্রধারঃ শতবাজ ইংদ্রঃ ॥ ১০ ॥
 এবঃ পুনানো মধুমা ঋতাবেংদ্রায়েংদ্রঃ পবতে স্বাহুক্ৰমিঃ ।
 বাজসনির্বরিবোবিধ্বয়োধাঃ ॥ ১১ ॥
 স পবস্ব সহমানঃ পৃতন্যস্ত্ সেধনুক্ষাংস্তপ তুর্গহাগি ।
 স্বায়ুধঃ সাসহ্বাস্ত্ সোম শত্ৰুন্ ॥ ১২ ॥

১১৩

৫. কশ্যপঃ ॥ পবমানঃ সোমঃ ॥ পংক্তি ॥
 শর্যণাবতি সোমমিংদ্রঃ পিবতু বৃজ্জহা ।
 বলং দধান আত্মনি করিষ্যস্বীৰ্য্যং মহ
 দিংদ্রায়েংদো পরি স্রব ॥ ১ ॥
 আ পবস্ব দিশাং পত আজীকাং সোম মৌঢ়ঃ ।
 ঋতবাকেন স্তোতেন শ্রদ্ধয়া তপসা স্তুত
 ইংদ্রায়েংদোপরি স্রব ॥ ২ ॥
 পর্জন্তবৃদ্ধং মহিষং তং স্বৰ্ষস্ত হৃহিতা ভরৎ ।
 তং পংধৰ্বাঃ প্রত্যগৃভ্ণন্তং সোমে রসমানধু
 রিংদ্রায়েংদো পরি স্রব ॥ ৩ ॥

ঋতং বদন্তু তুহ্যন্ত সত্যং বদন্তু সত্যকর্মন্ ।
 শ্রদ্ধাং বদন্তু সোম রাজক্ষাত্রা সোম পবিকৃত
 ইন্দ্রায়েংদো পরি শ্রব ॥ ৪ ॥
 সত্যমুগ্ধস্ত বৃহতঃ সং শ্রবন্তি সংশ্রবাঃ ।
 সং শ্রন্তি রসিনো রসাঃ পুনানো ব্রহ্মণা হর
 ইন্দ্রায়েংদো পরি শ্রব ॥ ৫ ॥
 যত্র ব্রহ্মা পবমান ছন্দস্তাং বাচং বদন্ ।
 গ্রাব্ণা সোমে মহীয়তে সোমেনানন্দং জনয়
 ঈন্দ্রায়েংদো পরি শ্রব ॥ ৬ ॥
 যত্র জ্যোতিরজস্রং যন্নির্লোকে শ্রহিতং
 তন্নিম্নাং ধেহি পবনানামৃতে লোকে অক্লিত
 ইন্দ্রায়েংদো পরি শ্রব ॥ ৭ ॥
 যত্র রাজা বৈবশ্বতো যত্রাবরোধনং দিবঃ ।
 যত্রামূর্য্যাহবতীরাপস্তত্র মামমৃতং
 কুধীংদ্রায়েং দো পরি শ্রব ॥ ৮ ॥
 যত্রামুকামং চরণং ত্রিনাকৈ ত্রিদিবে দিবঃ ।
 লোকা যত্র জ্যোতিষ্মন্তস্তত্র মামমৃতং
 কুধীংদ্রায়েংদো পরি শ্রব ॥ ৯ ॥
 যত্র কামা নিকামাশ্চ যত্র ব্রহ্মস্ত বিষ্টপং ।
 স্বধা চ যত্র তৃপ্তিচ্চ তত্র মামমৃতং
 কুধীংদ্রায়েংদো পরি শ্রব ॥ ১০ ॥
 যত্রানন্দাশ্চ মোদাশ্চ মুদঃ প্রমুদ আসতে ।
 কামস্ত যত্রাপ্তাঃ কামান্তত্র মামমৃতং
 কুধীংদ্রায়েংদো পরি শ্রব ॥ ১১ ॥

দশমং মণ্ডলং ।

॥ ১৪ ॥

যমঃ ॥ ১-৫, ১৩-১৬ যমঃ । ৬ লিংগোক্ত দেবতা ।

৭-৯ লিংগোক্তদেবতাঃ পিতরো বা । ১০-১২

স্থানো ॥ ১-১২ ত্রিফুপ । ১৩, ১৪, ১৬

অনুফুপ । ১৫ বৃহতী ।

পরেয়িবাংসং প্রবতো মহীরহু বহভ্যঃ পংখামনুপম্পাশানং ।

বৈবস্বতং সংগমনং জনানাং যমং রাজানং হবিষা হুবন্ত ॥ ১ ॥

যমো নো গাতুং প্রথমো বিবেদ নৈষা গব্যুতিন্নপভর্তবা উ ।

যত্রা নঃ পূর্বে পিতরঃ পরেয়ুরেনা জজ্ঞানঃ পথ্যা অনু স্বাঃ ॥ ২ ॥

মাতলী কবৈর্যমো অংগিরোভিবৃহস্পতিঋকৃতির্বাবৃধানঃ ।

যাংচ দেবা বাবৃধূর্ষে চ দেবাস্ত্ স্বাহান্তে স্বধম্নান্তে মদংতি ॥ ৩ ॥

ইমং যম প্রস্তরমা হি সীদাংগিরোভিঃ পিতৃভিঃ সংবিদানং ।

আ হা মংত্রাঃ কবিশস্তা বহংস্বেনারাজনুহবিষামাদন্নশ্ব ॥ ৪ ॥

অংগিরোভিরা গহি যজ্ঞিরেভির্মম বৈরুপৈরিহ মাদন্নশ্ব ।

৫ বিবস্বতং হবে যঃ পিতা তেহস্মিন্ধ্বজ্ঞে বর্হিষ্যা নিবন্ত ॥ ৫ ॥

অংগিরসো নঃ পিতরো নবখা অথর্বাণো ভৃগবঃ সোম্যাসঃ ।

তেষাং বয়ং জুমতো যজ্ঞিয়ানামপি ভজ্রে সৌমন্ত্রসে স্তাম ॥ ৬ ॥

প্রোহি প্রোহি পথিভিঃ পূর্বোভির্যত্রা নঃ পূর্বে পিতরঃ পরেয়ুঃ ।

উতা রাজানো স্বধয়া মদংতা যমং পশ্যাসি বরুণং চ দেবং ॥ ৭ ॥

সং গচ্ছস্ব পিতৃভিঃ সং যমেনেষ্ঠাপূর্তেন পরমে ব্যোমন্ ।
 হিত্বায়াবদ্যাং পুনরন্তমেহি সং গচ্ছস্ব তথা স্তবচাঃ ॥ ৮ ॥
 অপেত বীত বি চ সর্পতাতোহস্মা এতং পিতরো লোকমক্ৰন্ ।
 অহোভিরদ্বিরক্তু ভির্ব্যক্তং যমো দদাত্যবসানমস্মৈ ॥ ৯ ॥
 অতি দ্রব সারমেয়ৌ ঋনৌ চতুরক্ষৌ শবলৌ সাধুনা পথা ।
 অথা পিতৃস্ত স্তুবিদত্রাং উপেহিয়মেন যে সধমাদং মদংতি ॥ ১০ ॥
 যৌ তে ঋনৌ যম রক্ষিতারৌ চতুরক্ষৌ পথিরক্ষৌ নৃচক্ষসৌ ।
 তাভ্যামেনং পরি দেহি রাজস্ত স্বস্তি চান্মা অনমীবাং চ ধেহি ॥ ১১ ॥
 উক্লগসাবস্তুতৃপা উত্থংবলৌ যমস্ত দূতৌ চরতো জনা অহু ।
 তাবশ্নভ্যং দৃশয়ে সূর্য্যায় পুনদাতামস্মন্তেহ ভজং ॥ ১২ ॥
 যমায় সোমং স্তুত্বতশ্চয়মায় জুহতা হবিঃ ।
 যমং হ যজ্ঞো গচ্ছত্যগ্নিদূতো অরংকৃতঃ ॥ ১৩ ॥
 যমায় স্তববদ্ধবিজুহোত প্র চ তিষ্ঠত ।
 স নো দেবেষা যমদীর্ঘমায়ুঃ প্র জীবসে ॥ ১৪ ॥
 যমায় মধুমত্তমং রাজ্ঞে হব্যং জুহোতন ।
 ইদং নম ঋষিভ্যঃ পূর্বজ্ঞেভ্যঃ পূর্বেভ্যঃ পথিকৃত্যঃ ॥ ১৫ ॥
 ত্রিকক্ষক্বেভিঃ পততি বলুবীরেক মিধ্বহং ।
 ত্রিষ্টুব্গায়ত্রী ছন্দাসি সর্বা তা যম আহিতা ॥ ১৬ ॥

॥ ১৫ ॥

শংখো যামায়নঃ ॥ পিতরঃ ॥ ১-১০, ১২-১৪

ত্রিষ্টুপ্ । ১১ জগতী ॥

উদীরতামবর উৎপরাস উন্নধ্যামাঃ পিতরঃ সোম্যাসঃ ।

অন্থং য ঙ্গৈয়ুরবৃকা ঋতজ্ঞান্তে নোহবংতু পিতরো হবেষু ॥ ১ ॥

ইদং পিতৃভ্যো নমো অস্তত্ত্ব যে পূর্বাসো য উপরাস ঙ্গৈষুঃ ।

যে পার্শ্বিবে ঋজস্তা নিষত্তা যে বা নুনং সূবৃজনাসু বিক্ষু ॥ ২ ॥

আহং পিতৃন্তু সূবিদজ্ঞা অবিৎসি নপাতং চ বিক্রমণং চ বিক্ষোঃ ।

বর্হিবদো যে স্বধয়া সূতস্ত ভজংত পিতৃন্তু ইহাগমিষ্ঠাঃ ॥ ৩ ॥

বর্হিবদঃ পিতর উত্য বাগিমা বো হব্যা চকুমা ঙ্গৈষধ্বং ।

ত আ গতাবসা শংতমেনাধা নঃ শং যোররপো দধাত ॥ ৪ ॥

উপল্লুগাঃ পিতরঃ সোম্যাসো বর্হিষ্যেযু নিধিষু শ্রিয়েষু ।

ত আ গমংতু ত ইহ শ্রবংত্বধি ক্রবংতু তেহবংত্বান্ ॥ ৫ ॥

আচ্যা জাহু দক্ষিণতো নিষত্তেমং যজ্ঞমভি গৃণীত বিশ্বে ।

মা হি সিসিষ্ট পিতরঃ কেন চিরো যদ আগঃ পুরুষতা করাম ॥ ৬ ॥

আসীনাসো অরুণীনামুপস্থে রয়িং ধত্ত দাপ্তবে মর্ত্যায় ।

পুত্রেভ্যঃ পিতরস্তত্ত্ব বন্থঃ প্র যচ্ছত ত ইহোজং দধাত ॥ ৭ ॥

যে নঃ পূর্বে পিতর সোম্যাসোহনুহিরে সোমপীথং বসিষ্ঠাঃ ।

তেভির্বমঃ সংররাণো হবীষাশষু শক্তিঃ প্রতিকামমতু ॥ ৮ ॥

যে তাতৃষূর্দেবজা জেহমানা হোত্ৰাবিদঃ স্তোমতষ্ঠাসো অর্কৈঃ ।

অস্মে বাহি সূবিদজ্ঞেভিরবাজ্ সঠৈঃ পিতৃভির্বমসক্তিঃ ॥ ৯ ॥

যে সত্যাসো হবিরদো হবিষ্মা ইংদ্রেণ দেবৈঃ সরথং দধানাঃ ।
 আথে বাহি সহস্রং দেববংশৈদেঃ পঠৈঃ পূর্বৈঃ পিতৃভির্ঘর্মসত্তিঃ ॥ ১০ ॥
 অগ্নিষাত্তাঃ পিতর এহ গচ্ছত সদঃসদঃ সদত স্প্রগ্নীতয়ঃ ।
 অন্তা হবীংষি প্রযতানি বর্হিষ্মথা রশ্মিং সর্ববীরং দধাতন ॥ ১১ ॥
 স্বমথ ঈলিতো জাতবেদোহবাড্ চব্যানি সুরভৌগি কৃষী ।
 প্রাদাঃ পিতৃভ্যঃ স্বধয়া তে অক্ষন্নদ্ধি ঋং দেব প্রয়তা হবীংষি ॥ ১২ ॥
 যে চেহ পিতরো যে চ নেহ ষাংশ্চ বিদ্বা ষা উ চ ন প্রবিদ্বা ।
 ঋং বেথ যতি তে জাতবেদঃ স্বধাভির্ঘজং স্ককৃতং জুযস্ব ॥ ১৩ ॥
 যে অগ্নিদন্ধা যে অনগ্নিদন্ধা মধ্যো দিবঃ স্বধয়া মাদয়ন্তে ।
 তেভিঃ স্বরালস্ননীতিমেতাং যথাবশং তন্মং কল্পয়স্ব ॥ ১৪ ॥

॥ ১৬ ॥

১) দমনো যামায়নঃ ॥ অগ্নিঃ ॥ ১-১০ ত্রিষ্টুপ্ ।

১১-১৪ অনুষ্টুপ্ ॥

মৈনমগ্নে বি দহো মাভি শোচো মাত্ত্ব স্বচং চিক্খিপো মা শরীরং ।
 যদা শৃন্তুং কৃণবো জাতবেদোহথেমেনং প্র হিণুতাংপিতৃভ্যঃ ॥ ১ ॥
 শৃন্তং যদা করসি জাতবেদোহথেমেনং পরি দস্তাংপিতৃভ্যঃ ।
 যদা গচ্ছাতাস্ননীতিমেতামথা দেবানাং বশনীর্ভবাতি ॥ ২ ॥
 সূর্য্যং চক্ষুর্গচ্ছতু বাতমায়া ঙ্মাং চ গচ্ছ পৃথিবীং চ ধর্মণা ।
 অপো বা গচ্ছ যদি তত্র তে হিতমোবধীষু ঐতি তিষ্ঠা শরীরৈঃ ॥ ৩ ॥

অজো ভাগন্তপসা তং তপস্ব তং তে শোচিস্তপতু তং তে অর্চিঃ ।
 যান্তে শিবান্তষো জাতবেদস্তাভিবহ্নৈনং স্কৃতানু লোকং ॥ ৪ ॥
 অব সৃজ পুনরগ্নে পিতৃভ্যো যন্ত আহতশ্চরতি স্বধাভিঃ ।
 আয়ুর্বসান উপ বেতু শেবঃ সং গচ্ছতাং তথা জাতবেদঃ ॥ ৫ ॥
 যন্তে কৃষ্ণঃ শকুন আতুতোদ পিপীলঃ সর্প উত বা স্বাপদঃ ।
 অগ্নিষ্টষ্টিগাদগদং কৃণোতু সোমশ্চ যো ব্রাহ্মণ্য আবিবেশ ॥ ৬ ॥
 অগ্নের্বর্ম পরি গোভির্ব্যয়স্ব সং প্রোগৃষ পীবসা মেদসা চ ।
 নেদ্বা ধুসুর্হরসা জহুর্বাণো দধুগ্বিধক্যৎপর্যংথয়াতে ॥ ৭ ॥
 ইমমগ্নে চমসং মা বি জিহ্বরঃ প্রিয়ো দেবানামুত সোম্যানাং ।
 এষ যশ্চমসো দেবপানস্তস্মিন্দেবা অমৃতা মাদয়ংতে ॥ ৮ ॥
 ক্রব্যাদমগ্নিং প্র হিণোমি দূরং যমরাজো গচ্ছতুঁরিপ্রবাহঃ ।
 ইহৈবায়মিতরো জাতবেদা দেবেভ্যো হবং বহতু প্রজানন্ ॥ ৯ ॥
 যো ঐগ্নিঃ ক্রব্যাত্প্রবিবেশ বো গৃহমিমং পশ্চন্নিতরং জাতবেদসং
 তং হরামি পিতৃযজ্ঞায় দেবং স ঘর্মমিষাৎপরমে সধস্থে ॥ ১০ ॥
 যো অগ্নিঃ ক্রব্যাবাহনঃ পিতৃশ্রদ্ধদৃতাবৃধঃ ।
 প্রেহু হব্যানি বোচতি দেবেভ্যশ্চ পিতৃভ্য আ ॥ ১১ ॥
 উশংতদ্বা নি ধীমহ্যশংতঃ সমিধীমহি ।
 উশন্নুশত আ বহ পিতৃনৃহবিবে অন্তবে ॥ ১২ ॥
 যং স্বমগ্নে সমদহন্তু নিধাপরা পুনঃ ।
 কিয়াংকরত্ রোহতু পাকদূর্বা ব্যাক্ষা ॥ ১৩ ॥
 নীতিকে নীতিকাবতি হ্লাদিকে হ্লাদিকাবতি ।
 বাডুক্যা হু সং গম ইন্নং স্বগ্নিঃ হর্বয় ॥ ১৪ ॥

১৮

সংকুস্মকো যামায়নঃ ॥ ১-৪ মৃত্যুঃ । ৫ ধাতা ৬
 ত্বক্টা । ৯-১৩ পিতৃমেধঃ । ১৪ পিতৃমেধঃ
 প্রজাপতির্বা ॥ ১-১০, ১২ ত্রিকুপু ।
 ১১ প্রস্তারপংক্তিঃ । ১৩ জগতী ।

১৪ অনুকুপু ॥

পরং মৃত্যো অহু পরেহি পংখাং যন্তে স্ব ইতরো দেবধানাং ।
 চক্ৰুন্তে শৃণুতে তে ব্রবীমি মা নঃ প্রজাং রীরিষো মোত বীরান্
 ॥ ১ ॥

মৃত্যোঃ পদং যোশিরংতো যদৈত দ্রাঘীর আয়ুঃ প্রতরং দধানাঃ ।
 আপ্যায়মানাঃ প্রজয়া ধনেন শুদ্ধাঃ পূতা ভবত যজ্ঞিরাসঃ ॥ ২ ॥
 ইমে জীবা বি মৃতৈরাববৃত্রমভুভুদ্রা দেবহুতির্নো অত্ম ।
 প্রাংচো অগাম নৃতয়ে হসায় দ্রাঘীর আয়ুঃ প্রতরং দধানাঃ ॥ ৩ ॥
 ইমং জীবন্তাঃ পরিধিং দধামি মৈবাং হু গাদপরো অর্থমেতং ।
 শতং জীবন্তু শরদঃ পুরুচীরংতমৃত্যুং দধতাং পর্বতেন ॥ ৪ ॥
 যথাহান্তুপূর্বং ভবন্তি যথ ঋতব ঋতুভির্যন্তি সাধু ।
 যথা ন পূর্বমপরো জহাত্যেবা ধাতরাযুংষি কল্পরৈবাং ॥ ৫ ॥
 আ রোহতাযুর্জরসং বৃণানা অহুপূর্বং যতমানা যন্তি ঠ ।
 ইহ ত্বষ্টা সৃজনিমা সজোষা দীর্ঘমায়ুঃ করতি জীবসে বঃ ॥ ৬ ॥
 ইমা নারীরবিধবাঃ সূপত্নীরাংজনেন সর্গিষা সং বিশংতু ।
 অনশ্রবোহনমীবাঃ সুরতা আ রোহন্তু জনয়ো যোনিমগ্রে ॥ ৭ ॥

উদীৰ্ঘ নার্যতি জীবলোকং গতান্নমৈতমুপ শেষ এহি ।
 হস্তগ্রাভক্ত দিধিবোস্তবেদং পত্ন্যর্জনিষ্মমতি সং বভূধ ॥ ৮ ॥
 ধমুইস্তাদাদদানো মৃতস্তান্মৈ ক্ষত্রায় বচসে বলায় ।
 অত্রৈব ষ্মমিহ বয়ং সূবীরা বিশ্বাঃ স্পৃধো অভিমাতীর্জয়েম ॥ ৯ ॥
 উপ সর্প মাতরং ভূমিমেতামুরুব্যাচসং পৃথিবীং স্নশেবাং ।
 উর্গত্রদা যুবতির্দক্ষিণাবত এষা স্বা পাতু নিঋতেরুপস্থ্যং ॥ ১০ ॥
 উচ্চুংচস্ব পৃথিবি মা নি বাধথাঃ স্থপায়নাস্মৈ ভব স্থপবংচনা ।
 মাতা পুত্রং যথা সিচাভোনং ভূম উর্গুহি ॥ ১১ ॥
 উচ্চুংচমানা পৃথিবী স্ত তিষ্ঠতু সহস্রং মিত উপ হি শ্রয়ংতাং ।
 তে গৃহাসো দ্ব্যতশ্চুতো ভবন্তু বিশ্বাহাস্মৈ শরণাঃ সংহত্র ॥ ১২ ॥
 উত্তে স্তভনামি পৃথিবীং স্বংপরীমং লোগং নিদধন্যো অহং রিবং ।
 এত্যাং স্থগাং পিতরো ধারয়ন্তু তেহত্রা যমঃ সাদনা তে মিনোতু
॥ ১৩ ॥

প্রতীচীনে মামহনীষাঃ পর্ণমিবা দধুঃ ।
 প্রতীচীং জগ্রভা বাচমস্বং রশনয়া যথা ॥ ১৪ ॥

॥ ৭৫ ॥

সিংধুক্ৰিৎপ্রৈয়মেধঃ ॥ নদ্যঃ ॥ জগতী ॥

প্র স্ত ব আপো মহিমানমুত্তমং কারুবোচাতি সদনে বিবস্বতঃ ।
 প্র সপ্তসপ্ত ত্রেধা হি চক্রয়ুঃ প্র স্তস্বরীণামতি সিংধুরোজসা ॥ ১ ॥
 প্র তেহরদধরুণো যাতবে পথঃ সিংধো যদ্বাজ্ঞা অভ্যাজবস্বং ।
 ভূম্যা অবি প্রবতা যাসি সাহুনা যদেযামগ্রং জগতামিরজ্যসি ॥ ২ ॥



দিবি নুনো যততে ভূম্যোপর্যনংতং শুভ্রমুদিত্তি তানুনা ।
অভ্রাদিব প্র স্তনয়ন্তি বৃষ্টয়ঃ সিংধুর্যদেতি বৃষভো ন রোহিবৎ

॥ ৩ ॥

অভি ত্বা সিংধো শিশুমিহ্ন মাতরো বাশ্রা অর্ষন্তি পরসেব ধেনবঃ ।
রাজেব যুধ্বা নয়সি হুমিংসিচৌ বদাসামগ্রং প্রবতামিনক্ষসি ॥ ৪ ॥
ইমং মে গংগে যমুনে সরস্বতি শুভ্রজি স্তোমং সচতা পরুক্ষা ।
অসিক্র্যা মরুত্বে বিতস্তমার্জীকীয়ে শৃণুহা স্রবোমরা ॥ ৫ ॥
তৃষ্ঠামরা প্রথমং যাতবে সজ্জুঃ স্রসর্ষা রসয়া খেত্যা ত্যা ।
ত্বং সিংধো কুভরা গোমতীং ক্রুশুং মেহংরা সরথং যাতিরীরসে

॥ ৬ ॥

ঋজীতোনী রুশতীমহিহা পরি জুহাংসি ভরতে রজাংসি ।
অদকা সিংধুরপসামপস্তমাস্থা ন চিত্রা বপুষীব দর্শতা ॥ ৭ ॥
স্বখা সিংধুঃ স্রবথা স্রবাসা হিরণ্যায়ী স্রুতা বাজিনীবতী ।
উর্ণাবতী যুবতিঃ সীলমাবত্যাতি বস্তে স্রভগা মধুরুধং ॥ ৮ ॥
স্রথং রথং যুযুজে সিংধুরশ্বিনং তেন বাজং সনিবদশ্বিরাজৌ ।
মহানৃশ্বশ্ব মহিমা পনশ্বতেহদকশ্বশ্ব শ্বশ্বশসো বিরপ্শিনঃ ॥ ৯ ॥

॥ ৮২ ॥

বিশ্বকর্মা ভোবনঃ । বিশ্বকর্মা ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

চক্ষুষঃ পিতা মনসা হি ধীরো যতমেনে অজ্ঞনন্নয়নানে ।
বদেদংতা অদদৃহংত পূর্ব আদিক্যাবাপৃথিবী অপ্রথোতাং ॥ ১ ॥
বিশ্বকর্মা বিমনা আধিহারা ধাতা বিধাতা পরমোত সংদৃক্ ।
তেষামিষ্টানি সমিধা মদন্তি যত্রা সপ্তঋষীনপর একমাহঃ ॥ ২ ॥

যো নঃ পিতা জনিতা যো বিধাতা ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা ।
 যো দেবানাং নামধা এক এব তং সংপ্রশ্নং ভুবনা যন্ত্যন্তা ॥ ৩ ॥
 ত আয়জ্যন্ত ত্রিবিণং সমস্মা ঋষয়ঃ পূর্বে জরিতারো ন ভূনা ।
 অহর্তে হর্তে রজসি নিষন্তে যে ভূতানি সমকৃণুগ্নিমানি ॥ ৪ ॥
 গরো দিবা পর এনা পৃথিব্যা পরো দেবেভিরসুতৈর্যদন্তি ।
 কং স্বিদগর্তং প্রথমং দধ্র আপো যত্র দেবাঃ সমপশ্যন্ত বিশ্বে ॥ ৫ ॥
 তমিদগর্তং প্রথমং দধ্র আপো যত্র দেবাঃ সমগচ্ছন্ত বিশ্বে ।
 অজস্র নাতাবধ্যোকমর্পিতং যস্মিন্দিগ্ভানি ভুবনানি তসুঃ ॥ ৬ ॥
 ন তং বিদাথ য ইমা জ জানাত্ত্র্যাস্মাকমন্তরং বভূব ।
 নীহারেণ প্রাবৃত্তা জগ্না চাসুতৃপ উক্থশাসচরন্তি ॥ ৭ ॥

৮৫

সূর্য্য সাবিত্রী ॥ ১-৫ সোমঃ । ৬-১৬ সূর্য্যবিবাহঃ ।
 ১৭ দেবাঃ । ১৮ সোমার্কৌ । ১৯ চন্দ্রমাঃ ২০-২৮
 নৃগাং বিবাহমন্ত্রা আশীঃপ্রায়াঃ । ২৯, ৩০
 বধুবাসঃসংস্পর্শনিংদা । ৩১ যক্ষ্যনাশিনী
 দংপত্যোঃ । ৩২-৪৭ সূর্য্য ॥ ১-১৩,
 ১৫-১৭, ২২, ২৫, ২৮-৩৩, ৩৫,
 ৩৮-৪২, ৪৫-৪৭, অনুষ্কুপ্ । ১৪,
 ২৯-২১, ২৩, ২৪, ২৬, ৩৬, ৩৭,
 ৪৪ ত্রিষ্কুপ্ । ১৮, ২৭, ৪৩
 জগতী । ৩৪ উরোরুহতী ॥

সত্যেনোত্তভিতা ভূমিঃ সূর্য্যেণোত্তভিতা দ্যৌঃ ।
 ঋতেনাদিত্যাস্তিষ্ঠংতি দিবি সোমো অধি প্রিতঃ ॥ ১ ॥
 সোমেনাদিত্যা বলিনঃ সোমেন পৃথিবী মহী ।
 অথো নক্ষত্রাণামেবামুপস্থে সোম আহিতঃ ॥ ২ ॥
 সোমং যন্ততে পপিবাশ্রুৎসংপিংসন্ত্যোষধিৎ ।
 সোমং যং ব্রহ্মাণো বিহ্ন' তস্তান্ন তি কশ্চন ॥ ৩ ॥
 আচ্ছবিধানৈশ্চ পিতো বাহঁতৈঃ সোম রক্ষিতঃ ।
 গ্রাব্ণামিচ্ছুগুস্তিষ্ঠসি ন তে অশ্নাতি পার্ধিবঃ ॥ ৪ ॥

যজ্ঞা দেব প্রপিবন্তি তত আ প্যায়সে পুনঃ ।
 বায়ুঃ সোমস্ত রক্ষিতা সমানাং মাস আকৃতিঃ ॥ ৫ ॥
 রৈভ্যাসীদুদেয়ী নারাসংসী স্তোচনী ।
 সূর্য্যায় ভদ্রমিহাসো গাথৈর্যতি পরিকৃতং ॥ ৬ ॥
 চিত্তিরা উপবর্হণং চক্ষুরা অভ্যংজনং ।
 স্তোতৃমিঃ কোশ আনীতদয়াংসূর্য্য পতিং ॥ ৭ ॥
 স্তোমা আসনপ্রতিধয়ঃ কুরীরং ছন্দ ওপশঃ ।
 সূর্য্যায় অশ্বিনা বরাগ্নিরাসীৎপুরোগবঃ ॥ ৮ ॥
 সোমো বধুয়রভবদশ্বিনাস্তামুভা বরা ।
 সূর্য্যং যৎপত্যে শংসংতীং মনসা সবিতাদদাৎ ॥ ৯ ॥
 মনো অস্তা অন আনীদ্যোরাসীহৃত ছদিঃ ॥ ১০ ॥
 শুক্রাবনড়াহাবাস্তাং যদয়াংসূর্য্য গৃহং ॥ ১১ ॥
 ঋক্সাম্যভ্যামভিহিতৌ গাবৌ তে সামনাবিতঃ ।
 শ্রোত্রং তে চক্রে আস্তাং দিবি পংখাশ্চরাচরঃ ॥ ১২ ॥
 শুচী তে চক্রে যাত্যা ব্যানো অক্ষ আহতঃ ।
 অনো মনস্বয়ং সূর্য্যারোহৎপ্রয়তী পতিং ॥ ১৩ ॥
 সূর্য্যায় বহতুঃ প্রাগাৎসবিতা যমবাস্তজৎ ।
 অশ্বাস্ত হস্তংতে গাবোহজুঃশ্রোঃ পযুঃহতে ॥ ১৪ ॥
 যদশ্বিনা পৃচ্ছমানাবসাতং ত্রিচক্রেণ বহতুং সূর্য্যায়ঃ ।
 বিধে দেবা অহু তদ্বামজাননপুত্রঃ পিতরাববৃণীত পুবা ॥ ১৫ ॥
 যদবাতং শুভম্পতী বরেযং সূর্য্যায়ুপ ।
 কৈকং চক্রে বামাসীৎক দেষ্টায় তস্থথুঃ ॥ ১৬ ॥

স্বে তে চক্রে সূর্যে ব্রহ্মাণ ঋতুখা বিহুঃ ।

অধৈকং চক্রং বদগুহা তদন্ধাতয় ইষিহুঃ ॥ ১৬ ॥

সূর্যায়ৈ দেবেভ্যো মিত্রায় বরুণায় চ ।

স্বে ভূতশ্চ প্রচেতস ইদং তেভ্যোহ্ণকরং নমঃ ॥ ১৭ ॥

পূর্বাপরং চরতো মায়য়ৈতো শিশু ক্রীড়ন্তো পরি যাতো অধ্বরং ।

বিশ্বান্ত্রন্তো ভুবনাভিচষ্ট ঋতুঁরন্তো বিদধজ্জায়তে পুনঃ ॥ ১৮ ॥

নবোনবো ভবতি জায়মানোহুহ্মাং কেতুরুষসামেতাগ্রং ।

ভাগং দেবেভ্যো বি দধাত্যায়ন্ প্র চন্দ্ৰমাস্তিরতে দীর্ঘমায়ুঃ ॥ ১৯ ॥

স্বকিংশু কং শন্নলিং বিশ্বরূপং হিরণ্যবর্ণং সূবৃতং সূচক্রং ।

আ রোহ সূর্যে অমৃতশ্চ লোকং শ্রোণং পত্যো বহতুং কৃণুষ ॥ ২০ ॥

উদীর্ঘাতঃ পতিবন্তী হেযা বিশ্বাবসুং নমসা গীর্ভিরীলে ।

অগ্রামিচ্ছ পিতৃষদং ব্যক্তাং স তে ভাগো জহুযা তশ্চ বিদ্ধি ॥ ২১ ॥

উদীর্ঘাতো বিশ্বাবসো নমসেলামহে ত্বা ।

অগ্রামিচ্ছ প্রফর্ব্যং সং জায়াম পত্যা সৃজ ॥ ২২ ॥

অনুক্রুরা ঋজবঃ সংতু পংখা যেভি সখায়ো যংতি নো বরেষং ।

সমর্ঘমা সং ভগো নো নিনীয়াৎসং জাম্পতাং সুরমমন্ত দেবাঃ ॥ ২৩ ॥

প্র ত্বা মুংচামি বরুণশ্চ পাশাশ্চেন ত্বাবশ্রাৎসবিতা সূশেবঃ ।

ঋত শ্চ যোনৌ সূকৃতশ্চ লোকহরিষ্টাং ত্বা সহ পত্যা দধামি ॥ ২৪ ॥

প্রেতো মুংচামি নামুতঃ সূবদ্ধামমৃতঙ্করং ।

যথেন মিংজ মীচুঃ সূপুত্রা সূভগাসতি ॥ ২৫ ॥

পূযা স্বেতো নয়তু হস্তগৃহাশ্বিনা ত্বা প্র বহতাং রথেন ।

গৃহান্গচ্ছ গৃহপত্নী যথাসো বশিনী ঋং বিদধমা বদাসি ॥ ২৬ ॥

ইহ প্রিয়ং প্রজয়া তে সমুধ্যতামশ্বিনগৃহে গার্হপত্যায় আগৃহি ।

এনা পত্যা তবং সং সৃজস্বাধা জিত্বী বিদধমা বদাধঃ ॥ ২৭ ॥

নীললোহিতং ভবতি কৃত্যাসক্তিব্যজাতে ।

এধংতে অস্তা জাতয়ঃ পতিংবংধেষু বধ্যতে ॥ ২৮ ॥

পর্য দেহি শামুলাং ব্রহ্মভ্যো বি ভজা বহু ।

কৃত্যেবা পদতী ভূব্যা জায়া বিশতে পতিং ॥ ২৯ ॥

অশ্রীরা তনূর্ভবতি কুশতী পাপরামুয়া ।

পতিংবদধোবাসসা স্বমংগমভিধিৎসতে ॥ ৩০ ॥

যে বধ্বশ্চংদ্রং বহতুং যক্ষা যংতি জনাদহু ।

পুনস্তাশ্রজিয়া দেবা নয়ন্তু যত আগতাঃ ॥ ৩১ ॥

মা বিদন্পরিপংখিনো য আসীদংতি দংপতী । ৬

সুগেতিহুর্গমতীতামপ জাংদ্বরাতয়ঃ ॥ ৩২ ॥

সুমংগুলারিয়ং বধূরিমাং সমেত পশ্রুত ।

সৌভাগ্যমশ্বে দদ্বারাখাস্তং বি পরেতন ॥ ৩৩ ॥

ভৃষ্টমেতৎকটুকমেতদপাষ্টবর্ষিববর্ষৈতদন্তবে ।

সূর্য্যং যো ব্রহ্মা বিজ্ঞাৎস ইদ্বাধূয়মর্হতি ॥ ৩৪ ॥

আশসনং বিশসনমথো অধিবিকর্তনং ।

সূর্য্যায়ঃ পশ্রু রূপাণি তানি ব্রহ্মা তু শুংধতি ॥ ৩৫ ॥

গৃভ্ণামি তে সৌভগদ্বায় হস্তং ময়া পত্যা জরদষ্টির্ধাসঃ ।

ভগো অর্বমা সবিতা পুরংধির্মহং দ্বাহুর্গার্হপত্যায় দেবাঃ ॥ ৩৬ ॥

তাং পূষ্ণিবতমামেরয়স্ব যস্তাং বীজং মনুষ্যা বশংতি ।

যা ন উরু উশতী বিশ্রাতে যস্তামুশংতঃ প্রহরাম শেপং ॥ ৩৭ ॥

তুভ্যমগ্রে পর্যবহন্ত্ সুৰ্বাং বহতুনা সহ ।

পুনঃ পতিভ্যো জায়াং দা অগ্রে প্রজয়া সহ ॥ ৩৮ ॥

পুনঃ পত্নীমগ্নিরদাদায়ুবা সহ বচসা ।

দীর্ঘায়ুরস্তা ষঃ পতির্জীবাতি শরদঃ শতং ॥ ৩৯ ॥

সোমঃ প্রথমো বিবিদে গন্ধর্বো বিবিদ উত্তরঃ ।

তৃতীয়ে অগ্নিষ্টে পতিস্তরীয়স্তে মনুব্যজাঃ ॥ ৪০ ॥

সোমো দদদগাংধর্বায় গন্ধর্বো দদদগ্নয়ে ।

রয়িং চ পুত্রাংশ্চাদাদগ্নিমহমথো ইমাং ॥ ৪১ ॥

ইতৈব স্তং মা বি যৌষ্টং বিশ্বমায়ুর্বান্মৃতং ।

ক্রীড়ন্তৌ পুত্রৈন'প্ত্ ভির্মোদমানৌ শ্বে গৃহে ॥ ৪২ ॥

আ নঃ প্রজাং জ্ঞাতু প্রজাপতিরাজরসায় সমনন্তুৰ্যমা ।

অহর্মংগলীঃ পতিলোকমা বিশ শং নো ভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে

॥ ৪৩ ॥

অঘোরচক্ষুরপতিঘ্নোধি শিবা শশুভ্যঃ স্তমনাঃ সুবর্চাঃ ।

বীরসুর্দেবকামা স্তোনা শং নো'ভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে ॥ ৪৪ ॥

ইমাং ত্রিমিঞ্জ মীঢ়ঃ স্পুত্রাং স্তভগাং কৃণু ।

দশাশ্ভাং পুত্রানা ধেহি পতিমেকাদশং কৃধি ॥ ৪৫ ॥

সম্রাজ্ঞী স্বপ্তরে ভব সম্রাজ্ঞী স্বপ্ত্রাং ভব ।

ননাংদরি সম্রাজ্ঞী ভব সম্রাজ্ঞী অধি দেবৃষু ॥ ৪৬ ॥

সমংজংতু বিধে দেবাঃ সমাপো হৃদয়ানি নৌ ।

সং মাতরিখা সং ধাতা সমু দেহী দধাতু নৌ ॥ ৪৭ ॥

॥ ১২১ ॥

হিরণ্যগর্ভঃ প্রাজাপত্যঃ ॥ কঃ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে ভূতস্ত জাতঃ পতিরেক আসীৎ ।

স দাধার পৃথিবীং ত্বামুতেমাং কন্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ১ ॥

য আত্মদা বলদা যস্ত বিশ্ব উপাসতে প্রশিষং যস্ত দেবাঃ ।

যস্ত ছায়ামৃতং যস্ত মৃত্যুঃ কন্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ২ ॥

যঃ প্রাণতো নিমিষতো মহিষৈক ইজ্রাজা জগতো বভূব ।

য ঙ্গেশে অস্ত বিপদশচতুষ্পদঃ কন্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৩ ॥

যন্তেমে হিমবন্তো মহিষা যস্ত সমুদ্রং রসয়া সহাঃ ।

যন্তেমাঃ প্রদিশো যস্ত বাহু কন্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৪ ॥

যেন ত্বোক্রাণা পৃথিবী চ দৃড়্হা যেন স্বঃ স্তভিতং যেন নাকঃ ।

যো অংত্রিকে রজসো বিমানঃ কন্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৫ ॥

যং ক্রন্দসী অবসা তন্তুভানে অভ্যেক্তেতাং মনসা রেজমানে ।

যজাধি নূর উদিতো বিভাতি কন্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৬ ॥

আপো হ যদ্বৃহতীর্বিষ্মায়নগর্ভং দধানা জনয়ন্তীরমিৎ ।

ততো দেবানাং সমবর্ততান্নরেকঃ কন্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৭ ॥

যশ্চিদাপো মহিনা পর্যাপশ্রদকং দধানা জনয়ন্তীর্থজাং ।

যো দেবেষধি দেব এক আসীৎ কন্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৮ ॥

মা নো হিংসীজ্জনিতা যঃ পৃথিব্যা যো বা দিবং সত্যধর্ম্য জজ্ঞান ।

যশ্চাপশ্চংত্রা বৃহতীর্জজ্ঞান কন্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৯ ॥

জজ্ঞাপতে ন ত্বদেতাভ্যন্তো বিশ্বা জাতানি পরি তা বভূব ।

যংকামান্তে জুহুমন্তয়ো অস্ত বরং স্তাম পতয়ো রয়ীণাং ॥ ১০ ॥

॥ ১২৯ ॥

প্রজাপতিঃ পরমেষ্ঠী ॥ ভাববৃত্তং ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

নাসদাসীন্মো সদাসীত্তদানীং নাসীজ্জো নো ব্যোমা পরো যৎ ।

কিমাবরীবঃ কুহ কস্ত শর্মন্নঃতঃ কিমাসীদ্ধাহনং গভীরং ॥ ১ ॥

ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহু আসীৎপ্রকেতঃ ।

আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাক্তান্নর পরঃ কিং চনাস ॥ ২ ॥

তম আসীত্তমসা গৃড়্‌হমগ্রেহপ্রকেতং সলিলং সর্বমা ইদং ।

তুচ্ছোনাভুপিহিতং যদাসীত্তপসস্তন্মহিনাজায়তৈকং ॥ ৩ ॥

কামস্তদগ্রে সমবর্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ ।

সতো বংধুমসতি নিরবিদন্‌জ্জদি প্রতীযা কবয়ো মনীষা ॥ ৪ ॥

তিরশ্চীনো বিততো রশ্মিরেষামধঃ শ্বিদাসীদুপরি শ্বিদাসীৎ ।

রেতোধা আসন্নহিমান আসন্ত স্বধা অবস্তাৎপ্রযতিঃ পরস্তাৎ ॥ ৫ ॥

কো অন্ধা বেদ ক ইহ প্র বোচৎকুত আজাতা কুত ইয়ং বিষ্টিঃ ।

অর্বাগ্‌দেবা অস্ত বিসর্জনেনাথা কো বেদ যত আবভূব ॥ ৬ ॥

ইয়ং বিসৃষ্টিযত আবভূব যদি বা দধে যদি বা ন ।

যো অস্তাধ্যাক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ত্‌সো অংগ বেদ যদি বা ন বেদ ॥ ৭ ॥

॥ ১২১ ॥

সংবননঃ ॥ ১ অঘিঃ । ২-৪ সংজ্ঞানং ॥ ১, ২, ৪

অমুষ্কপ্ । ৩ ত্রিষ্কপ্ ॥

সংসমিছ্যবসে বৃষন্নগ্নে রিখাশ্বর্ষ আ ।

ইলম্পদে সমিধ্যাসে স নো বহুত্যা ভর ॥ ১ ॥

ସଂ ଗଚ୍ଛନ୍ଧ୍ୟଂ ସଂ ବଦନ୍ଧ୍ୟଂ ସଂ ବୋ ମନାଂସି ଜ୍ଞାନତାଂ ।

ଦେବା ଭାଗଂ ଯଥା ପୂର୍ବେ ସଂଜ୍ଞାନାନା ଉପାସତେ ॥ ୨ ॥

ସମାନୋ ଷଂଦ୍ରଃ ସମିତିଃ ସମାନୀ ସମାନଂ ମନଃ ସହ ଚିନ୍ତୟେଷାଂ ।

ସମାନଂ ଷଂଦ୍ରମଭି ଷଂଦ୍ରୟେ ବଃ ସମାନେନ ବୋ ହବିଷା ଭୁହୋମି ॥ ୩ ॥

ସମାନୀ ବ ଆକୃତିଃ ସମାନା ହୃଦୟାନି ବଃ ।

ସମାନମନ୍ତ୍ର ବୋ ମନୋ ଯଥା ବଃ ଅସହାସତି ॥ ୪ ॥

শুক্লযজুৰ্বেদ সংহিতা ।

পিণ্ড পিতৃ-যজ্ঞ ।

অগ্নয়ে কব্যাবাহনায় স্বাহা সোমায় পিতৃমতে স্বাহা ।

অপহতা অনুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ ॥ ২৯ ॥

যে রূপাণি প্রতিমুঞ্চমানা অনুরাঃ স স্তবঃ স্বধয়া চরন্তি ।

পর। পুরো নিপুরো যে ভরন্ত্যগ্নিষ্টান্ লোকাং প্রণুদাত্যাম্ ॥ ৩০ ॥

অত্র পিতরো মাদয়ধ্বং যথা ভাগমাবুষায়ধ্বম্ ।

অমৌদন্ত পিতরো যথাভাগমাবুষায়িষত ॥ ৩১ ॥

নমো বঃ পিতরো রসায় নমো বঃ পিতরঃ

শোষায় নমোঃ বঃ পিতরো জীবায় ।

নমো বঃ পিতরঃ স্বধাতৈ নমো বঃ পিতরো ঘোষায় ।

নমো বঃ পিতরো মন্তবে নমো বঃ

পিতরঃ পিতরো নমো বো গৃহায়ঃ

পিতরো দত্ত সতো বঃ পিতরো

দেতৈ তধ্বঃ পিতরো বাস আধত্ত ॥ ৩২ ॥

আধত্ত পিতরো গৰ্ভকুমারং পুরুষং স্বজম্ ।

যথে হ পুরুষো সৎ ॥ ৩ ॥

উর্জং বহন্তীরমৃতং ঘৃতং পন্নঃ কীলালং পরিষ্কৃতম্ ।

স্বধাস্থ তর্পয়ত মে পিতৃন ॥ ৩৪ ॥

শতরুদ্রিয়ো বা রুদ্রাধ্যায়ঃ ।

নমস্তে রুদ্র মন্তব উতোত ইষবে নমঃ । বাহভ্যামুততে নমঃ ॥ ১

যাতে রুদ্র শিবাতনুরঘোরা পাপকাশিনী ।

তয়া নন্তব্রাশান্ত ময়া গিরিশস্তাভিচাকাশীহি ॥ ২

যামিবুজ্জিরিশস্ত হস্তে বিভর্যস্তবে ।

শিবাজিরিত্ত তাক্কু মা হিংসীঃ পুরুষজগৎ ॥ ৩

শিবেন বচসা জাগিরিশাচ্ছাবদামসি ।

বধা নঃ সৰ্বমিজ্জগদ্ যন্তং স্তমনা অসৎ ॥ ৪

অধ্যাবোচদধি বক্তা প্রথমোদৈব্যো ভীষক্ ।

অহীশ্চ সৰ্বাজ্জন্তরন্ত্ সৰ্বাশ্চ যাতুধাত্তোধরাচী পরাস্তব ॥ ৫

অসৌ যন্তাত্তোহরুণ উত বক্র স্তমঙ্গলঃ ।

যে চৈনং রুদ্রা অভিতো দিক্শু স্ত্রিতাঃ সহস্রশো বৈবাং হেড়

ইমহে ॥ ৬

অসৌ যোবসর্পতি নীলগ্রীবো বিলোহিতঃ ।

উতেনদোপা অদৃশন্নদৃশুদহার্য্যঃ স দৃষ্টো বৃড়য়াতি নঃ ॥ ৭

নমস্ত নীলগ্রীবায় সহস্রাক্ষায় যীড়্ হষে ।

অথো যে অস্ত সত্বানো হস্তভ্যো করন্নমঃ ॥ ৮

প্রমুঞ্চ ধন্বনস্তমুতরোরাত্তে অ্যাম্ ।

যাশ্চতেহস্ত ইষবঃ পরাতা ভগবোবপ ॥ ৯

বিজ্যাক্কনুঃ কপর্দিনো বিশল্যো বাণবা উত ।

অনেশন্নস্ত বা ইষবঃ আভূন্নস্ত নিবদধিঃ ॥ ১০

যাতে হেতিঋতুঋতু হস্তে বভূব তে ধমুঃ ।

তয়াশ্বান্ বিস্বতস্তমযশ্বয় পরিভূজ ॥ ১১

পরিতে ধ্বনো হেতিরশ্বান্ বৃণক্তু বিস্বতঃ ।

অথো য ইষুধিস্তবারে অশ্বগ্নিধেহিতং ॥ ১২

অবতত্য ধনুষ্ঠং সহস্রাক্ষ শতেষুধে ।

নিশীৰ্য্য শল্যানাংমুখা শিবো নঃ স্তমনা ভব ॥ ১৩

নমস্ত আয়ুধায়ানাতায় ধুম্রবে ।

উভাভ্যামুততে নমো বাহভ্যাস্তব ধ্বনে ॥ ১৪

মা নো মহাস্তমুতমানো অৰ্ভকশ্বান উক্সস্তমুতমান উক্সিতং ।

মানো বধীঃ পিতরশ্বোতমাতরশ্বা নঃ প্রিযাস্তবো রুদ্র রীরিষঃ

॥ ১৫

মানস্তোকে তনয়ে মান আয়ুষি মা নো গোষু মানো অশ্বেষু

মানো বীরান্ রুদ্রভামিনো বধীর্হবিয়ন্তঃ স দমিত্বা হবামহে ॥ ১৬

অথর্ববেদসংহিতা ।

প্রথমং কাণ্ডং ।

ইন্দ্রঃ । ২১ সূক্তং ।

স্বস্তিনা বিশাং পতি বৃজ্রহা বিমূধো বগী ।
বৃষেক্সঃ পুর এতু নঃ সোমপা অভয়ং করঃ ॥ ১
বি ন ইন্দ্র মূধো জহি নীচা বচ্ছ প্ততন্ততঃ ।
অধমং গময়া তমো যো অশ্বা অভিদাসতি ॥ ২
বি রক্ষো বি মূধো জহি বি বৃজ্রস্ত হনু ক্রজ ।
বি মন্থামিঞ্জ বৃজ্রহরমিজ্রস্তাভিদাসতঃ । ৩
অপেক্স দ্বিবতো মনোহপ জিজ্যাসতোবধম্ ।
বি মহচ্ছর্ম যচ্ছ বরীয়ো যাবয়া বধম্ ॥ ৪

দ্বিতীয়ং কাণ্ডং ।

অগ্নিঃ । ১৯ সূক্তং ।

অগ্নে যন্তে তপন্তেন তংপ্রতিতপ যোহস্মান্দেষ্টি যং বয়ং দ্বিয়ঃ ।
অগ্নে যন্তে হরন্তেন তংপ্রতি হর যোহস্মান্দেষ্টি যং বয়ং দ্বিয়ঃ ॥ ২
অগ্নে যন্তেহর্চিস্তেন তং প্রত্যর্চ যোহস্মান্দেষ্টি যং বয়ং দ্বিয়ঃ ॥ ৩
অগ্নে যন্তে শোচিস্তেন তংপ্রতি শোচ যোহস্মান্দেষ্টি যং বয়ং দ্বিয়ঃ ॥ ৪
অগ্নে যন্তে তেজস্তুেন তমতেজসং কৃণু যোহস্মান্দেষ্টি যং বয়ং দ্বিয়ঃ ॥ ৫

চতুর্থঃ কাণ্ডঃ ।

বরুণঃ । ১৬ সূক্তঃ ।

বৃহন্নৈষামধিষ্ঠাতাস্তিকা দিব পশ্চতি ।

য স্তায়ন্নত্নতে চরন্ত্ সর্বং দেবা ইদং বিহুঃ ॥ ১ ॥

যন্তিষ্ঠতি চরতি যচ্চ বঞ্চতি যো নিলায়ং চরতি যঃ প্রতঙ্কম্ ।

হো সংনিষত্ত যন্নস্তয়েতে রাজা তব্বেদ বরুণ স্তৃতীরঃ ॥ ২ ॥

উতেয়ং ভূমি বরুণস্ত রাজ্ঞ উতাসৌ হৌ বৃহতী দূরে অস্তা ।

উতো সমুদ্রৌ বরুণস্ত কুক্ষৌ উতান্নিন্নন্ন উদকে নিলীনঃ ॥ ৩ ॥

উত যো ঞ্চামতি সর্পাৎ পরস্তান্ন স মুচ্যাতৈ বরুণস্ত রাজ্ঞঃ ।

দিব স্পশঃ প্র চরন্তী দমস্ত সহস্রাক্ষা অতি পশ্চস্তি ভূমিম্ ॥ ৪ ॥

সর্বং তদ্রাজা বরুণো বি চষ্টে যদন্তরা রোদসী যৎ পরস্তাৎ ।

সংখ্যাতা অস্ত নিমিষো জনানামক্ষানিব স্বস্রী নি মিনোতি তানি ॥ ৫ ॥

যে তে পাশা বরুণ সপ্ত সপ্ত ত্রেধা তিষ্ঠন্তি বিধিতা ক্রশন্তঃ ।

সিনন্ত সর্বে অন্তং বদন্তঃ যঃ সত্যবান্ভতি তং সহজন্ত ॥ ৬ ॥

ষষ্ঠঃ কাণ্ডঃ ।

সূর্য্যঃ । ৩১ সূক্তঃ ।

আয়ং গোঃ পৃথ্বিরক্রমীদসদান্নাতরংপুরঃ ।

পিতরং চ প্রযন্ত্ স্বঃ ॥ ১ ॥

ଅନ୍ତଃସ୍ଥରାତି ଯୋଚନାନ୍ତ୍ର ପ୍ରାଣାଦପାନତଃ ।

ବ୍ୟାଧ୍ୟାନ୍ନାହିୟଃ ଅଃ ॥ ୨

ତ୍ରିଂଶଦ୍ଭାଗା ବି ରାଜ୍ଞତି ବାକ୍ପତଜ୍ଞୋ ଅଧିଷ୍ଠିତଃ ।

ପ୍ରତି ବସ୍ତୋରହତ୍ତୁଭିଃ ॥ ୩

ଉନବିଂଶଂ କାଣ୍ଡଃ ।

ଉଷା । ୧୨ ସୂକ୍ତଂ ।

ଉଷା ଅପ ନୁହନ୍ତମଃ ସଂ ବର୍ତ୍ତୟତି ବର୍ତ୍ତନିଂ ସୁଜାତତ୍ରା ।

ଅଗ୍ରା ବାଜଃ ଦେବହିତଂ ସନେମ ମଦେମ ଶତହିମାଃ କୁବୀରାଃ ॥ ୧

-(୧)-

ସମାପ୍ତା ।

বেদসংহিতা ।

(সংক্ষিপ্ত)

ঋগ্বেদসংহিতা ।

প্রথম মণ্ডল ।

১ সূক্ত ।

অগ্নি দেবতা । বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা ঋষি ।

স্তব করি পুরোহিত (১) অগ্নি দেবতার(২),

যজ্ঞের ঋত্বিক হোতা বৃদ্ধ-প্রদাতায় । ১

প্রাচীন নবীন যত ঋষির প্রার্থিত ;—

করুন দেবতাগণে হেথা উপনীত । ২

(১) অগ্নি না হইলে যজ্ঞ হয় না একমুখ ঋগ্বেদে অনেক স্থলে অগ্নিকে পুরোহিত বলা হইয়াছে ।

(২) অগ্নি নানা নামে প্রাচীন জাতিদিগের উপাস্ত ছিলেন । অতর নামে ইরানীয়দিগের মধ্যে, হেফাইষ্ট (Hephaistos), প্রমথ (Prometheus) এবং ফরন্য (Phoroneus) নামে গ্রীকদিগের মধ্যে এবং উল্কা (Vulcan) নামে রোমকদিগের মধ্যে উপাসিত হইতেন । লাতিন দিগের Ignis সূক্ত

অগ্নি দেন দিনে দিনে বর্দ্ধমান ধন ;
 তাহাতেই করে বীৰ্যা, বশ আনায়ন । ৩
 যে যজ্ঞের সর্বদিকে অগ্নে ! তব বাস ;
 সে যজ্ঞ নিশ্চয় যার দেবতাসঙ্কাশ । ৪
 অগ্নি হোতা, সিদ্ধকর্মা, সত্য, যশোপেত ;
 আত্মন সে দেব, সব দেবতা সমেত । ৫
 যজ্ঞমানে তুমি অগ্নে ! কর যে মঙ্গল ;
 হে অগ্নির ! (১) সে মঙ্গল তোমার কেবল ।
 দিনে দিনে দিবারাত্র মনের সহিত,
 ভবদীয় কাছে মোরা নত উপস্থিত । ৭
 অমৃতরক্ষক, দীপ্ত, প্রণমি তোমার,
 যজ্ঞের শোভন, বৃদ্ধ যজ্ঞের শালায় ; ৮
 পিতা যথা পুত্রে তথা আমাদের প্রতি
 অধিগম্য হও ; কর স্বত্তি, অবস্থিতি । ৯

দিগের Ogni এবং ইংরেজদের Angel শব্দ অগ্নিশব্দের রূপান্তর
 মাত্র । কোরাণোক্ত কেরেস্তা শব্দ বাহাতে আগ্নেয় দেহধারী এক প্রকার জীব
 বুঝায় তাহাও যবিষ্ঠ বা (Hephaistos) শব্দের সদৃশ বলিয়া অনুমিত হই-
 তেছে ।

(১) “অগ্নির অঙ্গারঃ” বাক্য । এ অর্থে অঙ্গার হইতে অগ্নির উৎপত্তি
 হেতু অগ্নিকে অগ্নিরা বলা হইয়াছে বুঝায় । কিন্তু অগ্নির নামে একটা ঋষি-
 বংশও ছিল ; তাহার অগ্নিপুত্র অনেকটা প্রচার করিয়াছিলেন সেহেতু
 ঋষির নামে অগ্নিরা বলা সম্ভব ।

বেদসংহিতা ।

৭ সূক্ত ।

ইন্দ্র (১) দেবতা । বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা ঋষি ।

গাথা দ্বারা গাথিগণ, অর্কে অর্কিগণ,
বাণীতে বাণীরা করে ইন্দ্রের স্তবন(২) । ১
বাক্যের ইন্দ্রিতে রথে ঘুড়ি হরিষ্মন,
মিশ্রিত সবের সাথে বজ্রী হিরণ্ময় । ২
বহুদূর দর্শনার্থে সূর্য্যকে গগনে
স্থাপিলেন, গিরি তাই জড়িত কিরণে । ৩
রক্ষা কর আমাদিগে অমোঘ রক্ষণে
রণে, উজ্জ্বল ইন্দ্র ! বহু ধনযুক্ত রণে । ৪
আমাদের মিত্র ইন্দ্র বৃদ্ধে বজ্রধারী,
অল্লাধিক ধন জন্ত স্তব করি তাঁরি । ৫
না-শব্দ কখন, সর্ব ফলের প্রদাতা !
কর নাই, মেঘ-দ্বার খোল বৃষ্টিদাতা । ৬
প্রযুক্ত বিভিন্ন দেবে যে সকল স্তব,
কি স্তব করিব আমি, ইন্দ্রের সে স্তব । ৭

(১) ইন্দ্র খাডু বর্ষণে । ইন্দ্র অর্ধে বৃষ্টিদাতা আকাশ । প্রাচীন আর্যেরা
আকাশকে “দ্যুঃ” “বরুণ” প্রভৃতি নামে উপাসনা করিতেন; ভারতীয়
আর্যেরাই কেবল বৃষ্টিপ্রদ আকাশকে “ইন্দ্র” নামে উপাসনা করিতেন ।

(২) গাথী—উদ্গাতা; অর্ক—অর্চন হেতু মন্ত্রোপেত হোতা; বাণী—
বহুভাষা বাক্য যুক্ত অর্থাৎ commanding priest । অর্ক—সূর্য বা মন্ত্র ।

বৃষ যথা যুখে গিরা করে বলবান,
 বিনা বাক্যে তথা নরে করেনে জ্ঞান । ৮
 একাকী যে ইন্দ্র, যত মানব ও ধন
 এবং পঞ্চ ক্রিতি(১)'পরি করেনে শাসন । ৯
 তোমাদের হিতকল্পে, সর্বজন' পরি,
 তিনি আমাদেরি, তাঁরে আবাহন করি । ১০

(১) পঞ্চক্রিতি শব্দে চারি জাতি ও নিষাদ সারণ এইরূপ অনুভব করেন । কিন্তু পণ্ডিত রমানাথ স্বরস্বতী এই সম্বন্ধে বাহা বলিয়াছেন তাহা এই ;—
 “প্রাচীন কালে ইদানীন্তন জাতিভেদের কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না । * * * ক্রিতিশব্দে কিরূপে জাতি বা বর্ণ বুঝাইবে ? ক্রিতি শব্দের অর্থ স্থান, ভূভাগ । * * * আমার বোধ হয় যে পঞ্জাব দেশের পঞ্চভূভাগ যে স্থানে আৰ্যেরা প্রথম বাস করিয়াছিলেন তাহাই এইমন্ত্রে উল্লিখিত হইতেছে ।”
 আচার্য্য মোক্ষমূলরের মত এই :—If then with all the documents before us we ask the question does caste as we find it now in Manu and at the present day form part of the most ancient religious teaching of the Vedas ? We can answer with a decided no. There is no authority whatever in the hymns of the Veda for the complicated system of the caste, no authority for the offensive privileges claimed by the Brahmans and no authority for the degraded position of the Sudras. There is no law to prohibit the different classes of people from living together, from eating and drinking together, no law to prohibit the marriage of the people belonging to the different castes. No law to brand the offspring of such marriages with an indelible stigma. Caste as now understood is not a Vedic institution and in disregarding the rules of caste no command of the real Veda is violated.

১৮ সূক্ত ।

১—৩ ব্রাহ্মণস্পতি । ৪ ব্রাহ্মণস্পতি, ইন্দ্রও সোম । ৫ ব্রাহ্মণ-
স্পতি ও দক্ষিণা । ৬—৮ সদসস্পতি । ৯ সদসস্পতি বা নরাশংস ।

কণ্ণের পুত্র মেধাতিথি ঋষি ।

যজ্ঞমানে খ্যাত কর হে ব্রাহ্মণস্পতে !
কক্ষীবান ঔশিজ বিখ্যাত যেই মতে । ১
ধনবান, রোগহর, বসুপুষ্টিদাতা,
করুণা করুন ত্বরা সে ফলপ্রদাতা । ২
নিম্নুকের হিংসা নিন্দা আমাদিগে যেন,
না স্পর্শে ব্রাহ্মণস্পতে রক্ষা কর হেন । ৩
বঁাহাকে ব্রাহ্মণস্পতি, সোম, মঘবান
সদয়, সেবীর নাহি পরাভব পান । ৪
রক্ষহ ব্রাহ্মণস্পতে পাপ হ'তে তাঁরে ;
ইন্দ্র, সোম, দক্ষিণাও রক্ষুন তাঁহারে । ৫
সদসস্পতিরে (২) মেধা যাচিয়াছি আমি ;—
ইন্দ্র-প্রিয়, কাম্যাত্মক, তিনি ধনস্বামী । ৬
যাঁর দয়া ভিন্ন যজ্ঞ না হয় সফল
বিদ্বানেয়ো, তিনি ব্যাপ্ত ধীশক্তি সকল । ৭

(১) ব্রহ্ম শব্দের অর্থ স্তুতি বা প্রার্থনা, হুতরাং ব্রাহ্মণসস্পতি অর্থে স্তুতি-
দেবতা ।

(২) অগ্নির নাম বিশেষ ।

হব্যাদাতা মজল, যজ্ঞের সমাপন,
 তাঁহার কৃপায় পান স্তুতি দেবগণ । ৮
 দেখিয়াছি নরাশংসে (১) আকাশের প্রায়,
 তেজোগূর্ণ, সুবিখ্যাত বিক্রম প্রভায় । ৯

২২ সূক্ত ।

১—৪ অশ্বিনয় (২) । ৫—৮ সবিতা । ৯—১০ অগ্নি । ১১ দেবীগণ ।
 ১২ ইন্দ্রাণী, বরুণানী ও আশ্বিনী । ১৩, ১৪ ছাবা পৃথিবী । ১৫
 পৃথিবী । ১৬ বিষ্ণু বা দেবগণ । ১৭—২১ বিষ্ণু ।

কণ্ঠের পুত্র মেধাতিথি ঋষি ।

প্রাতঃসূক্ত অশ্বিনয়ে কর জাগরিত,
 আসিবারে যজ্ঞাগারে সোমরসপানে ; ১
 (১) সূন্দর রথের রথী স্বর্গে অবস্থিত—
 ডাকিতেছি তাঁহাদিগে বিহিত বিধানে । ২
 মধুমতী নৃত্যবতী কশার (৩) সহিত,
 এসে সিন্ত কর যজ্ঞ দেব অশ্বিনয় । ৩

(১) ইহাও একটি অগ্নির রূপ অর্থ নরাশংসিত । প্রাচীন ইরানীয় দিগের
 ধর্মপুস্তকে এই নরাশংস নাম নৈর্ব্যসজ্ঞ ভাবে দেখিতে পাওয়া যায় ।

(২) অশ্বিনয়—অর্দ্ধরাত্রির পর ও প্রাতঃকালের পূর্বে অজ্ঞকারে ও
 আলোকের অবিভাজ্য যে প্রাকৃতিকরূপ তাহাই অশ্বিনয় নামে পূজিত হইতেন ।

(৩) মধুমতী নৃত্যবতীকশা—বর্ষ ও শকসূক্ত চাবুক ।

বেদসংহিতা ।

যে সোমদ-গৃহ প্রতি রথেতে স্থাপিত,

চলিয়াছে সে গৃহ ত দূরস্থিত নয় । ৪

আহ্বানি হিরণ্যপাণি দেব সবিতায় (১)

রক্ষার্থে, পদের দেব করেন জ্ঞাপন । ৫

স্তব কর সকলে সে দেব জলহার

তঁাহার ব্রতের মোরা করি আকিঞ্চন । ৬

নৃচক্ষু সবিতা দেব বহুবিধ ধন

প্রকাশিয়া ধনদাতা শোভেন শোভায় । ৭

বস চারিভিতে তাঁর যত সথাগণ,

আশু স্তব বাক্যে মোরা তুষিব তাঁহার । ৮

অথে ! কাম্যা পত্নীগণে আনহ হেথায়,

সোমপানে স্তম্ভদেবে কর আনায়ন ; ৯

যবিষ্ঠ ! ভারতী, হোত্রা, ধাত্রা ধিষণায়,

আন, তাঁরা করিবেন মঙ্গল সাধন । ১০

নৃপত্নী অচ্ছিন্নপত্রা দেবীগণ যত

রক্ষার্থে প্রসন্না হয়ে আশ্রন এখানে । ১১

(১) “বাক্য বলেন আকাশ হইতে যখন অঙ্গকার বার, কিরণ বিকৃত হয়, সেই সবিতার কাল । সায়ণ বলেন সূর্য্যের উদয়ের পূর্বে যে সূক্তি তাহাই সবিতা, উদয় হইতে অন্ত পর্য্যন্ত যে সূক্তি সেই সূর্য্য । অতএব আমাদের প্রাচীন পণ্ডিতদিগের মতে সূর্য্য ও সবিতা একই দেব । ইউরোপীয় পণ্ডিত দিগেরও সেই মত এবং সূর্য্য ও সবিতা সম্বন্ধে ঋগ্বেদের সমস্ত সূক্ত পাঠ করিলে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না ।”

বেদসংহিতা ।

ইজ্ঞানী ও বরুণানী হয়ে সমাহৃত,

আগ্নেয়ী আত্মন হেথা সোমরস পানে । ১২

আকাশ পৃথিবী, রসে যজ্ঞাভিসিঞ্চনে,

আমাদিগে পুষ্টি দ্বারা করুন পূরণ । ১৩

করেন তাঁদের মাঝে গন্ধর্ব্ব ভবনে(১)

মেধাবীরা দ্ব্যতবৎ জলাবলেহন । ১৪

পৃথিবী ! বিস্তীর্ণা হও, কণ্টক রহিতা,

বাসভূতা হও, কর স্তূথের প্রদান । ১৫

বিষ্ণু সপ্ত রশ্মিধারা(২) যে ভূমি বেষ্টিতা,

তথা হ'তে স্বস্তি সবে করুন বিধান । ১৬

(১) গন্ধর্ব্ব ভবনে—অন্তরীক্ষ প্রদেশে । “গন্ধর্ব্বস্য ধ্রুবং পদমন্তরিক-
মিতি ।” সারণ ।

(২) বেদোক্ত বিষ্ণু কে এবং তাঁহার তিন পাদবিক্ষেপের অর্থই বা কি ?
নিরুক্তকারদিগের মতে “বিষ্ণুরাদিত্যঃ ।” তিন পাদবিক্ষেপ কি ? “পৃথিব্যাং অন্ত-
রিক্ষে দিবি” ইতি শাকপুণিঃ “সমারোহণে উদয়গিরৌ উদ্যান্ পৰ্ব্বমেকং নিধন্তে ।
বিষ্ণুপদে মধ্যান্নিনেহন্তরিক্ষে । গয়শিরস্তন্তং গিরৌ ইতি ওর্ণনাভ আচার্যো
মন্ততে ।” অর্থাৎ শাকপুণির মতে (বাহা বাক্যের মতেরই অর্থ মাত্র) পৃথ্বী-
কিরণের পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও আকাশে ব্যাপ্তিই তিন পাদ বিক্ষেপ । ওর্ণ-
নাভের মতে উদয়কালের ও মধ্যাকাশে ও অন্তঃগমনকালের স্থিতিকে তিনপাদ
বিক্ষেপ বলাহইরাছে । “The stepping of Bishnu is emblematic of
the rising, the culminating and the setting of the sun.”
মোক্ষমূল্য ।

বেদসংহিতা ।

ত্রিপাদে জগৎ বিষ্ণু পরিক্রম করি
করিলেন সমাবৃত্ত পাংশুলচরণে ; ১৭
অদাভ্য ও গোপা বিষ্ণু সৰ্ব্ব ধর্ম ধরি
করিলেন পরিক্রম ত্রিপাদচারণে । ১৮
ইন্দ্রের স্ত্রবোগ্য সখা বিষ্ণুর করণ
নেহার, যা হ'তে হয় অশুভিত ব্রত ; ১৯
নভশারী নেত্র যথা, নেহারে তেমন
বিষ্ণুর পরম পদ সুরিগণ যত । ২০
বিষ্ণুর সে পরপদ করেন উজ্জল
স্তব বাক্যে জাগরুক মেধাবিসকল । ২১

স্বর্ধরূপ বিষ্ণুর জগতে পাদবিক্ষেপরূপ উপমা হইতে নানা উপাখ্যান রচিত হইরাছে । ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৬।১৫) আছে যে দেব ও অশ্বরনিগের মধ্যে জগৎ বিভাগ কালে ইন্দ্র বলিলেন বিষ্ণু যত টুকু তিনপদে বিক্রম করিতে পারেন ততটুকু দেবগণের, অবশিষ্ট অশ্বর দিগের । বিষ্ণু তিন পদ বিক্রমে জগৎ, বেদ ও বাক্য ব্যাপ্ত করিলেন । শতপথ ব্রাহ্মণে অশ্বরগণ বলিতেছে বামনরূপ বিষ্ণু শয়ন করিলে যতটুকু হান ব্যাপ্ত হয় ততটুকু দেবগণের । দেবগণ সেই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া সমস্ত জগৎ পাইলেন । ঐ ব্রাহ্মণে (১৪।১।১) বিষ্ণু সকল দেবের প্রধান ও তাঁহার মন্তকচ্ছেদের কথা আছে । তৈত্তিরীয় আরণ্যক ও পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণেও এই উপাখ্যান পাওয়া যায় । তৎপরে বিষ্ণুর বামনাবতার ও বলিহলনার কথা শু সকলেই জানেন । একটি বৈদিক উপমা হইতে এত সব আখ্যানের সৃষ্টি হইরাছে ।

২৪ সূক্ত ।

১ প্রজাপতি । ২ অগ্নি । ৩—৫ সবিতা বা ভগ । ৬—১৫ বরুণ ।

অজীগর্তের পুত্র শুনঃশেপ ঋষি(১) ।

কোন দেবতার নাম কার চাক্র নাম হার

স্মরিব, করিবে কেবা মোচন আমারে ?

এই ত মহতী মহী কে দিবে ছেড়ে আমার

পুনরায় নেহারিব পিতা ও মাতারে ? ১

অমর দেবের মাঝে অগ্নির সূচাক্র নাম

প্রথমতঃ ধ্যান করি মনে বারে বারে ;

মহতী মহীতে মোরে ছেড়ে দিগ্ধি পূর্ণকাম

করুন, নেহারি আমি পিতা ও মাতারে । ২

ধনেশ সবিতৃদেব সদা রক্ষয়িতা ;

তোমার নিকটে ধন আকিঞ্চন করি ; ৩

(১) ঐতরের ব্রাহ্মণে গল্প আছে যে রাজা হরিশ্চন্দ্র পুত্র রোহিতকে বলি দিতে ইচ্ছা করিলে, পুত্র অসম্মত হয় ; তখন অজীগর্তকে সম্মত করাইয়া তাঁহার পুত্র শুনঃশেপকে বলি দেওয়া হির করেন ।

শুনঃশেপ বিশ্বাসিত্রের পরামর্শানুসারে নানা দেবের স্তুতি করিয়া মুক্তি লাভ করেন । এই গল্প নানান্তাবে অন্ত্যস্ত অনেক গ্রন্থে প্রকাশ পাইয়াছে । কিন্তু পাঠক দেখিবেন যে এই সূক্তে কুত্রাপি শুনঃশেপের বলির উল্লেখ নাই । ঋগ্বেদের কোথাও নরবলির কথা পাওয়া যায় না । এজন্য পণ্ডিতেরা বিবেচনা করেন যে ঋগ্বেদে নরবলি প্রথার সমর্থন নাই ।

দুই হস্তে প্রশংসিত যে ধন সবিতা
 ধরিয়াছ আনন্দিত কর তা বিতরি । ৪
 ধনযুক্ত তুমি দেব তোমার কৃপায়
 ক্রমে ক্রমে সেই ধন বেন বৃদ্ধি পায় । ৫
 ঐ উড্ডীন বিহঙ্গম ক্ষত্র মন্থ্য পরাক্রম
 তব সম হে বরুণ (১) পাইবে কোথায় ?
 সলিল অনিল গতি অনিমিষ অবিরতি
 তোমার গতির কাছে পরাস্তব পায় । ৬
 পবিত্র বরুণরাজ অন্তরীক্ষে স্তুবিরাজ
 অমূল উর্দ্ধেতে তেজ করেন ধারণ ।
 নিয়ে তেজী মূল উর্দ্ধে, তথা আমাদের মধ্যে
 থাকে বেন স্তুনিহিত প্রাণ চিরন্তন । ৭

(২) বরুণ আর্ধ্যগণের অতি প্রাচীন দেবতা । আবরণকারী বা ধাতু হইতে আকাশকেই আর্ধ্যগণ বরুণ বলিয়া উপাসনা করিতেন । গ্রীকগণের Uranos এবং ইরানীয়গণের বরুণ এই আকাশ দেবের নাম মাত্র । গ্রীকগণের মধ্যে Uranos সর্ব দেবের পিতা এবং Gaia সর্ব দেবের মাতা । পৃথিবী অর্থক গো শব্দ হইতেই Gaia উৎপন্ন, এক্সগ অনেকের ধারণা আছে । হিন্দুদিগের বরুণ আলোক দেব মিত্রের সহিত অনেক সময় একত্র উপাসিত হইয়াছেন । ‘মৈত্র্যং বৈ অহরিতিক্রান্তে ক্ষরতেচ বান্ধনী রাজী’ সারণ । এই কথায় নৈশাকাশকে বরুণ বোধ হইতেছে । ইরানীয়দিগের মধ্যে মিত্রের নাম ‘মিত্র’ । উত্তর জাতিই আলোক দেবকে মিত্র বলিতেন । দিবালোকই মিত্রপদ বাচ্য ।

বে বরুণরাজ ধত্ত হৃদ্য পাদক্ষেপ জন্ত

অস্তরীক্ষে পথ তাঁর করেন বিস্তার ।

হৃদয় বিদীর্ণকারী আমার বে আছে বৈরী

করুন বরুণ তারে শত তিরস্কার । ৮

হে রাজন্ আছে শত সহস্র ভৈষজ্য কত

তোমার, স্মৃতি তব হউক গভীরা ।

নিখাতিকে রাখ দূরে কৃত পাপে মুক্ত করে

আমাদিগে আর ঘেন নাহি দেয় পীড়া । ৯

এই যে সপ্তর্ষিগণ অত্যাচ নভোরমণ

রজনীতে দৃষ্ট, যায় কোথা চলে দিনে ?

বরুণের ব্রত যত সকলি ঐ অব্যাহত

চন্দ্রমা উদিত রাত্রে যাঁর আজ্ঞাধীনে । ১০

হবির্যোগে যজমান তোমায়ে করে আহ্বান

আমিও ব্রহ্মের যোগে বন্দিছি তোমায় ।

হইরে অহেলমান কর দেব প্রণিধান

সুমন হে বরুণ ! বাঁচাও আমায় । ১১

লোকে বলে অহরহ আমার হৃদয় সেহ

বলিতেছে সেই কথা অস্তরে অস্তরে ।

শুনঃশেপ বদ্ধ হয়ে যে দেবেরে আরাধয়ে

সে বরুণ আমাদিগে দিন মুক্ত করে । ১২

শুনঃ শেপ হয়ে ধৃত ত্রিঋপদে আছে বদ্ধ

তাঁহাকে বরুণ রাজা করুন মোচন ।

অস্থিতি নন্দন তিনি, বিধান অদক যিনি,
 যুচুক কুপায় তাঁর পাশের বন্ধন । ১৩
 ক্রোধ তব নমস্কারে, হবির্দানে যজ্ঞাগারে,
 প্রশমন করিবারে করিছি যতন ।
 হে প্রচেতঃ হে অহুর ! (১) কৃত পাপ করি দূর
 আমাদিগে বীতপাপ করহ রাজন্ । ১৪
 উৰ্দ্ধ হ'তে উধ্বকন কর দেব বিমোচন
 নিম্ন হ'তে নিম্ন, মাধ্য করহ শিথিল ;
 আমরাও হে আদিত্য, অথণ্ডি তোমার ব্রত
 পাপ মুক্ত হয়ে পরে হব পুণ্যশীল । ১৫

(১) অহুর অর্থ বলবান । বরুণের বিশেষণার্থে এখানে অহুর শব্দের
 প্রয়োগ হইয়াছে । স্বপ্নে অনেক স্থলে দেবগণের বিশেষণার্থে অহুর শব্দ
 প্রয়োগ আছে । অবার বৃদ্ধ শব্দে বিশেষণার্থে দেব শব্দের প্রয়োগ দেখা
 গিয়াছে (১।৩২।১২) ইহার দ্বারা বোধ হয় দেব ও অহুর এই বিশেষণ শব্দ
 দুটি প্রয়োজন মত সকল দেব ও দেব-বৈরীগণের প্রতিই ব্যবহৃত হইত । পরে
 আৰ্য্যজাতির মধ্যে এমন একটি বিবাদ হয় যদবধি ভারতীয় আৰ্য্যগণ দেব
 শব্দ এবং ভারতবর্ষের অর্থাৎ ইরানীয় আৰ্য্যগণ অহুর শব্দ উপাস্তের বিশে-
 ষণার্থে প্রয়োগ করিয়া আসিয়াছেন ; কেন না ঐ বিবাদ ইরানীয় দেশেই
 হইয়াছিল । তথা হইতে হিন্দুর পূর্বপুরুষগণ ইরানীয় দিগের দ্বারা বিতাড়িত
 হইয়া ভারতবর্ষে আইসেন ইহাই অনেকের ধারণা । ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল
 সিন্ধের Primitive Ariyans article XX in his work Indo-
 Ariyans দেখ ।

২৫ সূক্ত।

বরুণ দেবতা। অজীগর্তের পুত্র শুনঃশেপ ঋষি।

লোকে যথা করে ভুল, আমরা তেমন
ভুলিতেছি বরুণ প্রত্যহ তব ব্রত। ১

হেলায় ঘাতক ছার কর না হনন

ক্রোধ-যোগ্য আমাদেরি ক্রোধের বশতঃ। ২

রথী যথা তৃপ্ত করে ঘোটকে সন্নিত,

আমরা অশ্বের জন্ত করি তব স্তুতি। ৩

বিহঙ্গ নীড়ের দিকে যেক্ষেপে ধাবিত,

ধনার্থে আমার চিন্তা করে তথা গতি। ৪

কত্রী বরুণে কবে অখলানসায়

উরুবিলাচনে যজ্ঞে পারিব আনিতে ? ৫

মিত্র ও বরুণ(১) উভে সমানে তাহার

দয়া করি যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিতে। ৬

বিয়তে বিহঙ্গ পদ অবগত হার

সমুদ্রে নৌকার পথ যে দেব বিজ্ঞাত। ৭

কল শস্য সমায়ুক্ত জাত মাস বার (২),

জাত যেবা মাস বাহা হয় উপজাত। ৮

(১) অনেক স্থলে মিত্রবরুণের একত্রে উপাসনা দৃষ্ট হয়। ২৪ সূক্তের টীকা দেখ।

(২) চাত্রবৎসরের প্রতি পঞ্চম বৎসরে একটা অধিক মাস অর্থাৎ মলমাস গ্রহিয়া সৌরবৎসরের সহিত উহার ঐক্য বিধান করা হইত; এই একে সেই কল্পের ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়।

বায়ুর বিস্তীর্ণ বর্ষ অবগত যিনি,

জ্ঞাত তাহাদিগে যারা আছে উর্দ্ধদেশে । ৯

ধৃতব্রত স্ক্রুত বরুণ দেব তিনি ;—

স্বর্গস্থত মধ্যে বসি সাত্বাজ্যের আশে । ১০

ভূত ভবিষ্যত যত অদ্ভুত ঘটনা,

বিধান সকলে জ্ঞাত প্রসাদে তাঁহার । ১১

করুন প্রত্যহ তিনি স্পৃগথে চালনা,

আয়ু বৃদ্ধি করি দেব অদিতি-কুমার । ১২

বরুণ হিরণ্য বস্ত্রে বপু আচ্ছাদন

করিলে, তাহাতে করে হিরণ্যের প্রভা । ১৩

কে গাঠৈ করিতে তার বৈরতা সাধন

মনদ্রোহী কিম্বা দীপ্সু, অভিযাতি ঘেবা (১) । ১৪

আমাদের জন্ত, সর্ব মানব নিমিত্ত,

করেছেন যিনি কত অগ্নের সঞ্চয় । ১৫

গাভী ধায় গোষ্ঠে, তথা বহুচক্ষুষ্ক

তাঁকে মম পরাবীতি করিছে আশ্রয় । ১৬

প্রস্তুত মধুর হব্য হোতার মতন

খাও, পরে আলাপন করিব উভয়ে । ১৭

দেখেছি বরুণে, ভূমে করেছি দর্শন

রথ তাঁর,—ওনেছেন স্তব্ধ সমুদ্রে । ১৮

(১) দীপ্সু—শত্রুতাকারক ; অভিযাতি—গাণ্ডাচারী ।

শুন আবাহন, অদ্য স্তম্বী কর মোরে,
 রক্ষার্থে বরুণ ! আমি ডাকিছি তোমায় । ১৯
 ছালোক ভুলোক বিশ্ব আছি দীপ্ত করে ;
 প্রত্যাভূত দাও এই ক্ষেম প্রার্থনায় । ২০
 উপরের পাশ খোল উপর হইতে,
 নিম্ন, মাধ্য খোল যেন পারি গো বাঁচিতে । ২১

৩২ সূক্ত ।

ইন্দ্রদেবতা । অঙ্গিরার পুত্র হিরণ্যস্থপ ঋষি ।

বজ্রধারী ইন্দ্রের প্রথম পরাক্রম
 বর্ণন করিতে চাহি ;
 হনন করিয়া অহি (১)
 করিলেন বৃষ্টিপাত যে দেব প্রথম ,
 গিরি ভেদি করিলেন নদীর উদগম । ১

(১) মেঘের নাম বৃজ বা অহি । ইন্দ্র মেঘকে বজ্র দ্বারা আঘাত করিয়া বৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন এইরূপ মনে করিয়া ঋগ্বেদীয় ঋষিরা যে কবিতা লিখিয়াছিলেন তাহা হইতেই পৌরাণিক বৃত্তোপাখ্যানের উৎপত্তি হইয়াছে । ইরানীয় আর্ধ্যগণের ধর্ম পুস্তকেও বৃজ ও বৃজহস্তার যুদ্ধের বিবরণ পাওয়া যায় “অহরের স্ট্র বেয়েথ্রকে (সংস্কৃত বৃজয়) আমরা বজ্র প্রদান করিব ।” জেন্স অবহা । এইরূপে হিন্দু ও ইরানীয় দুই আর্ধ্য শাখায় বৃজয়ের উপাসনা দৃষ্ট হইলেও ইরানীয়গণ ইন্দ্রের উপাসনা করেন নাই । বরং ইন্দ্রকে শত্রু মনে করিতেন ইহার প্রমাণ আছে । ইহাতে বোধ হয় কোন বিবাদের পর

ঘট্ কৃত বজ্রে ইন্দ্র নগাশ্রিত মেঘে
 হনন করিলে, জল
 বাহিরিল অনর্গল,
 ধাইল সমুদ্রপানে ; ধায় যথা বেগে
 ধেনুগণ বৎসগণে হেরি পুরোভাগে । ২

বৃষবৎ বেগে সোম করিলা গ্রহণ ;
 তিন যজ্ঞে অভিযুত
 পান করি সোমাহুত
 সায়ক নামক বজ্র করিলা ধারণ ;
 করিলা প্রথম জাত অহিকে হনন । ৩

যখন প্রথমজাত নিহত সে অহি ;
 মায়াবীর মায়া হতা,
 জাত হৃষ্য, উষাগতা,
 আকাশ পুনরাগত, শত্রু আর নাহি ;—
 ইন্দ্র কর্তৃক যদা নিহত সে অহি । ৪

হিন্দু ও ইরানীরগণ পরস্পর পৃথক হইলে, হিন্দুগণই ইন্দ্রের উপাসনা করিতেন । অল্প কোন আৰ্য্যশাখার ইন্দ্রের নাম পাওয়া যায় না । গ্রীকদিগের মধ্যেও অহিশব্দ echis, echidna নামে পাওয়া যায় ।

মহাবজ্জ দ্বারা ইন্দ্র বৃত্তে বৃত্ততর (১)

অংস শৃঙ্খ করি হত

করিলেন, স্বক্ক যত

কুলিশ আঘাতে যথা ; বৃত্ত তার পর

শুইল চুইয়া মর্ত্য মৃত্তিকা উপর । ৫

আমার সমান যোদ্ধা নাহি এ বুদ্ধিতে

হইয়া ছর্মদ বৃত্ত,

করিল ইন্দ্রে অমিত্র,

ভাঁহার ধ্বংসের হস্ত নারিল সহিতে ;

পিবিল সকল নদী পড়িয়া নদীতে । ৬

ডাকিল অপাদহস্ত বৃত্ত ইন্দ্রে রণে ;

সামুতুল্য স্বক্কে তার

হইল বজ্র গ্রহার,

বহুধাবিস্তৃত বৃত্ত শায়িত তখনে ;

বগ্নি (২) কি সফল হয় বৃক্ষত্ব অর্জনে । ৭

(১) বৃত্ততরমতিশয়েন লোকানামাবরকমজ্জকাররূপং । সারণ । অতি-
শয় অজ্জকার স্বরূপ বৃত্ত ।

(২) বগ্নি—ছিন্নমূল অর্থাৎ পুঙ্খবহীন ; বৃক্ক—রেতসেকসমর্থ অর্থাৎ
পুঙ্খবহুবৃক্ক ।

তথ্য অতিক্রমি নদ যথা যায় চলে,
 অতিক্রমি অবিকল
 তথা মনোরূহ জল
 চলিল, পড়িল অহি তার পদতলে ;—
 যে জল আছিল বদ্ধ তার মায়াবলে । ৮
 ছিলেন তিৰ্য্যক্ শুয়ে বৃদ্ধপ্রসবিনী ;
 ইন্দ্র তাঁরে হানিলেন,
 উর্দ্ধে মাতা রহিলেন,
 নীচে পুত্র হত ; দেখু বৎসের সজ্জিনী
 যথা শুয়ে থাকে, দানু শুইলা তেমনি ।
 অস্থির প্রবাহে বৃদ্ধ শরীর নিহিত,
 আর নিণ্য (১) দেহ'পরে
 অবারিত বারি চরে ;
 দীর্ঘনিদ্রা অভিভূত হইয়া শায়িত,
 ইন্দ্র-শত্রু বৃদ্ধ এবে চেতনা রহিত । ১০
 পণিগুপ্তা গাভী যথা দামপত্নীগণ
 অহিগুপ্তা ছিল তথা ;
 অপহিত জল পঁথা ;
 ইন্দ্র বৃদ্ধে সেই জন্ত করিয়া হনন,
 করিয়াছিলেন জলদ্বার উদঘাটন । ১১

(১) নিণ্য নির্দামধেয়ং সম্বলণ । নাম রহিত ।

অধিতীর দেব (১) বৃত্র তোমা আঘাতলে,
 হয়ে তুমি অশ্বপুচ্ছ,
 করিলে সে ঘাত তুচ্ছ,
 গাভীজয়, সোমলাভ তুমিই করিলে ;
 বহাইলে সপ্ত সিদ্ধু প্রবাহ সলিলে । ১২

নাবিল স্পর্শিতে ইচ্ছা যখন সে অহি
 মেঘনাদ, বারিপাত,
 বিদ্যুৎ ও বজ্রাঘাত
 হানিল তাঁহার প্রতি ; মঘবা বিজয়ী,
 আর কত মায়া তার অবিলম্বে হর্ষ । ১৩

যখন বৃত্রের সহ যুদ্ধিতে লাগিলে,
 হৃদে যদা জাতা ভীতি,
 সরিত নবনবুতি
 শ্যোনপক্ষিবৎ যদা ভয়ে উতরিলে ;
 কোন্ বৃত্র-শত্রু জগ্ন অপেক্ষা করিলে ? ১৪

(১) পূর্বে বলা হইরাছে অনেকস্থলে বরুণাদি দেবগণের বিশেষণার্থে
 অশ্বর শব্দের ব্যবহার আছে। এখন দেখা যাইতেছে বৃত্রের বিশে-
 ষণার্থে দেব শব্দের ব্যবহার আছে। সুতরাং দেবাসুরের যে একটি বৈরতাব
 আনাদের মনে সত্তত উদ্ভিত হয়, তাহা পৌরাণিক, বৈদিক নহে।

স্থাবর অক্ষম'পর বজ্রবাহু পরে,
 শাস্তাশাস্ত পশু'পর
 হইলেন অধীশ্বর ;
 হইলেন নরেশ্বর ; নেমি যথা অরে,
 ধরেছেন সবে তথা আপন ভিতরে । ১৫

৪২ সূক্ত ।

পুশা দেবতা । য়োরপুত্র কণু ঋষি ।

পথ পাব কর পুষণ্ (১) দেব পাপ হর,
 মেঘাশ্রয় (২) অগ্রে অগ্রে যাও । ১
 কুপথ দর্শক, চৌব, হস্তানিষ্টকর,
 ধেবা থাকে দূব করে দাও । ২

পরিপছী কুটিল তঙ্কর যেবা হয়,
 দূর কর পথ হতে তারে । ৩

(১) সর্কেবাং ভূতানাং গোপায়িতা আদিত্যঃ বাস্ক । অর্থাৎ পুশা সূর্য্য ।

(২) সূর্য্য কখন কখন মেঘ হইতে বাহির হন বলিয়া তাঁহাকে মেঘাশ্রয়
 বলা হইয়াছে ।

লক্ষিতে ও অলক্ষিতে যেনা হরে লয়,
দল তারে পদের গ্রাহারে । ৪

তোমার করুণা ভিক্ষা করি হে পুষ্প ।
উৎসাহিলে যাহে পিতৃগণে । ৫
শক্রহা হিরণ্যায়ুধ ধনী জ্ঞানবন্ !
দানে পরিণত কর ধনে । ৬

লয়ে চল পথে সুখগম্য শক্রশূন্য,
জ্ঞাত হও রক্ষার উপায় । ৭
তৃণ আছে, নাই নব দ্রুত তাপ জন্ত,
জ্ঞাত হও রক্ষার উপায় (১) । ৮

দয়া কর, পূর্ণ কর, কর তেজিয়ান ;—
জ্ঞাত হও রক্ষার উপায় । ৯
পুমানিন্দা নাহি করি স্তুতে করি গান,
ধন বাচঞা করিছি তাঁহার । ১০

(১) এই ঋক দৃষ্টে বোধ হয়, হিন্দু আর্ধ্যগণের মধ্যে মধ্যে কোন কোন শাখা স্বেপালনব্যবসায় অবলম্বন করিয়া তৃণ অন্বেষণে স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিতেন । পুত্রা তাঁহাদেরই রক্ষক এবং পথ প্রদর্শক ।

৪৩ সূক্ত ।

১, ২, ৪—৬ রুদ্র । ৩ মিত্রাবরুণ । ৭—৯ সোম ।

ঘোর পুত্র কণু ঋষি ।

জ্ঞানী, শিব, হুগ্নয় মহান্ রুদ্রদেবে (১)

কবে সুখকর স্তোত্র দিব উপহাব ? ১

(১) ঋক বলেন “অগ্নিরপি কত্র উচ্যতে” । আবার রুদ্র ঋতুর অর্থ রোদন বা গর্জন করা । অতএব কত্র শব্দে গর্জনকারী অগ্নি (বজ্র) বুঝায় । এই কত্র বা বজ্র কি প্রকারে পৌরাণিক মহাদেবে পরিণত হইলেন তাহা বুঝা বড় কঠিন নহে । আর্ধ্যাগণ পূর্বে প্রকৃতির প্রত্যেক বিন্দুরকর বিকাশেই ঐশশক্তির অস্তিত্ব অনুভব করিতেন কিন্তু কালক্রমে যখন জ্ঞানিত পারিলেন যে সর্ব প্রকার ঐশশক্তিই এক মহাশক্তি হইতে প্রাচুর্ভূত, তখন সেই মহাশক্তির অন্তর্গত সংহার শক্তিকে নামাকরণ করিতে গিয়া দেখিলেন, রুদ্র বা বজ্রই তাহার সমধিক উপযুক্ত । এজন্য বিধাতার সংহার মূর্তি রুদ্র পুরাণোক্ত মহাদেব নামে পরিচিত হইলেন ।

এহলে প্রসঙ্গতঃ বলা কর্তব্য যে উমা, দুর্গা, অম্বিকা, কালী করালী প্রভৃতি দেবতারাই যে মহাদেবেব পত্নী বলিয়া পরিচিত আছেন, তাঁহারা কেহই স্বধেদোক্ত দেবতা নহেন । বাঙ্গসেনেবী সংহিতায় অম্বিকা রুদ্রের ভগ্নী এরূপ লিখিত আছে । কেন উপনিষদে উমার উল্লেখ আছে কিন্তু তিনি রুদ্রের পত্নী নহেন । তথায় তিনি ইন্দ্রের নিকট বান্ধব স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতেছেন এই মাত্র । মুণ্ডক উপনিষদে কালী করালী দুইটি অগ্নি জিহ্বার নাম দৃষ্ট হয় । “অগ্নির সাতটি ঢকল জিহ্বার নাম কালী, করালী, মনোজবা, হুলোহিতা, হৃদ্ববর্ণা, স্কুলিঙ্গিনা ও দেবী বিশ্বরূপা ।” যখন বজ্র বা অগ্নিরূপ রুদ্রদেব সংহারক মহাদেব হইলেন তখন এই অগ্নি জিহ্বাগুলি মহাদেবের পত্নীর স্থান পূরণ করিলেন ।

রুদ্রের আর একটি নাম “ভব” বেদে স্থানে স্থানে পাওয়া যায় । যোক্ত-
বুলয়ের মতে গ্রীকদিগের Phoebus দেব ভবের রূপান্তর মাত্র ।

যাহাতে অদ্বিতি আমাদিগে, পশু সবে,
দিবেন গোনরাপতো ঔষধি তাঁহার ॥ ২

যাহাতে বরুণ মিত্র রুদ্র অস্ত্র সবে
প্রীত হয়ে করিবেন দয়া বিতরণ । ৩
সুবপতি যজ্ঞপতি জলৌষধি-দেবে
কুদ্রে সুখ যাচঞা করি শংকর মতন ॥ ৪

সূর্য্যাবৎ দীপ্তিমান হিরণ্য-কর্চির,
দেবগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বসু যিনি । ৫
আমাদের মেঘ মেঘী গো অশ্ব নারীর
সকলে স্রুগম্য পথ বিতরেন তিনি । ৬

সোম ! আমাদিগে দাও শত নরধন
বলকর মহৎ অন্নের করদান ; ৭
সোম-শত্রু অরাতিরা না করে হিংসন,
হে ঈন্দো ! এমন অন্ন করহ প্রদান । ৮

হে সোম অমর তুমি পরধামে বাস,
হইয়া শীর্ষস্থানীয় যজ্ঞের শালায়
প্রজাগণে দয়া করি পূর্ণ কর আশ ;
জান তাহাদিগে, যারা সাজায় তোমায় । ৯

৪৮ সূক্ত ।

ঊষা দেবতা । (১)

কণ্ঠের পুত্র প্রজ্ঞা ঋষি ।

হে দেবহুহিতা ঊষে ধন দান করি,
প্রভাত করহ দেবি অগ্নি বিভাবরি !
প্রচুর অগ্নের সহ কর সূপ্রভাত,—
ধন দিয়ে দানশীলে করহ প্রভাত । ১
অশ্বগোসম্পন্ন বহু ধনেতে ধনিণী,
প্রজার বাসের জন্ত সম্পত্তি শালিনী !
আমাকে বলহ ঊষে সুনৃত বচন,
ধনীর যে ধন আছে, করহ প্রেরণ । ২
পূর্বে ও প্রভাত হ'ত এখনো তা হয়,
রথ-প্রেরয়িত্রী ঊষা প্রভাত করয় ;
ধনার্থী সমুদ্রে তরী পাঠায় যেমন,
তেমনে করেন ঊষা রথের প্রেরণ । ৩

(১) ঊষা আমাদের অতি প্রাচীন দেবতা । গ্রীকদিগের Eos ঊষা, Daphne ডহনা, Argynoris অর্জুনী Bresies ব্রহ্মা Helen সরস্বা Erynys সরগু এবং Athena অহনা ইত্যাদি ঊষা ও ঊষার প্রতিশব্দের রূপান্তর মাত্র ।

হে উষে ! আসিলে তুমি সুরিগণ যত
 দানেতে মানস সবে করেন নিরত ;
 কণ্ঠম কণ্ঠ ধ্বনি নাম তাঁহাদেব
 উচ্চার করেন হেন কালে প্রভাতের । ৪
 গৃহেতে গৃহিণী যথা সর্ব-প্রভাবিনী
 সমাগতা উষা তথা কর-প্রসারিণী ;
 উষা আয়ু হ্রাস কবে জঙ্গম জগতে,
 পশান চাগিত, উড়ে বিহঙ্গ বিয়তে । ৫
 ভিক্ষুক ও চেষ্টাবানে কাজে করি রত,
 নিহাববর্ষিণী উষা অবিলম্বে গত ,
 হে যজ্ঞসম্পন্নৈঃ । তব হইলে উদয়, ।
 কুলায় না থাকে আব বিহঙ্গ নিচয় । ৬
 কি সুন্দর রথ উষা করিয়া যোজন,
 সূর্য্যোব উদয়'পরি কি দিব্য ভুবন
 হইতে সে ভাগ্যবতী চড়ি শত-রথে,
 আসিছেন উষা মর্ত্যে কত দূর হ'তে । ৭
 উষাব প্রকাশ জন্ত এ বিশ্ব প্রণত,
 তাঁহার প্রসাদে কৃত জগজ্জ্যোতি যত ;
 বিবেকিশোধকগণে সে দিব নন্দিনী
 করেছেন বিদূরিত দেবী উষা ধনী । ৮
 হুলাদিনী জ্যোতীর সহ হে দিবছহিতা ।
 তিমির হরণ কর হয়ে প্রকাশিতা ,

প্রভূত সৌভাগ্য উষে ! করি আনয়ন,
 দিনে দিনে আমাদিগে কর বিতরণ । ৯
 তোমাতে নিহিত বিশ্ব চেষ্টিত, জীবন ;
 স্থনরি ! তিমির তুমি করহ হরণ ;
 এসহ বৃহৎ রথে বিচিত্র ধনিণী
 বিভাবরি ! আমাদের কৃতাহ্বান শুনি । ১০
 আছে যে বিচিত্র অন্ন সকল মালুবে
 গ্রহণ করহ তাহা দেবকণ্ঠে উষে !
 আছেন যে সব বহি তোমার স্তবনে,
 যজ্ঞের সমীপে আন সে স্কৃতি গণে । ১১
 অন্তরীক্ষহুতে উষে সর্ব দেবতায়
 সোমপানে যজ্ঞস্থলে আনহ হেথায় !
 প্রশস্ত গো-অশ্বযুক্ত অন্ন বীৰ্য্যকর,
 আমাদিগে প্রদান করহ অতঃপর । ১২
 যে উষার জ্যোতিমালা শত্রু সংহারিণী
 নয়নে প্রতীয়মানা কল্যাণদায়িনী ;
 বিশ্ববরগীয় চাক্র স্কৃৎসম্য ধন
 আমাদিগে সে উষা করুন বিতরণ । ১৩
 অগ্নি মহী-উষে ! তোমা পূর্ব ঋষিগণ
 অন্ন ও রক্ষার হেতু করিলা স্তবন ;
 তেজোময়ী, দীপ্তিযুক্তা ধনযুক্তা হস্মৈ
 সেব আমাদের তথা স্তোম্য সমুদয়ে । ১৪

স্বরগের দ্বারদ্বয় জ্যোতি প্রকাশিয়া,
 তুমিই ত উষে ! অদ্য দিলে উন্মোচিয়া ;
 তেজোময় গৃহ সুবিস্তৃত অহিংসিত,
 দান কর আমাদিগে অন্ন গো-সহিত । ১৫
 গাভী আর অপৰ্য্যাপ্ত বহুবিধ ধন
 আমাদের প্রতি উষে ! করহ সিঞ্চন !
 মহীয়সি ! দান কর যশ শক্রঘাতী
 অন্নদান কর ক্রিয়াম্বিতে অন্নবতি ! ১৬

১০৩ সূক্ত ।

ইন্দ্র দেবতা । অগ্নিরার পুত্র কুৎস ঋষি ।

কবিগণ পুরাকালে তোমার এ পরবলে
 করেছেন ওহে ইন্দ্র সাক্ষাৎ ধারণ ।
 তার এক জ্যোতি ভূমে (১) অল্প জ্যোতি দিব ধামে
 কেতু যথা রণে তথা করে আলিঙ্গন ॥ ১
 ধরণী ইন্দ্র ধরিলা বিস্তৃত তারে করিলা
 বজ্রে বৃত্তে হানি জল করিলা নির্গত ।

(১) ইন্দ্রবলের দুটি জ্যোতির কথা এই মন্ত্রে বলা হইতেছে । তাহার একটি জ্যোতি ভূমিতে অর্থাৎ অগ্নি, অপর জ্যোতি আকাশে অর্থাৎ সূর্য ।

অহিকে হত করিলা বোহিগকে (১) বিদারিলা
 ব্যংসবৃজে শচী দ্বারা করিলা নিহত (২) ॥ ২
 বজ্রে হয়ে অঙ্গবান বীব কার্যে শ্রদ্ধবান
 নাশি দাসীপুত্রী কত কৈলা বিচরণ ।
 হে বজ্রিন্ স্তব স্তুতি দম্ব্যকে অস্ত্রেতে হানি
 আৰ্য্য যশ বল, ইন্দ্র ! করহ বর্ধন (৩) ॥ ৩
 বাহিরিয়া দম্ব্যনাশে যে বল যশাভিলাষে
 ধরিলেন বজ্রী সেই বল প্রশংসীয় ।
 স্তোতৃ যজমান হিতে মম্ববা করিলা তাতে
 মানব হিতের জন্ত যুগ সমুদায় (৪) ॥ ৪
 সেট বল ভূরিপুট, তোমরা করহ দৃষ্ট
 ইন্দ্রের বীর্য্যোতে হও সবে শ্রদ্ধাবান ।
 লাভ করেছেন তিনি গো অশ্ব ও অরগ্যানী ১
 ওষধি ও জলরাশি তিনি প্রাপ্তবান ॥ ৫
 ভূরিকর্মাভীষ্ঠদাতা শ্রেষ্ঠ সত্য বলোপেতা
 ইন্দ্রের জন্তেতে সোম অভিষব করি ।

(১) রোহিণ লালবর্ণ মেঘ (wilson)

..

(২) ব্যংস অংসশূক, ছিন্নভূজ । শচী যজ্ঞ, এহলে কৰ্ম্ম ।

(৩) এই মন্ত্রে দম্ব্য এবং আৰ্য্য উভয় শব্দের পরস্পর বিরুদ্ধভাবে প্রয়োগ দেখা যায় । আৰ্য্যানার্য্যজাতীয় গণের বিবাদেব বিবর আরও অনেক মন্ত্রে পাওয়া যায় ।

(৪) এই মন্ত্রের অর্থ বড় পরিষ্কার নহে ।

যিনি পরিগছী মত অযান্ত্রিক হ'তে হত
 ধন দিতে এসেছেন বাজিকে আদরি ॥ ৬
 তব সেই বীৰ্য্য খ্যাত যাতে, ইন্দ্র ! প্রবোধিত
 বজ্র দ্বারা হল অহি, বিভোরনিজ্জায় ।
 দেব পত্নীগণে সবে মরুদগণে বিশ্বদেবে
 উপাজিল হর্ষ হেরি হর্ষিত তোমায় ॥ ৭
 তুমি শুক, পিপ্র বৃত্রে বোধিলে কুম্বামিত্রে
 করিলে বিনাশ সব শম্বরেব পুরী (১)
 অতেব মিত্র বরুণ, অদিতি, সিদ্ধ হউন
 পৃথিবী আকাশ সবে প্রীত দয়া কবি । ৮

১৮৫ সূক্ত ।

দ্যাবাপৃথিবী । অগস্ত্য ঋষি ।

কেবা পূর্বে, কেবা পবে, কেন, কবিগণ ।

জন্মিল পৃথিবী দ্যাস (২) কে জানে একথা ?

(১) শুক, পিপ্র কুম্ব শম্বর ইত্যাদি অনার্য্য-প্রধানগণের নাম ।

(২) দ্যাস আর্ধ্যদিগের অতি প্রাচীন আকাশ দেব । গ্রীকদিগের Zeus
 লাতিনদিগের Ju (Piter) এংলোসাক্সন গাণের Tiu এবং জার্মান দিগের Zio
 এই দ্যাস শব্দের রূপান্তর । যেমন লাতিনগণ আকাশকে স্পষ্টতঃ Jupiter
 (যুপিটার) বলিতেন স্বেদে তেমন আকাশকে পিতা ও পৃথিবীকে যে মাতা
 বলা হইয়াছে তাহার প্রমাণ এই সূক্তেই আছে । স্বেদে অনেক স্থলে
 আকাশদেব ও পৃথিবী দেবীর, দ্যাবাপৃথিবী নামে, একত্রে উপাসনা করা
 হইয়াছে ।

আপন শক্তিতে বিশ্ব করিয়া ধারণ,
 চক্রবৎ ঘুরিতেছে দিবারাত্রি যথা । ১
 ধরেছেন বুকে উভে অচলা অপদী,
 বহু বহু সচল সপদ কত জীবৈ,
 পিতৃ-কোলে পুত্র যথা ; হে জীবাপৃথিবী !
 রক্ষ আমাদিগে মহাপাপ হ'তে তবে । ২
 স্বর্গীয়, নিম্পাপ, সন্ন, অক্ষয় যে ধন
 যাচি অদিতিকে, তাহা যজমান সবে,
 হে জীবাপৃথিবী ! দাও করি উৎপাদন ;
 রক্ষ আমাদিগে মহাপাপ হ'তে তবে । ৩
 দেবপুত্রা অর্হিঃখিতা জীবাপৃথিবীর
 অহুগত হয়ে মোরা থাকি যেন ভবে,
 উভবিধ ধনাশায় দিবস রাত্রির ;—
 রক্ষ আমাদিগে মহাপাপ হ'তে তবে । ৪
 সঙ্গতা যুবতী ছুটি ভগিনীর মত,
 যাহাদের সীমা সমা বিস্তারিতা ভবে,
 ভুবনের নাভিপ্রাণ করিয়া নিয়ত ;—
 রক্ষ আমাদিকে মহাপাপ হ'তে তবে । ৫
 মহতী জনিত্রী বৃহৎ সন্ন্যাসরূপিনী
 দেব-প্রীতে যজ্ঞস্থলে ডাকিতেছি উভে !
 তোমরা শোভনরূপা অমৃত ধারিণী,
 রক্ষ আমাদিগে মহাপাপ হ'তে তবে । ৬

নমস্কার করি যজ্ঞে করি আবাহন

মহৎ, অনন্ত, পৃথু, বহুরূপা উভে,
হে দ্যাবাপৃথিবী ! কর বিশ্বের ধারণ ;

রক্ষ আমাদিগে মহাপাপ হ'তে তবে । ৭

দেব প্রতি, সখা প্রতি, জামাতার প্রতি,

যে কিছু করিয়া থাকি পাপ তাহা এবে
ক্ষালন করুক যজ্ঞে অর্পিতা এ স্তুতি ;

রক্ষ আমাদিগে মহাপাপ হ'তে তবে । ৮

উভয়ে প্রশংসাপাত্রী লোকহিতকরী,

আমাকে আশ্রয় দিতে আসুন হেথায় !

দেবগণ ! স্তোতা মোরা, অগ্নে তুষ্ট করি

যাচি ধন তোমাদিগে, দানের আশায় । ৯

সকলের প্রতি জ্ঞাত শ্রেষ্ঠতম স্তুতি,

যত জানি করিলাম পৃথিবীদ্যাবায় ;

অবশ্য দূরিতে যেন পাই হে নিষ্কৃতি ;

কাছে রেখে পিতা মাতা পালুন আমার । ১০

হে দ্যাবাপৃথিবী ! তোমাদিগে পিতঃ মাতঃ,

সত্য হ'ক করিলাম যে সকল স্তব ;

শ্রেয়োদানে স্তোতৃবৃন্দে হও সমাগত ;

লভি যেন দীর্ঘ-আয়ু, বলান্নবৈভব । ১১

দ্বিতীয় মণ্ডল

১২ সূক্ত ।

ইন্দ্র দেবতা । গৃৎসমদ ঋষি । (১)

যে দেব জনম মাত্র দেবের প্রধান ;

মনস্বীর মধ্যে যার অগ্রগণ্য স্থান ;

(১) গৃৎসমদ ঋষি সৰ্ব্বদে অমুক্ৰমণিকা হইতে সারণ এই অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন “য আঙ্গিরসঃ শোনহোত্রো ভূত্বা ভার্গবঃ শোনকোহভবৎ স গৃৎসমদো দ্বিতীয়ঃ মণ্ডলমপশ্যৎ।” অর্থাৎ গৃৎসমদ পূর্বে অঙ্গিরা বংশোদ্ভব শুনহোত্রের পুত্র ছিলেন। অম্বরগণ তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল, ইন্দ্র তাঁহাকে উদ্ধার করিলে, তিনি ভৃগুংশীর শুনকের পুত্র শোনক সলিরা অভিহিত হইলেন। মহাত্মারতের অনুশাসন পূর্বে গল্প আছে গৃৎসমদ হৈহয়রাজ বীতিহব্যের পুত্র। বীতিহব্য, কাশী রাজার ভয়ে ভৃগুব আশ্রমে পলাইয়া ছিলেন। কাশীর রাজা অনুসন্ধানে তাহা জানিতে পারিয়া ভৃগুকে লিজ্ঞাসা করিলে, তিনি উত্তর করিলেন আমার আশ্রমে ক্ষত্রিয় নাই। ঋষি-বাক্য মিথ্যা হইতে পারে না। এজন্য বীতিহব্য ব্রাহ্মণ হইলেন। ইহারই পুত্র গৃৎসমদ। ইহার দ্বারা অনুভব হয় বেদ রচনার সময়ে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়দি জাতিভেদ হয় নাই। জাতিভেদ হইলে পর এই সকল গল্প স্মৃষ্টি হইয়াছে।

এই সূক্ত সৰ্ব্বদে আর একটি কথা আছে। এই সমস্ত সূক্তই অথর্ববেদে আছে এবং ইহার রচনা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। চিন্তা ও লিঙ্গ ঋগ্বেদ রচনার শেষভাগের চিন্তা সূক্ষ্ম,—ইন্দ্রেতে লোকের বিশ্বাস বিচলিত হইয়াছে, ঋষি তাহা দূর করিতে চেষ্টা করিতেছেন এবং তাহা করিতে গিয়া এক ঈশ্বরের অহাদ্ব্য বর্ণনার অবতারণা করিয়াছেন।

বীর কশ্মে যিনি সৰ্ব্ব দেবের ভূষণ ;
 যার বলে ভীত দ্যাবা পৃথিবী ছজন ;
 সৈন্তবল মধ্যে যার বল বিলক্ষণ ;
 সেই ছোতমান দেব ইন্দ্র জনগণ । ১
 যাহার প্রসাদে দৃঢ়া, ব্যথিতা ধরনী ;
 নিয়মিত প্রকুপিত পৰ্ব্বতের শ্রেণী ;
 বরীমান্ অন্তরীক্ষ যাহার সৃজন ;
 শুক হাস্ ভয়ে,—তিনি ইন্দ্র জনগণ । ২
 অহিবধে সপ্তসিদ্ধু সৃজন যাহার ;
 করিলেন বল-রুদ্ধ গাভীর উদ্ধার ;
 মেঘে মেঘে করেন অগ্নির উৎপাদন ,
 যুদ্ধে জয়ী যিনি, তিনি ইন্দ্র, জনগণ ! ৩
 এ সব নক্ষর বিশ্ব যাহার সৃজন ;
 করিলেন দাসবর্গে গুহায় স্থাপন ;
 ব্যাধবৎ লক্ষজয় করি, শত্রুধন
 হরিলেন যিনি, তিনি ইন্দ্র, জনগণ । ৪
 সে ঘোর দেবতা কোথা ? তিনি নাই আর ;—
 হেন কথা শুনা যার সম্বন্ধে যাহার ,
 শাস্তিহাতা প্রায় নাশিলেন শত্রুধন ;
 তিনি ইন্দ্র, শ্রদ্ধা তাঁকে কর জনগণ । ৫
 স্ততশোম যুক্তগ্রাবু, যিনি যজ্ঞমানে
 কৃপা করি দিব্যরাত্রি রাখেন কল্যাণে ;

ধারণ করেন যিনি হুহু স্রোতোভন ;
 তিনি ইন্দ্রদেব শুন যত জনগণ । ৬
 য়ার আজ্ঞাধীন অশ্ব, য়ার গাভীগণ ;
 য়ার আজ্ঞাধীন গ্রাম, রথ অগণন ;
 সূর্য্যদেব উষাদেবী য়াহার স্বজন ;
 জল-নেতা যিনি তিনি ইন্দ্র জনগণ । ৭
 পরম্পর শত্রুসেনা আহ্বানে য়াহার ;
 উত্তম অধম শত্রু য়ার স্তব গায় ;
 একবিধ রথে চড়ি করে দুই জন
 নানা স্তব য়ার, তিনি ইন্দ্র জনগণ । ৮
 য়াহার অরুণা হলে যুদ্ধে পরাজয় ;
 রক্ষা হেতু যোদ্ধা লয় য়াহার আশ্রয় ;
 বিশ্বের প্রতিভূ যিনি ; অচ্যুত পতন
 হয় য়ার কোপে ; তিনি ইন্দ্র জনগণ ॥ ৯
 যিনি বহু মহাপাপী অপূজক জনে
 হত করিলেন স্বীয় শত্রু নিক্ষেপণে ;
 গর্জিত না পার য়ার উৎসাহ কখন,
 দম্ভ্যর নিহন্তা তিনি ইন্দ্র জনগণ । ১০
 অশ্বেষণ করি যিনি চল্লিশ বৎসরে
 লভিলেন ক্ষয়প্রাপ্ত পর্ব্বতে শব্দরে ;
 শয়ান ওজায়মান অহিকে হনন
 করিলেন যিনি তিনি ইন্দ্র জনগণ । ১১

বৃষভ, সবল, সপ্তরশ্মি (১) সংযোজিত
 যিনি করিলেন সপ্ত সিদ্ধ প্রবাহিত ;
 করিলেন স্বর্গারোহী রৌহিণে হনন,
 বজ্রবাহু যিনি, তিনি ইন্দ্র জনগণ । ১২
 আকাশ পৃথিবী ধারে নমস্কার করে ;
 পর্বত সকল ধীর ভয়েতে সিহরে ;
 বজ্রতুল্য বাহু যিনি করেন ধারণ—
 দৃঢ়াক্ষ, সোমপা,—তিনি ইন্দ্র জনগণ । ১৩
 অভিসবকারী, আর পাচক রচকে,
 কল্যাণে রাখেন যিনি স্তোত্র উচ্চারণে ;
 স্তোত্র করে, সোম করে যাহার বর্দ্ধন,
 এই অগ্নে বৃদ্ধি,—তিনি ইন্দ্র জনগণ । ১৪
 অভিসবকারী আর পাচক উভয়ে
 হে ইন্দ্র দিতেছ অন্ন দুর্নধর্ষ হয়ে ;
 অতএব সত্য তুমি, প্রিয় পুত্র পৌত্র
 লইয়া করিব মোরা নিত্য তব স্তোত্র । ১৫

(১) বরাহ, স্বতপঃ, বিদ্রাৎ মহঃ, ধূপি, ঝাপি, গৃহমেধ এই সপ্তরশ্মি ;
 সায়ণ । আমরা বেদে অনেক স্থানে সূর্য্যের বা ইন্দ্রের বা অগ্নির সপ্ত অব
 বা সপ্তরশ্মির কথা দেখিতে পাই । রাম ধনুতে যে সাতটি বর্ষ দেখা যায়
 তাহা হইতেই কি বৈদিক সপ্তরশ্মির অন্ততম উৎপন্ন হইয়াছিল ? আধুনিক
 ঐক্যমতিকে জানেন যে সূর্য্যালোকে সেই সপ্তবর্ষ নিহিত আছে ।

২৮ সূক্ত ।

বরুণ দেবতা । কূৰ্ম বা গৃৎসমদ ঋষি ।

বরুণ আদিত্য কবি স্বয়ং রাজমান ;
 ধীর মহিমায় সৰ্বভূত অভিভূত ;
 পায় ধীর ক্রপাবলে হর্ষ যজ্ঞমান ;
 তাঁর জ্ঞাত এই হব্য হয়েছে প্রস্তুত ।
 তিনি স্বামী দ্যুতিমান, এই ভিক্ষা চাই—
 তাঁহার স্মৃকীৰ্ত্তি যেন গাইয়া বেড়াই । ১

তব কৃতে ব্রতী হয়ে করি তব ধ্যান,
 হে দেব বরুণ ! তব স্তুতি গান করি,
 আমরা সকলে যেন হই ভাগ্যবান্ ;
 কর হেন হে বরুণ করুণা বিতরি ।
 গোমতী উষার দ্যুতি উদিলে গগনে ;
 শোভি যেন অগ্নিবৎ তব সংকীৰ্ত্তনে । ২

নেতৃবর বরুণ ! তোমাকে কত লোকে
 স্তুতি করিতেছে, তব আছে কত বীর !
 পারি যেন আমরা থাকিতে তব লোকে ।
 তোমরাও (১) দীপ্তিমান পুত্র অদিতির—

অদক তোমরা সবে—সখা নিবন্ধন
আমাদের অপরাধ করহ মার্জন । ৩

বরুণ আদিত্য ধাতা সৃজিলেন জল
প্রভূত, তাহাতে যত সিদ্ধ প্রবাহিত ;
বিশ্রাম, বিরতি নাই বহিছে কেবল,
বরুণ মহিমা সবে করি বিঘোষিত ।
পক্ষিগণ যে প্রকারে ভূমিপানে ধায়
উহারাও সে প্রকারে ধায় মৃত্তিকায় । ৪

রজ্জ্বৎ পাপে হায় বেঁধেছে আমার ;
হে বরুণ ! সে রশনা কর বিমোচন ;
বন্ধিত না হই যেন খামৃত ধারায়
(ছিন্নতন্ত্র ক'র না গো যজ্ঞের বসন ।
অসময়ে যজ্ঞমাত্রা হে দেব বরুণ !
না হয় বিকল যেন, নাহি হয় উন ॥ ৫

আমার নিকট হ'তে ভয় দূর কর,
অনুগ্রহ কর, হে সত্রাট সত্যবান !
বৎস হতে দাম যথা তথা পাপ হর,
হে বরুণ ! দয়া করি, আদিত্য মহান্ ।
তোমার করুণা হ'তে হইলে বন্ধিত,
নিমেষ না থাকে আর ঈশত্ব কিঞ্চিৎ । ৬

অম্বর বরুণ ! যারা যজ্ঞেতে তোমার
অপরাধী, সহে তারা যে অস্ত্র ষাটন ;
সহিতে না হয় যেন সে অস্ত্র প্রহার,
জ্যোতি বিয়োজিত যেন না হই কখন ।
অনিষ্টকারকে হেন কর বিশ্লেষণ,
রক্ষা যেন পায় আমাদের জীবন । ৭

কি অতীত, বর্তমান কিবা ভবিষ্যতে
নমঃ নমঃ শব্দ তোমা করিব নিশ্চয় ;
বহু স্থান সমুৎপন্ন বরুণ ! তোমাতে
সর্ববিধ কৰ্ম্ম আছে করিয়া আশ্রয় ।
পৰ্ব্বতে আশ্রিত বস্তু অচ্যুত যেমন,
তবাশ্রিত কৰ্ম্ম সব অচ্যুত তেমন । ৮

পিতৃঋণ পরিশোধ করহ রাজন্
যে ঋণ করেছি নিজে কর পরিশোধ,
ভোগ যেন নাহি করি অজ্ঞাজিত ধন
হে বরুণ ! আমাদের এই অনুরোধ ।
অনেক উবাই মুখে হয়নি উদয়,
বাঁচি যেন উষায়, আদেশ হেন হয় (১) । ৯

(১) ঋণ থাকিলে, উষার উদয় ও অমৃদয় তুলাই । এজন্য ঋষি বলিতেছেন অনেক উবা উদয়ই হয় নাই । ঋষিগণ পৈতৃক ও স্বকৃত ঋণের দ্বারে কষ্ট পাইতেন এই বাক্যে তাহার অনুভব করায় ।

হে রাজন্ ভীকু আমি আমাকে যে বলে
স্বপ্নদৃষ্ট ভয়ঙ্কর কথা হে বরুণ !

জ্ঞাতি হ'ন, বন্ধু হ'ন তাঁহারা সকলে
আমা হ'তে দয়া করি দূরেতে থাকুন ।

আমাদের রক্ষা হেতু বৃক ও তঙ্করে,—
যে হিংসা করে বা তাকে দাঙ দূর করে । ১০

ধনী কিম্বা দাতার নিকটে কদাচন
জ্ঞাতির দারিদ্র্য যেন বলিতে না হয় ;
থাকে যেন নিয়মিত ধন হে রাজন্ !
পারি যেন হে বরুণ ! যজ্ঞের সময়,
বীর পুত্র পৌত্রগণে হয়ে সমবেত,
তোমার প্রভূত স্তুতি করিতে নিয়ত (১) । ১১

(১) বরুণের অনেক স্তুতিতেই পাপক্ষয়ের জন্য চিন্তা দৃষ্ট হয় । ৭ম মণ্ডলেও তাহা পাঠক দেখিতে পাইবেন । এই স্তোত্রের ৭ম শ্লোকে “অহুঃ” শব্দ বরুণের বিশেষণার্থ ব্যবহৃত হইয়াছে ।

৩২ সূক্ত ।

১ ঙ্গাবা পৃথিবী । ২।৩ ইন্দ্র । ৪।৫ রাকা ।

৬।৭ সিনিবালী । ৮ ছয়জন দেবী ।

গৃৎসমদ ঋষি ।

হে ঙ্গাবা পৃথিবী এই ঋত্বিক স্তোতায়
রক্ষ, ইচ্ছা—প্রীত করি তোমা হই জনে ;

তোমাদের অন্ন শ্রেষ্ঠ ; অহ্বানে সবায় ;

ধনার্থে আমিও ডাকি মহত স্তবনে । ১

হিংসিতে নী পারে যেন দিবায় নিশায়

গুপ্তমায়া, নাহি হই শত্রু বশীভূত ।

করিও না ইন্দ্র ! চ্যুত তব বন্ধুতায় ;

মনে রেখ সখ্য আর আমাদের হিত । ২

সুখকরী, দুঃখবতী পীনতনুবতী

দৃঢ়াঙ্গী ধেমুর দান কর হৃষ্টমনে ;

পুরুহুত ইন্দ্র ! পাদে বাক্যে দ্রুতগতি—

দিবা রাত্রি আছি আমি তোমার স্তবনে । ৩

সুহবা রাকায় (১) ডাকি সুন্দর স্তুতিতে

গুহুন বুঝুন আমাদের অভিপ্রায় ;

(১) “সংপূর্ণ চক্ষা পৌর্ণমাসী রাকা”। পূর্ণিমা রাত্রির নাম রাকা ।

সীবন করুন কর্ম অচ্ছিত্ত সৃষ্টিতে ; (১)

প্রদান করুন বীর পুত্র শতদায় (২) । ৪

যে সুন্দর কৃপা তব দেখি বসুদানে

রাকে হব্য প্রদাতায়, অত সে কৃপায়

এসহে প্রসন্ন মনে আমাদের স্থানে,

সুভগে ! সহস্র সুখ তোমার দয়ায় । ৫

হে পৃথুজ্বনে ! দেবগণের ভগিনী

সিনিবালী ! (৩) হুতহব্য করহ সেবন ;

আমাদের প্রতি হয়ে সদয়া আপনি,

উপচিত কর দেবী অপত্য নন্দন । ৬

কি সুশ্রী অঙ্গুলি তাঁর ! বাহু কি সুন্দর

সুসুমা (৪) বহুসুবরী (৫) দেবি সিনিবালী ;

হিংশ পত্নী তাঁহাকে সবে করি সমাদর,

প্রদান করহ যজ্ঞে হবি হব্যাবলী । ৭

যিনি গুঙ্গু, (৬) যিনি রাকী, সিনিবালী যিনি,

যিনি সরস্বতী ! তাঁকে করি আবাহন ;

ইন্দ্রানীকে আহ্বানি রক্ষুন আসি তিনি ;

আহ্বানি বরুণানীকে স্বস্তির কারণ । ৮

(১) "To sew the work (apparently the formation of the embryo) with an unfailing needle." Muir. (২) শতদায় বহু ধন বিশিষ্ট । (৩) "দৃষ্টচন্দ্রমাবৃত্তা সিনীবালী" সারণ । (৪) সুপ্রসবিনী । (৫) বহু প্রসবিনী । (৬) গুঙ্গু শব্দে সারণানুসারে রাকী ও সিনিবালীর সহচরী বুঝাইতেছে ।

তৃতীয় মণ্ডল ।

৪ সূক্ত ।

আগ্নী (১) দেবতা । বিশ্বামিত্র ঋষি ।

প্রসন্ন মনেতে সমিৎ হও জাগরিত,

প্রসর্পিত তেজে ধন দাও দয়া করে ;

দেবগণে, দেব ! যজ্ঞে কর উপস্থিত,

যজ্ঞ সধীগণে সখা সানন্দ অন্তরে । ১

প্রতিদিন তিন তিন বারেতে ঘাঁহার

মিত্র, অগ্নি, বরুণ করেন যজ্ঞ নিত্য,

সে অগ্নি তনূনপাং উদক আধার

মধুমস্ত করুন এ যজ্ঞ স্নাতযুক্ত । ২

সর্বজন প্রিয়স্তবে ডাকহ হোতার

বন্দ্য, শ্রেষ্ঠ, ইষ্টবর্ষী যাতে হন প্রীত,

ইল হেন প্রত্যাশাম করুন তাঁহার,

করুন সে যোগ্য অগ্নি যজ্ঞ সমাহিত । ৩

(১) আগ্নী অর্থে অগ্নির রূপ । ১ম মণ্ডলের ১৩ সূক্তে দ্বাদশ ঋকে দ্বাদশ প্রকার অগ্নিরূপের স্তুতি আছে । যথা, (১) সুসমিদ্ধ (২) তনূনপাং (৩) নরাশংস (৪) ইলা (৫) বর্হিঃ (৬) দেবীদ্বার (৭) নজোষসৌ (৮) দেবো হোতারৌ (৯) ইলাসরথতীমহী (১০) ত্বষ্টা (১১) বনস্পতি (১২) ঋহা । এই সূক্তে নরাশংস ভিন্ন অপর ১১টি রূপের স্তব করা হইয়াছে । আগ্নী সূক্তগুলি পশু যজ্ঞে ব্যবহৃত হইত ।

তোমাদের জন্ত যজ্ঞে কৃত উর্দ্ধপথ,
 শুচি হব্য উর্দ্ধ দিকে হতেছে প্রস্থিত ;
 হোতা বসে নাভিদেশে, তাঁর দীপ্তি কত,
 দেবব্যাণ্ড বর্হি মোরা করিব বিস্তৃত । ৪
 ঋত দ্বারা দেবগণ বিশ্ব প্রীতিদাতা
 সপ্ত যজ্ঞে অকপটে করেন গমন ;
 দেবী-দ্বার নামে নারীরূপে যজ্ঞজাতা
 দেবতা প্রত্যক্ষ হেথা করন্ গমন । ৫
 একত্রে বা ভিন্ন দেহে স্তূত দিব্যরাত্রা,
 করুন প্রকাশ হয়ে যজ্ঞে আগমন
 মরুত্বান ইন্দ্র বরুণ আরও মিত্র ;
 আসেন যেমন দীপ্ত, আসুন তেমন । ৬
 দিব্যা ও প্রধানা হোত্রা দেবীদ্বয়ে আমি
 ভজিতেছি ; তথা সপ্ত ঋত্বিক্ দীপ্তিমান্
 স্বধা দ্বারা মুদিত করেন অন্ন-স্বামী
 প্রতিব্রতে যজ্ঞরূপ অগ্নিকে ব্রতবান্ । ৭
 ভারতীগণের সহ আসুন ভারতী,
 দেব নরগণ সহ অনল ও ইলা ;
 সারস্বতগণেতে আসুন সরস্বতী,
 তিন দেবী কুশেতে বসুন যজ্ঞশীলা । ৮
 বাহাতে প্রসূর্যহস্ত, দক্ষ, কশ্মী, তপ্ত !
 সমুৎপন্ন হর্ষ পুত্র বীর দেবকাম ;

পুষ্টিকর, প্রাণকর,—হইয়া সন্তুষ্ট
 হেন বীৰ্য্য দিয়ে পূর্ণ কর মনস্কাম । ৯
 বনস্পতে ! দেবগণে আন সন্নিধানে,
 শমিতায়ি দেবে হবি করুন প্রেরণ ;
 সত্যতর সে হোতা যজুন দেবগণে,
 কেননা, জানেন তিনি তাঁদের জনন । ১০
 ষ্মরিত দেবতা সহ ইন্দ্রের সহিত
 এক রথে সমিদ্ধ হইয়া আস অগ্নে ;
 স্পুত্রা অদিতি কুশে হ'ন প্রতিষ্ঠিত,
 স্বাহায় মুদিত হ'ন যত দেবগণে । ১১

৫৫ সূক্ত ।

বিশ্ব দেবগণ দেবতা । ১ উষা । ২—১০ অগ্নি । ১১
 অহোরাত্র । ১২—১৪ রোদসী । ১৫ রোদসী
 বা. দুানিশা । ১৬ দিক্‌সকল । ১৭—২২ ইন্দ্র
 পর্জন্তাত্মা ষ্ষ্টা বা অগ্নি । বিশ্বামিত্রের পুত্র
 প্রজাপতি অথবা বাকের পুত্র প্রজা-
 পতি ঋষি ।

উষার প্রকাশ পূর্বে হইলে তথমে,
 অক্ষর মহান সূর্য্য শোভেন গগণে ;

দেবগণে দেয় সবে ব্রত উপহার ;—
এক মহা অম্বরত্ব (১) সর্ব দেবতার । ১

অগ্নে । দেব-ক্রোধে যেন আমরা না পড়ি
না হন পদজ্ঞ পিতৃগণ যেন অরি ;
উঠিলেন সূর্য্য আবা পৃথিবী মাঝার ;—
এক মহা অম্বরত্ব সর্বদেবতার । ২

কামনা আমার বহু, চারিদিকে ধায়,
পুরাতন স্তব দীপ্ত যজ্ঞ কামনায় ;
করিব সমিধানলে সত্যের উচ্চার ;
এক মহা অম্বরত্ব সর্ব দেবতার । ৩

সমান বিরাজ অগ্নি—বেদিতে শয়ান
বনেতেও অগ্নি ; স্বর্গে বৎসের সমান ;
ক্রোড়েতেও আছে অগ্নি মাতা বসুধার ;
এক মহা অম্বরত্ব সর্ব দেবতার (২) । ৪

জীর্ণ ওষধিতে সত্ত্বজাত ও তরুণে
কে না উপলব্ধি পায়েরে করিতে আগুণে ?

(১) “অম্বরত্বং প্রাবল্যমিতি ।” সারণ । “দেবগণের মহৎ বল একই”
রমেশ বাবু । The great divinity of the gods is one. Max
Muller, আমি অম্বরত্ব শব্দ অবিকল রাখিয়াছি ।

(২) এই শব্দের সোম পক্ষে এক অর্থ আছে ।

প্রসবে অজাত গর্ভা ফল কত আর ;—

এক মহা অশুরত্ব সর্ব দেবতার (১) । ৫

করেন দ্বিমাতা (২) সূর্য্য পশ্চিমে শয়ন ;

বৎস বৎ পূর্বে তাঁর কিবা বিচরণ !

মিত্র বরুণের এই কার্য্য অনিবার ।

এক মহা অশুরত্ব সর্ব দেবতার । ৬

যজ্ঞের সম্রাট্, হোতা, দ্বিমাতা অনল ;

স্বর্গে সূর্য্য, ভূমে মূল-কারণ কেবল ;

স্তোতা রম্য বাক্যে স্তুতি করিতেছে তাঁর ;

এক মহা অশুরত্ব সর্ব দেবতার । ৭

যোদ্ধাশূর কাছে সৈন্ত যথা প্রতিহত ।

অগ্নির সম্মুখে তথা ভূতজাত যত ;

অগ্নিস্থিতা দীপ্তি করে জলের সংহার ;

এক মহা অশুরত্ব সর্ব দেবতার । ৮

আছেন পালক দূত ওষধি ভিতর ;

শোভেন সূর্য্যের সহ ছাপৃথ্বী অন্তর ;

নানারূপে আমাদের প্রতি দয়া তাঁর ;—

এক মহা অশুরত্ব সর্ব দেবতার । ৯

(১) এই শব্দের সূর্য্যার্থেও এক ব্যাখ্যা আছে।

(২) দ্যাৱা ও পৃথিবী দুই মাতা বাহ্যার ।

প্রিয় ও অমৃত তেজ করিয়া ধারণ,
গোপা বিষ্ণু পরস্থান করেন রক্ষণ ;
বিশ্ব চরাচর জ্ঞাত অগ্নি দেবতার ;
এক মহা অম্বরত্ব সর্ব দেবতার । ১০

সুগন্ধ অহোরাত্রি ধরে বপু নানারূপ ;
শুক্লা শ্রামবর্ণা ছই ভগিনী স্বরূপ ;
রুচির একের বর্ণ অগ্না কৃষ্ণা আর ;—
এক মহা অম্বরত্ব সর্ব দেবতার । ১১

মাতা ও ছহিতা যত্র উভে পরস্পরে
রসদানে ধেনুবৎ সঙ্গত অন্তরে (১) ;
তত্র জ্বাৰা পৃথিবীকে প্রার্থনা আমার ;
এক মহা অম্বরত্ব সর্ব দেবতার । ১২

পৃথিবীর বৎসানলে করিয়া লেহন
ধেনুরূপা হ্যাদেবতা করেন গর্জন ;
কোথা হতে পান তিনি মেঘ পুনর্কার ?
সূর্য্য হইতে পান পৃথ্বী সলিল আবার ;—
এক মহা অম্বরত্ব সর্ব দেবতার । ১৩

নানারূপ পরিধান করেন ধরণী ;
 লেহন করেন ত্র্যবি (১) উর্দ্ধগতা তিনি ;
 স্তব করিতেছি জেনে সেই সূর্যাগার ;
 এক মহা অম্বরত্ব সর্ব দেবতার ১৪

পদদ্বয়বৎ দৃষ্ট দ্বাপৃথ্বী-অস্তর
 দিবা রাত্রি, ব্যক্ত একে অব্যক্ত অপর ;
 যাদের মিলন পথ আয়ত্ত সবার ;
 এক মহা অম্বরত্ব সর্ব দেবতার । ১৫

শিশু-শূত্র। রূপপূর্ণা শয়ানা ক্ষীরদা,
 যুবতী নীরদমালা নবীনা সর্বদা ;
 বিধূনিত হ'ক সেই ধেমু সমাহার ;
 এক মহা অম্বরত্ব সর্ব দেবতার । ১৬

এক দিকে হয় মহা ইন্দ্রের গর্জন,
 অত্র দিকে হয় তাঁর প্রভূত বর্ষণ ;
 তিনি জলবর্ষী রাজা পাত্র প্রার্থনার ;
 এক মহা অম্বরত্ব সর্ব দেবতার । ১৭

ইন্দ্রের অশ্বের কথা করিব বর্ণন,
 জানেন দেবতা সবে স্তম্ভর কেমন ; *

(১) ত্র্যবি দেড়বৎসব বয়স্ক বৎস । এ স্থলে তরুণ সূর্য্যকে বুঝাইতেছে ।

ষট্ পঞ্চ পঞ্চভাবে (১) যুক্ত রথে তাঁর ;

এক মহা অশ্বরত্ন সৰ্ব দেবতার । ১৮

ঈষ্টী বহুরূপধারী দেবতা সবিতা,

প্রজার পালক বহু প্রজা জনহিতা ;

এ বিশ্ব ভুবন সব সৃজন তাঁহার ;

এক মহা অশ্বরত্ন সৰ্ব দেবতার । ১৯

মহতী সঙ্গতা উভে, ইন্দ্রতেজে ব্যাপ্তা

দ্যুপৃথীকে করিলেন খগ পশু যুক্তা ;

বসুলাভ হয় শুনি বীরছে তাঁহার,

এক মহা অশ্বরত্ন সৰ্ব দেবতার ॥ ২০

ক্ষিতি অন্তরীক্ষ কাছে ধাতা ইন্দ্ররাজ

হিতকারী মিত্রবৎ আছেন বিরাজ ;

গৃহে থাকে, অগ্রে চলে মরুদগণ তাঁর,

এক মহা অশ্বরত্ন সৰ্ব দেবতার । ২১

তোমা হ'তে সিদ্ধি পায় ওষধি সকল

তোমা হ'তে ইন্দ্র হয় বহির্গত জল ;

ধরিদ্রী ধরেন ধন নিমিত্ত তোমার ;

ভাগ যেন পাই সখা আমরা তাহার ;

এক মহা অশ্বরত্ন সৰ্ব দেবতার । ২২

(১) এখানে ইন্দ্র কালান্তরক । হয় বা পাঁচ অথ বড় বড় বা পঞ্চ বহু ।

৬২ সূক্ত ।

১—৩ ইন্দ্রাবরুণ ; ৪—৬ বৃহস্পতি ; ৭—৯ পুষা ;
১০—১২ সবিতা ; ১৩—১৫ সোম ; ১৬—১৮
মিত্র ও বরুণ ।

বিশ্বামিত্র ঋষি । কেবল শেষ তিনিটী ঋকের,
কাহার কাহার মতে, জমদগ্নি ঋষি ।

না পারে হিংসিতে যেন হে ইন্দ্রবরুণ,
ভ্রাম্য মান্ত প্রজাগণে অরাতিতরুণ ;
কোথা হেন যশ ইন্দ্র বরুণ সম্ভবে,
যাহাতে করিলে বশ অগ্নে আমা সবে ? ১
ধন লাভাশায় এই খ্যাত যজ্ঞমান
আশ্রয়ার্থে তোমাদিগে করেন আহ্বান ;
হ্যালোক ভুলোক আর সহ মরুদগণ,
আমাদের আবাহন করহ শ্রবণ । ২

ইন্দ্রবরুণ ! হউক আমাদের ধন ;—
সর্বকর্ম্মকম ধন হ'ক মরুদগণ !
বরগীয়া দেবী সবে শরণপ্রদানে,
পালুন ভারতী হোত্রা দক্ষিণার দানে । ৩
বৃহস্পতে ! সর্বদেবগণ-হিতকর *
হব্য লও, যজ্ঞমানে রত্ন দান কর । ৪

শুদ্ধাত্মা সে দেবে কর স্তব নমস্কার ;
 অনম্য ওজের জন্ত প্রার্থনা আমার ; ৫
 মানবের ইষ্টদাতা, অদাত্য বরণ্য,
 বিশ্বরূপ বৃহস্পতি সবে প্রণম্য । ৬
 এ নব সুন্দর স্তব তোমারি পুষণ !
 তোমার জন্তে তাহা করি উচ্চারণ । ৭
 যোষা কাছে যথা আসে বধু শ্রিয়জন
 এ হলদিনী স্তুতি দেব শুনহ তেমন । ৮
 করেন দর্শন যিনি এ বিশ্ব ভুবন,
 আমাদের সে পূজা করুন পাল ৯
 সেই বরণীয় তেজ সবিতৃ দেবের
 ধ্যান করি, দেন যিনি বুদ্ধি আমাদের (১) ।

(১) এই একটি প্রসিদ্ধ গায়ত্রী মন্ত্র। গুরু যজুর্বেদ ও সামবেদেও ইহা আছে। এই শব্দের নানা প্রকার অর্থ করা হয়। নিম্নে কয়েকটি উদ্ধৃত হইল।

“যিনি আমাদের ধীশক্তি প্রেরণ করেন, আমরা সেই সবিতাদেবের সেই বরণীয় তেজঃ ধ্যান করি।” রমেশচন্দ্র দত্ত।

“আমরা সবিতৃদেবের সেই বরণীয় তেজঃ ধ্যান করি বাহার লভ্যাবে আমরা স্বীয় স্বীয় কর্তব্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ হই”। সত্যব্রত সামশ্রমী।

“সবিতৃদেবের বরণীয় তেজঃ আমরা ধ্যান করি, যিনি আমাদের বুদ্ধি-বৃত্তি প্রেরণ করেন।” বাক্সিম চট্টোপাধ্যায়।

আত্মিক বুদ্ধি অর্থ করিয়াছি। বুদ্ধি শব্দ হলে ধী পাঠ করিলেও কতি নাই।

অন্ন বাসনায় দেব ভগ সবিতাম্

স্তব করি, যাচঞা করি, ধনের আশায় । ১১

ধীমান মেধাবিগগ কৰ্ম্ম-নেতা য়াৱা

পূজেন যজ্ঞেতে স্তোত্রে সবিতায় তাঁৱা । ১২

সংস্কৃত দেবতা জগ্ন ঋতের যোনিতে,

পথবিৎ সোমরস আসিতে আসিতে ;—

আমাদিগে দ্বিপদে ও জীবে চতুষ্পদে

প্রদান করুন অন্ন স্বাস্থ্যসুখপ্রদে । ১৩।১৪

আমাদিগে আয়ু দিৱে, শত্রু করি ক্ষয়,

আসীন হউন সোম শোভি যজ্ঞালয়ে । ১৫

সূক্রতু বরুণ মিত্র ! গোষ্ঠপূর্ণ ঘৃতে,

গৃহ পরিপূর্ণ কর মধুর রসেতে । ১৬

শুচিব্রত ! বহুস্তূত বৃদ্ধোপাসনায় !

শোভমান হও স্তবে মাহাত্ম্যপ্রভায় । ১৭

জমদগ্নিস্তুত হয়ে বস যজ্ঞালয়ে,

যজ্ঞ শুভ কর উভে সোম রস পিয়ে । ১৮

চতুর্থ মণ্ডল ।

৩০ সূক্ত ।

১—৮, ১২—২৪ ইন্দ্র । ৯—১১ ইন্দ্র ও উষা ।

বামদেব ঋষি ।

হে বৃজ্রহা ইন্দ্র ! কেবা শ্রেষ্ঠতর ;—
কার খ্যাতি এত তোমার মত ? (১)

চক্রবৎ এই প্রকৃতি নিকর
তবামুসরণে সকলে রত ;
তুমিই মহান্ তুমিই খ্যাত । ২

তব বল লভি দেবগণ সবে
যুঝিল, বধিলে তুমি দিবানন্ত ; ৩

সবছু কুৎসকে সে ঘোর আহবে
দিলে সূর্য্য-চক্র করিয়া হত । ৪

যে রণে একাকী দেববৈরীগণে,
হিংসক দিগকে করিলে হত ; ৫

নরহিতে হিংসি সহস্র কিরণে
রক্ষিলে এতর্শে শচীরক্ষিত (১) । ৬

(১) শচী—বৃদ্ধকর্ষ (সারণ)

বুঝিলে তৎপরে কিবা ঘোরতর
বধিলে দিবায় দহুতনয়ে ; ৭

করিলে এমন প্রথর সমর
স্বর্গের ছহিতা মরিল ভয়ে (১) । ৮

উষা পূজনীয়া স্বর্গের ছহিতা
পিষিতা তাঁহারে করিলে তুম ; ৯

ভগ্নরথা উষা অতিশয় ভীতা,
নামিয়া আসিলা তখন ভূমি । ১০

শকট তাঁহার বিপাশে পড়িল
চূর্ণীকৃত—তিনি স্নদুরে প্তিত । ১১

সিদ্ধকে ধরায় সম্পূর্ণ-সলিল
প্রজ্জায় করিলে তুমি স্থাপিত । ১২

শুষ্কপুরী সব করিয়া পিষিত
করিলে তাহার ধন লুণ্ঠন ; ১৩

দাস কোলিতরে (২) গিরিপরিহৃত,
শব্দে করিলে অবহনন । ১৪

(১) স্বর্ধ্যাক্ষপ ইন্দ্রের উদরে উষার বিনাশ হয় ইহাই বোধ হয় এই
শব্দের অর্থ ।

(২) কুলিতরের অপত্য শব্দে । •

পঞ্চশত আর সহস্রানুচর
 ছিল দাস বর্জি-চতুরদিকে
 শঙ্কু যথা করে বেষ্ঠন চকর,
 বধিলে হে ইন্দ্র ! তুমি তাদিগে । ১৫

শতক্রতু ইন্দ্র অগুর সন্ততি
 পরাবৃন্তে স্তোত্রে করিলা ভাগী ? ১৬

অশ্বাত যহ তুর্বশে শচীপতি
 করিলেন অভিসেকোপযোগী । ১৭

তুমি অবিলম্বে সরযুর পারে
 আৰ্য্য অর্ণ চিত্ররথে বধিলে (১) । ১৮

অক্ষ, পশু—বহু তাজেছে যাহারে,
 (তুমি তাহাদিগে স্নুখে রাখিলে । ১৯

পাষাণের শত সংখ্যক নগর
 দিবোধাসে ইন্দ্র করিলে দান ; ২০

দভীতির জন্ত ত্রিশসংস্কার
 দাসেরে করিলে নিদ্রিতবান্ । ২১

(১) আৰ্য্যগণ ক্রমে সরযুতীর অতিক্রম করিয়া রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন । কেবল আৰ্য্যানার্য্যেই যুদ্ধ হইত এমন নহে । আর্য্যে আর্য্যে ও যুদ্ধের উল্লেখ এই ধকে পাওয়া যায় । সরযুর অপর পারে আৰ্য্য অর্ণ ও চিত্ররথের বধের উল্লেখ এই ধকে পাওয়া গেল ।

এ সমস্তে ইন্দ্র করেছ বিচ্যুত
গোপালক তুমি সম সকলে ; ২২

তব বল ইন্দ্র সামর্থ্য সংযুত
কে পারে হিংসিতে তোমার বলে ? ২৩

প্রদান করুন অর্য্যমা তোমায়
মনোহর ধন, শক্রনাশক !

পুষা ভগ দেব করুণতী আর
দিউন সে ধন মনোহারক । ২৪

৪০ সূক্ত ।

১—৪ দধিক্রা (১) ৫ ইন্দ্র ।

বামদেন্ন ঋষি ।

করিব আমরা স্তুতি বারম্বার

দেবতা দধিক্রাবার ।

উষাগণ সবে প্রেরণ আমাকে

করুন কর্মেতে তাঁর ॥

(১) অশ্বরূপী অগ্নির নাম দধিক্রা ।” সায়ণ ।

“Dadhikra or Dadhikravan...The sun under the type of a horse.” Wilson.

জল, অগ্নি, উষা, স্বৰ্ঘা, বৃহস্পতি
জিষ্ণু দেব আঙ্গিরস ।

এ সব দেবের করিব স্তবন
গাইব তাঁদের যশ ॥ ১

বসি দধিক্রাবা দেব গতিশীল,
পোষক, গাভীপ্রেৱক ।

সুরম্য উষায় অন্ন বাসনায়
লইয়া পরিচারক ॥

তিনি শীঘ্রগামী সত্য, বেগগামী
চাক্ষু লক্ষ্যগামী কিবা ।

অন্ন, বল, স্বৰ্গ কর্তা প্রদান
সবে দেব দধিক্রাবা ॥ ২

বিহঙ্গ যেমন বিহঙ্গ পশ্চাদে
করয়ে অন্নগমন ।

সে রূপে সকলে করে দ্রুতগতি
দধিক্রাবানুসরণ ॥

শোন পক্ষীবৎ অতি দ্রুতগামী
দধিক্রাবা জ্ঞাপকর ।

তাঁর বক্ষ চতুর্দিকে আর সবে
করে গতি একান্তর ॥ ৩

ঐবান্দেণে বন্ধ বন্ধ মুখে কক্ষে
সেই অর্থ কি সুন্দর ।

দ্রুতপাদক্ষেপ করিয়া বিস্তার
 আসিছেন কি সন্দ্বর ॥
 যজ্ঞ অভিমুখে সমধিক বেগে
 আগমন দধিক্রার ।
 সর্পবৎ বক্র পথ অনুসারে
 সর্বদা গমন তাঁর ॥ ৪
 আকাশেতে হংস অন্তরীক্ষে বনু
 ঋত বেদিস্থলে হোতা ।
 গৃহেতে অতিথি নৃসঙ্গে বসতি
 তিনি বরেণ্য দেবতা ॥
 যজ্ঞস্থলে আস ব্যোমেতে নিবাস
 জলে ও কিরণে জাত ।
 ঋতেতে উদ্ভব অদ্রিতে সম্ভব
 তিনিই কেবল সত্য (১) ॥ ৫

(১) এই ঋকটি প্রসিদ্ধ হংসবতী ঋক । শুক্ল যজুর্বেদে ও দুই স্থানে এই ঋকটি আছে । ঐ বেদের টীকাকার মহীধর বলেন যে এই ঋকে পরব্রহ্মের কথা বলা হইরাছে । কিন্তু পাঠক দেখিবেন, ঋকের কুত্রাপি পরব্রহ্মের কথার উল্লেখ নাই । তবে ঋত যে সর্বত্র বিদ্যমান সেই কথা বলা এই ঋকের উদ্দেশ্য ইহাষ্টে সন্দেহ নাই । সুতরাং ঋত শব্দের অর্থ কি বুঝিতে হইবে ।

“ঋতন্ত সত্যন্তাবশ্যভাবিনঃ কৰ্ম্মফলন্ত ” সায়াণ ।

“ঋতমিত্যুদক নাম সত্যং বা” বাস্ক ।

“Max Mullar বিবেচনা করেন সূর্য্য ও চন্দ্র নক্ষত্রাদির নির্দিষ্ট গতিকে প্রথমে “ঋত” কহিত । পরে সেই গতি দ্বারা নির্দ্বারিত যজ্ঞকে ঋত বলিত । অবশেষে ঋত শব্দের সাধারণ অর্থ নিয়ম বী ধর্ম হইল ।”

বেদসংহিতা।

৫৭ সূক্ত।

১—৩ ক্ষেত্রপতি (১)। ৪ শুন। ৫, ৮ শুনাসীর।

৬, ৭ সীতা। বামদেব ঋষি।

সহ ক্ষেত্রপতি অতি হিতকর,
করিব আমরা ক্ষেত্রের জয় ;
পুৰিবেন তিনি গো-অশ্ব নিকর,
দেন তিনি হেন সুখ নিচয়। ১

ধেহু দেয় পয় যথা ক্ষেত্রপতি,
মধুময় পুত মাধুরীময় ;
দেও দ্ব্যততুল্য প্রভূত তেমতি
পয় পতিগণ ! হরে সদয়। ২

মধুময় হ'ক ওষধি নিচয়,
মধুময় জল আকাশান্তর,
হউন ক্ষেত্রের পতি মধুময়,
চরি পাছে তাঁর নিক্সিগ্নাস্তর। ৩

(১) ব্রহ্মং ক্ষেত্রপতিং ব্রাহ্মঃ কেচিদগ্নি মথা পরে।

অতঃ প্রত্যং বা কশ্চিং ক্ষেত্রপতিং ব্রহ্মচর্যে ॥ সারণ।

গৃহ নৃত্তে লিখিত আছে যে, লাজল দিয়া চাষ করিবার পূর্বে এই নৃত্তের
প্রত্যেক ঋক পাঠ করা কর্তব্য।

বলীবর্দ স্তুথে, স্তুথে আর নর,
লাজল করুক স্তুথে কর্ষণ ;
বদ্ধ হ'ক স্তুথে প্রগ্রহ নিকর,
প্রভোদ করহ স্তুথে প্রেরণ । ৪

শুন সীর ! (১) জল স্রজিলে আকাশে,
আমাদের স্তব কর সেবন ;
তোমরা উভয়ে দয়ার প্রকাশে
সেই জলে কর ধরা সিঞ্চন । ৫

হে সীতে স্তুভগে হও অভিমুখী ;
তোমার আমরা বন্দনা করি ;
কর আমাদিগে ধনদানে স্তুখী ;
স্তুখী কর আর ফল বিতরি । ৬

করুন সীতাকে ইন্দ্র নিগ্রহণ ;
পুষাও করুন তাঁকে চাঁলিতা ।
বৎসরে বৎসরে শব্বোর দোহন
পন্নস্বতী হয়ে করুন সীতা (২) । ৭

(১) শৌনকের মতে শুন দ্বাদেবতা অর্থাৎ ইন্দ্র এবং সীর বায়ু । বাক্য বলেন শুন বায়ু, সীর আদিত্য । সীর শব্দের আদি অর্থ লাজল “সীরানি হলানি” মহীধর (গুরুবজ্রবর্ষ ১২ । ৬৩) রমেশ বাবু ইঙ্গিত করেন শুনসীর কৃষি কার্যের উপকরণস্বরূপ ।

(২) “সীতা লাজল পদ্ধতি” মহীধর । সীতা অর্থে লাজল দ্বারা চিহ্নিত ভূমিতে রেখা ।

কালে স্থখে হ'ত ভূমির কর্ণণ,
কৌনাশ, বলদ স্থখে চলুক ।
যেব পয়ামৃত করুন সিঞ্চন,
শুনসীর ! দাও মোদিগে স্থখ । ৮

পঞ্চম মণ্ডল ।

২৩ সূক্ত ।

অগ্নি দেবতা । অত্রির পুত্র ছ্যাম্ন ঋষি ।

শক্রজয়ী পুত্র ছ্যাম্নে কর অগ্নে দান,
পরাক্রমে যে তনয় করি পরাজয়,
সমরে সকল লোকে বলে তেজীয়ান
উপার্জন করিবেক গৌরব অক্ষয় । ১

ওহে পরাক্রান্ত অগ্নে, অদ্বুত গোদাতা,
সত্যের স্বরূপ দেব তুমি অন্ন দাতা,
সৈন্ত পরাজয়ে শক্র আমারে এমন
প্রদান করহ অগ্নে একটি নন্দন । (১) ২

(১) এই সূক্তে ঋষি একটি সৈন্ত বিজয়ী পুত্র চাহিতেছেন । ঋষিরা সংসারী ছিলেন । এই সূক্তের দ্বারা বুঝা যায় ঋত্বিক অর্থাৎ পুরোহিত সম্প্রদায় একটি বিভিন্ন জাতি হয় নাই এবং বোদ্ধ সম্প্রদায়ও একটি ভিন্ন জাতি হয় নাই । এ সময়েও ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় দুই স্বতন্ত্র জাতি নহে ।

ঋষিক সকলে করি কুশের ছেদন,
সমবেত হ'য়ে করে তোমা আকিঞ্চন ;
তুমি প্রিয় তুমি হোতা যজ্ঞের শালায় ;—
যাচে নানাবিধ ধন তাঁহারা তোমায়। ৩

সেই লোকশ্রুত ঋষি বিশ্বের আশ্রয় ;
শক্রঘাতী বল তাতে হ'ক উপচয়,
দীপ্তি দাও আমাদের গৃহে দেব অগ্নে,
গৃহগুলি পূর্ণ হ'ক সে প্রচুর ধনে ;
প্রজলিত হও অগ্নে জলদ আগুনে ! ৪

২৮ সূক্ত ।

অগ্নি দেবতা ।

আত্রেয়ী বিশ্ববারা নাম্নী ঋষি (১) ।

আকাশে সমিধানগ কি সুনন্দর সমুজ্জল
উষার প্রকাশে শোভে মহতী প্রভাৱ ।
পূর্বমুখী বিশ্ববারা দেবগণে স্তুতি দ্বারা
তুষ্টিতে আগতা করে হব্যপাত্র ভাৱ ॥ ১

(১) এই যজ্ঞের ঋষি জনৈক। অত্রি গোত্রীয় বিশ্ববারা নাম্নী সেই ঋষি।
ঋষিদের মন্ত্র রচনা বা সকলন করা ত্রীলোকের ক্ষমতার বহির্ভূত ছিল না।
এই সূক্ত দ্বারা তাহা প্রমাণিত হইতেছে বিশ্ববারা ঋষি বাস্পত্য সম্বন্ধে স্মৃতির
করিনার জন্ত ৩য় ঋকে অগ্নির নিকট প্রার্থনা করিতেছেন।

ହୈନ୍ନା ମିଧ୍ୟାମାନ ଅମୃତ କର ବିଧାନ
 ହବ୍ୟଦାତ୍ୱ କଲ୍ୟାଣାର୍ଥ ହଓ ଉପସ୍ଥିତ ।
 ଧାକ ଅଗ୍ନେ କାଛେ ସାର କି ଧନ ନାହିକ ତାର
 କରେ ସେ ସନ୍ଧୁଥେ ତବ ଆତିଥ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ । ୨

ମହା ମୌଭାଗୋର ଜନ୍ତେ ଶକ୍ରଗଣ ଦମ ଅଗ୍ନେ
 ହୈକ ତୋମାର ଦୀପ୍ତି ଆରୋ ମୁଞ୍ଚଳ ।
 ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସନ୍ଧକାନଳ କର ଦେବ ହୁଶୃଙ୍ଗଳ
 ନିଜବଳେ ପ୍ରତିହତ କର ଶକ୍ରବଳ ॥ ୩

ସଦନ ମିହିକ ହଓ ଯଦା ପୂର୍ଣ୍ଣଦୀପ୍ତି ରଓ
 ତବ ଶ୍ରୀର କରି ଆମି ତଦନ ସ୍ତବନ ।
 ହ୍ୟାସର୍ବା ହୈରେ ତବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ କରି ମବେ
 ସଦା ଯୋଗ୍ୟତାବେ କର ଯଜ୍ଞ ହୁଶୋଭନ । ୪

ମିହିକ ଆହୂତ ଅଗ୍ନେ ! ପୂଜ ଦେବଗଣେ ।
 ତୁମି ହବ୍ୟଦାତା ଦେବ ପୂଜ ତେକାରଣେ ॥ ୫
 କରହ ଅଗ୍ନିତେ ହୋମ ଆରକ୍ଷ ଯଜ୍ଞେତେ ।
 ସେବା କର, ବର ଡାକେ ହବ୍ୟ ବହନେତେ (୧) ॥ ୬

৬২ সূক্ত (১) ।

১—৪ এবং ১১—১৬ মরুদগণ দেবতা ।

অশ্রান্য ঋকে নানাবিধ নামের উল্লেখ আছে ।

শ্রাবাস্থ ঋষি ।

একে একে কে তোমরা শ্রেষ্ঠ নেতাগণ !

দূর হ'তে হেথায় করিলে আগমন ? ১

(১) “সায়নাচার্য্য বলেন একটি আশ্চর্য্য প্রাচীন ইতিবৃত্ত অনুলম্বন করিয়া এই স্তোত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। তিনি বলেন আগম পারদর্শিরা এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যে দর্ভের পুত্র রাজা রথবীতি অত্রিবাংশীয় অর্চনানাকে হোতৃ কার্য্যে বরণ করিয়াছিলেন। অর্চনানা পিতৃসমীপে রাজপুত্রীকে দর্শন করিয়া স্বপুত্র শ্রাবাস্থের সহিত তাহার বিবাহ দিবস নিমিত্ত রাজার নিকট প্রার্থনা করিলেন। রাজা তাহাতে সন্মত হইয়া নিজ মহিষীকে জিজ্ঞাসা করায় রাজমহিষী এই আপত্তি করিলেন যে, তাঁহাদের বংশে সকল কস্তারই ঋষিগণের সহিত বিবাহ হইয়াছে, অথচ শ্রাবাস্থ ঋষি নহেন; তরাং তাঁহার সহিত কিরূপে বিবাহ হইবে? এই আপত্তি উপস্থিত হওয়ার রাজা শ্রাবাস্থের সহিত নিজ কস্তার বিবাহ দিতে অসম্মত হইলে, শ্রাবাস্থ রাজকুমারী প্রাপ্তির আশায় কঠোর তপস্তা আরম্ভ করিয়া ভিক্ষার্থ পর্য্যটন করিতে করিতে একদা রাজা তরস্তের মহিষী শশীরসীর নিকট উপস্থিত হইলেন। শশীরসী শ্রাবাস্থকে সঙ্গে লইয়া পতি সমীপে উপস্থিত হইলে, রাজা তাঁহাকে সমুচিত অতিথি সংকার করিতে বলিলেন। অনন্তর শশীরসী তাঁহাকে গোবৃথ আভরণ প্রদান করিলে তরস্ত তাঁহাকে অভিলষিত ধন প্রদান করিয়া নিজ অমুজ পুত্রসমীপে নিকট প্রেরণ করিলেন। শ্রাবাস্থ গমন কালে পথিমধ্যে মরুদগণের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার সভর চিন্তে কৃতান্তলিপুটে তাঁহাদিগের স্তব করিতে লাগিলেন। মরুদগণ ভূষ্ট হইয়া তাঁহাকে ঋষি বলিয়া স্বীকার করিলেন ও তাঁহাদের প্রসাদে তিনি স্তবজ্ঞ হইলেন। অনন্তর রথবীতি ও তাঁহার মহিষী শ্রাবাস্থের সহিত রাজকুমারীর

তোমাদের অশ্ব কোথা ? বলগা কোথায় ?

কিবা শক্তি ? কিরূপে বা চলিতেছ হার ?

পৃষ্ঠে আস্তরণ নাকে রজ্জু দেখা যায় । ২

হইতেছে কশাঘাত অশ্বের জঘনে ;

বিবৃত করিছে উরুদ্বয় যন্তুগণে,

করে যথা নারীগণে পুত্র উৎপাদনে । ৩

মর্ত্য হিতকারী ভদ্রজন্মা বীরগণ !

অগ্নি তপ্তবৎ দৃষ্ট হতেছ কেমন ! ৪

শ্রাবাশ্বের স্তন্য সেই তরুন্ত রাজার

বাধিলেন যিনি স্বীয় ভূজের লতার ;

সে মহিবী শশিরসী দিলেন আমার্জ

গো অশ্ব ও শত মেঘ পশু সমুদায় ; ৫

দেবতার না পূজে, না করে বিতরণ,

এহেন পুরুষ চেয়ে শ্রেষ্ঠ তিনি হন । ৬

বুঝেন ব্যথিত-ব্যথা, ভূষিতাকিঞ্চন,

বিবাহ দিলেন । পুরুষীহ, তরুন্ত, শশিরসী, যথবীতি ও মনুষ্যগণ তুষ্ট হইয়া
শ্রাবাশ্বকে বাহা প্রদান করিয়াছিলেন এই স্তোত্রে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে ।

এইরূপ বৈদিক আখ্যানসমূহ হইতে উপলব্ধি হয় যে তৎকালে ঋষি ও
ঋষিকগণের সহিত রাজকল্যাণের বিবাহে কোন বাধা ছিল না । ঋষি ও
ঋষিকগণের একটি ভিন্ন জাতি “(অর্থাৎ caste) সঙ্গঠিত হয় নাই ।”
কনেশ বাবুর টীকা ।

ধনার্থীরে দেন ধন দেবতার মন ! ৭
 তাঁহার পতির গুণ স্তবের অতীত ;
 সকল সময়ে যার দান এক মত । ৮
 এ শ্রাবাশ্বে যে যুবতী পথ প্রদর্শন
 কবিগাহিলেন হয়ে হরষিত মন !—
 তাঁর দন্ত লাল ছই অশ্ব নিল মোরে
 দীর্ঘযশা বিজ্ঞ পুরুষীষ রাজদ্বারে । ৯
 দিলেন সে বিদদশ্বি মোরে ধেনু শত
 আর বহুমূল্য ধন তরস্তের মত । ১০
 শুনিছেন মরুদগণ সোমপানে রত
 আসি বেগামী অশ্বে স্তব করি যত । ১১
 স্বর্গ ও পৃথিবী ব্যাপ্ত যাদের প্রভাষ
 শোভেন রথেতে যারা পৃথ্য সম ভাষ ; ১২
 নিত্য সে মরুদগণ তরুণ উজ্জল ;
 রথাক্রুত, অনিন্দ্য রূপেতে সমুজ্জল,
 দুর্দ্দম তাঁদের গতি শোভন কেবল । ১৩
 যাহাদের ভয়ে শত্রু হয় কম্পবান্,
 নিম্পাপ করেন যারা জলের বিধান।
 যেখানে সে মরুদগণ হন উল্লাসিত,
 কে জানে সে স্থান আছে কোথা অবস্থিত ? ১৪
 স্তবপ্রিয় তোমাদিগে এহেন স্তবন *
 যে করে তাঁহারে কর স্বর্গতে বহন !

করিলে যজ্ঞেতে তোমাদের আবাহন
 সে আহ্বান তোমাদের পরশে শ্রবণ । ১৫
 শক্রঘাতী, ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন, পূজনীয় !
 দাও আমাদের তবে ধন বাঞ্ছনীয় । ১৬
 হে রাত্রি ! আমার স্তব করহ বহন
 দার্ত রথবীতি কাছে ; বহুধে যেমন
 রথী, তথা বহু মম এসব বচন । ১৭
 সোম যজ্ঞ শেষ হ'লে হইয়া আমার
 বলিবে রথবীতিকে এই সমাচার !—
 হয় নাই হীন কিছু মম কামনার ! ১৮
 গোমতীর তীরে (১) ধনবান্ রথবীতি
 পর্ব্বতের প্রান্তে গৃহে করেন বসতি । ১৯

৮৫ সূক্ত ।

বরুণ দেবতা । অত্রি ঋষি ।

বিশ্রুত সম্রাট ধৃত্য গাও বরুণের জন্য
 মহৎ গভীর ব্রহ্ম প্রিয় মনোহর ।
 পশু হস্তা চন্দ্র যথা তিনি গৃধ্রবীকে তথা
 করেন বিস্তৃত হৃদ্য নিমিত্তে সুন্দর ॥ ১
 বিস্তৃতান্তরীক্ষ বনে, বাজদত্ত (২) বাজিগণে,
 দেখুতে সঞ্চিত পয় কুপায় বাহার ।

(১) রমেশ বাবু অনুভব করেন এই গোমতী অযোধ্যা প্রদেশস্থ গোমতী
 নদী এবং ঐ পর্ব্বত প্রান্ত হিমালয় পর্ব্বতের প্রান্ত । (২) বাজ—বল ।

হৃদয়ে ত্রু (১) জলে' নল, দিবে স্বর্ঘ্য সমুজ্জল,
 পর্বতেতে সোমলতা সৃজন তাঁহার ॥ ২
 রোদসী (২) অন্তর (৩) জন্ত, করিলেন মেঘনিম্ন
 ছিদ্রবৃত্ত, তাহাতেই আদ্র ধরাতল ।
 যব শস্ত্রে বৃষ্টি বধা, ভূমি সিক্ত করি তথা
 সমস্ত ভুবন রাজ্য করেন শীতল ॥ ৩
 বৃষ্টিরূপ হৃদয় বদা হুহিলে হইল তদা,
 জলে পৃথ্বী স্বর্গ অন্তরীক্ষাভিসিঞ্চন ।
 ভূধর শিখরচয়, ঘনঘটা শোভাময়,
 স্নগ্ধ করিলেক মেঘে বীর মরুদাগ ॥ ৪
 অম্বর বরুণ মায়া, অতি মহীয়সী বাহা
 আমি তাহা করিতেছি ঘোষিত জগতে ।
 অন্তরীক্ষে দাঁড়াইয়ে, স্বর্ঘ্যমানদণ্ড দিবে
 পৃথিবীর পরিমাণ কৃত বাহা হ'তে ॥ ৫
 কবিতম দেব-মায়া, কেহ নাহি পারে বাহা
 খণ্ডন করিতে ; তাঁর প্রভাব বশতঃ
 শুভ্রা বারি প্রবাহিনী, নদীগণ সঞ্চারিণী
 একটি সমুদ্র নারে করিতে পূরিত (৪) ॥ ৬

(১) ক্রডু—সংকল্প। (২) রোদসী—দ্বাবা পৃথিবী (৩) অন্তর-অন্তরীক।
(৪) “সায়ণ বলেন পূর্বোক্ত কার্য সকল বরণের নহে, ইহা ঈশ্বরের
কার্য, বরণ বা অন্তান্ত রূপধারী ঈশ্বরের কার্য। সায়ণ বোধ হয় পুরাণের

যদি কদাচিৎ দাতা, মিত্র বা বরুণ ভ্রাতা
 প্রতিবেশী অথবা মূকের প্রতি কভু
 করে থাকি অপরাধ শ্লথ করি পাপবোধ
 মুক্ত কর আমাদিগে হে বরুণ প্রভু । ৭
 পাশ ক্রীড়কের হার, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে হার
 করে থাকি যদি কোন পাপ প্রবঞ্চনা ।
 শ্লথ বন্ধ হতে যথা, তাহা হতে মুক্ত তথা
 কর, তব প্রিয় হয়ে পুবাই বাসনা । ৮

ষষ্ঠ মণ্ডল ।

৪৬ সূক্ত ।

৫। ইন্দ্র দেবতা। বৃহস্পতির পুত্র শংযু ঋষি ।

স্তোতা মোরা সবে অন্নের কারণ

করিতেছি, ইন্দ্র ! তোমা আবাহন ;

কথা ভাবিয়া এইরূপ লিখিয়াছেন। প্রকৃতির বিস্তারক কার্য্যপরম্পরা দেখিয়া ঋগ্বেদের ঋষিগণ বরুণ ইন্দ্রাদি দেবের অনুভব করেন, পরে সেই কার্য্য পরম্পরার ঐক্য সম্বন্ধ দেখিয়া এক ঈশ্বরের অনুভব তাঁহাদের হৃদয়ে উদয় হয়। যিনি সূর্য্যদ্বারা অন্তরীক্ষের পরিমাণ লয়েন (৫ম ঋক) তিনিই নদী সকলকে এক মহাসমুদ্রে প্রেরণ করেন অথচ সে মহাসমুদ্র কখন পরিপূর্ণ হয় না (৬ষ্ঠ ঋক) তিনি সমুদ্রের পাপ বিনষ্ট করেন ও অপরাধ থগুন করেন (৭ম ও ৮ম ঋক) এই সকল চিন্তা করিয়া বরুণের স্তুতিপরায়ণ ঋষি এক ঈশ্বরের অনুভব করিয়াছেন। ঈশ্বর ভিন্ন, বরুণ ভিন্ন, ঈশ্বর বরুণের রূপ ধরেন, এ সকল পৌরাণিক কল্পনা, ঋগ্বেদের চিন্তা নহে।" রমেশ বাবুর টীকা।

তুমি রক্ষা কর বত সাধুগণে,
শত্রুজয়ে তোমা ডাকে তে কারণে,
আখ্যরণে অরি করিতে নিধন । ১

চিত্র বজ্র হস্ত ! বিজয়ী যে রণে
অন্নদান তাঁরে করহ যেমনে,—
আমাদের স্তবে হইয়ে প্রসন্ন
গাভী রথ অশ্ব বহনের জন্য,—
দাও শত্রুহস্তা মঘবা ! তেমনে । ২

শত্রুহা যে ইন্দ্র সর্বতো দর্শন,
আমরা তাঁহাকে করি আবাহন ;—
হে সহস্রমূক (১) বহুধন পতে !
আমাদিগে সৎপতে ! সমরেতে,
কর ইন্দ্র দেব ঋদ্ধি বিতরণ ॥ ৩

যথা-উক্ত ঋকে সেইরূপ ধর,
মহাক্রোধে রণে শত্রুবল হর ;
যাহাতে আমরা ভাস্করে ও জলে
দেখিবারে পাই সন্তান সকলে,—
আমাদিগে রণে হেন রক্ষা কর । ৪

(১) “ হে সহস্রমূক সহস্রশেষ বাঃ কাক্ষ্মিরং সংতব্রিহঃ ভোগ
লোলুপভরা স্বশরীরে পর্শপি পার্শপি শেকান্ সনজোতি কোবীতকিতি রাস্নাতঃ
ভদভিজ্ঞায়েনেদং সংবোধনং । ” সায়ণ । ”

কিবা বজ্রপাণি অভূত তোমার !
 কি সুন্দর শিশু, কেমন আকার !
 অতি পুষ্টিকর, শ্রেষ্ঠ, ওজস্বর
 যে অগ্নে পালিত পৃথিবী ও স্বর্গ ;
 আন সেই অগ্ন বলের আধার । ৫

তুমি শত্রুজয়ী, বলিষ্ঠ দেবতা,
 তুমি দীপ্তিমান, তুমি রক্ষাকর্তা ;
 অধিল পিকনে (১) করহ ব্যথিত
 লিখিল অমিত্রে করহ সৃজিত ; —
 ডাকি তাই তোমা ইন্দ্র গৃহদাতা । ৬

যে বল যে ধন আছে মানবেতে,
 আছে যে অগ্ন বা পঞ্চকৃতিতে, (২)
 হে ইন্দ্র ! মহৎ বল সহকারে
 দাও সে সকল আমা স্বাকারে,
 প্রীত হ'য়ে দেব ! মোদের স্তুতিতে । ৭

শত্রুর সংহার বাহাতে সমরে
 করিতে আমরা পারি অকাতরে,

(১) “ পিকমা পিলনানিরক্ষাংসি পিহিতং অব্যক্তং শকরস্ত ইতি । ”
 মার্কণ্ডেয় ।

(২) পঞ্চকৃতি সম্বন্ধে ১ম মণ্ডল ৭ সূক্তের টীকা দেখ ।

তাই তুচ্ছ, দ্রুহ পুরুষ সমস্ত
বল আমাদিগে দাও বজ্রহস্ত !
ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন ইন্দ্র ! দয়া ক'রে । ৮

হে ইন্দ্র ! করহ শরণ প্রদান
স্বস্তিমচ্ছাদক, ত্রিধাতু নির্মাণ ;—
ত্রিবন্ধ যাহা,— হব্যধন জনে,
আমাকেও দাও ! দয়া বিতরণে ;
দূর কর বৈরাযুধ দীপ্তিমান (১) । ৯

উৎপীড়ন করে ধুষ্টতা বশত,
গোহরণ জন্ত শত্রুতায় রত,—
হে ইন্দ্র ! মধবন্ তুষ্ট হইবে স্তবে,
সে সকল শত্রু হতে আমা সবে
রক্ষিতে নিকটে হও লমাগত । ১০

সমৃদ্ধি বিধানে অথ এইরণে
অনুকূল হও দয়া বিতরণে ;
দীপ্ত, পক্ষ যুক্ত শত্রু-শর বদা

(১) মূলে ত্রিধাতু ও ত্রিবন্ধ শব্দ আছে। সারণ ত্রিধাতু অর্থে
ত্রিভূমিকাং করিয়াছেন এবং ত্রিবন্ধ অর্থে ত্রয়াদাম্ শীতাতপবর্ষাবরকং
করিয়াছেন। কিন্তু রমেশ বাবু তাহাতে সন্তুষ্ট হন নাই। আমি একত্বে
মূলের দুটি শব্দই রাখিয়া দিলাম।

উড়ে পড়ে তীক্ষ্ণ ভাবে, ইন্দ্র ! তদা
রক্ষা কর তাঁকে যিনি নেতা রণে । ১১

তাজি প্রিয়তম পৈতৃক আলয়,
শূরগণ নিজ দেহ যে সময়
তাজিবারে যায় সমর-অঙ্গনে ;
সমুত্ত মোদিগে রক্ষিও তখনে ;
অজ্ঞাত কবচে, শত্রু করি ক্ষয় । ১২

কুটিল প্রদেশে যথা ধায় দ্রুত
আমিষ ভোজনে শ্রোন পক্ষী কত ;
সেইরূপ মহা সমর-সময়ে,
অসমান মার্গে তুরঙ্গ নিচয়ে
প্রেরণ করহ আমাদের যত । ১৩

সত্য বটে অশ্ব ভয়ে করে রব,
তবু ধায় যথা ধায় নদ সব ;—
আমিবার্থে যথা ধায় পক্ষিগণ
ধেহু লাভে তথা করি আবর্তন
কক্ষে বজ্র অশ্ব ধায় দ্রুতজব (১) ॥১৪

(১) বুদ্ধ সময়ে অশ্বের বেরূপ ব্যবহার হইত ১৩ ও ১৪ শ্লোকে তাহার
বর্ণনা পাওয়া গাইতেছে ।

৬১

সরস্বতী দেবতা। ভরহাজ ঋষি।

যেই দেবী সরস্বতী করিলেন অবিরতি

দানকুণ্ড স্বার্থপর পণিকে (১) আহার।

পাইলেন ঋণচ্যুত দিবোদাসে বেগমুত

বধূখ্য নামক দাতা কুপায় তাঁহার।

সরস্বতি ! এই দান মহৎ তোমার ! ১

মৃণাল খনন করে সে যথা কর্দ্দম খোঁড়ে

খুড়িয়া ভাজেন এই দেবী সরস্বতী

প্রবল বেগ তরল কত শত গিরি শৃঙ্গে.

রক্ষার্থে আমরা তাঁর যজ্ঞে করি স্তুতি ;

উভকুল বিনাশিনী দেবী সরস্বতী । ২

দেব নিন্দগণে হত করিয়াছ, সর্বতত

(১) পণি: নামক অহুরেরা দেবলোক হইতে গাভী অপহরণ করিয়া অন্ধকারে রাখিয়াছিল। ইন্দ্র মরুৎগণের সাহায্যে তাহা উদ্ধার করিয়াছিলেন। গাভীগণের অনুসন্ধানে দেব কুকুরী সরমাকে পাঠান হইয়াছিল ; সরমা অহুরগণের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া সকল অবগত হইয়া আসিয়া বলিয়াছিল। সাগর। কিন্তু মোক্ষমূলর বলেন সরমা উহার একটা নাম গাভী সূর্য্যারম্মি ও পণি: অন্ধকার। উহার সহায়তার অন্ধকার-রুদ্ধ আলোকের পুনরুদ্ধারই দেবগণের গাভী হরণ ও উদ্ধার বৃত্তান্তের অন্তর্লীন প্রাকৃতিক ঘটনা। মোক্ষমূলর ইহাও বলেন যে, ট্রয় অবরোধও এই প্রাকৃতিক ঘটনার বর্ণনামাত্র। তাহার মতে সরমা Helena, পণিস Paris, বৃসর Breeses ইত্যাদি।

মাস্তাবী বসয়পুলে (১) হত সরস্বতি !

প্রদান করেছ তুমি

মানব সকলে ভূমি

প্রদান করেছ আর বারি অন্নবতি ;

দয়া করি তাহাদিগে দেবী সরস্বতী ।

করুন অগ্নিতে তৃপ্ত দেবী অন্নবতী
স্তোত্রগণে সদয়ে অবিত্রী সরস্বতী । ৪

ইন্দ্র সম তব স্তব করে যেই জন ;
রক্ত তারে ধন লোভে যবে সে যখন । ৫

হে অন্নশালিনি ! রণে করহ রক্ষণ ।
পুষাবৎ আমাদিগে দাও ভোগ্যধন । ৬

শত্রু সংহারিণী সেই ঘোরা সরস্বতী
তুহন হিরণ্যরাখা আমাদের স্বত্তি । ৭

যাঁর জলবায়ী বেগ অনস্তাহিংসিত ;
মহারবে ধার দীপ্তপ্রভ অব্যাহিত । ৮

(১) সাধারণের মতে বৃসর হুটার একটি নাম এবং তাহার দুই পুত্র বিখ্যাত ও বৃজ। বিখ্যাত নামে হুটার এক পুত্রের উল্লেখ গ্রন্থেই হানে বানে আছে; কিন্তু বৃজ নামে হুটার কোন পুত্রের উল্লেখ উহাতে পাওয়া যায় না। বৃসরসম্বন্ধে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বাহা বলিয়াছেন, বাবু রমেশ চন্দ্র বসু ও তাহাই সঙ্গত মনে করিয়াছেন।

আহুন সে দেবী যথা সূর্য্য আনে দিনে,
শক্রগণ ধ্বংসিয়া আপন ভয়িগণে ! ৯

সুসেবিতা শ্রিয়্য সপ্ত স্বসা (১) সরস্বতী ;
তাঁহাকে সতত যেন করি মোরা স্তুতি । ১০

পূর্ণ এ বিশাল পৃথ্বী স্বর্গ তেজে যার ;
নিন্দকের হস্তে তিনি করুন উদ্ধার । ১১

পঞ্চশ্রেণী (২) হিতৈষিণী ত্রিলোকব্যাপিনী
যুদ্ধে যুদ্ধে হ'ন হব্য্য সপ্তধাতু তিনি । ১২

মাহাত্ম্যে ও মহিমায় যিনি সুপ্রসিদ্ধা হায়
নদীগণ মধ্যে যিনি অতি বেগবতী ;
যিনি হন রথ মত শ্রেষ্ঠগুণে অলঙ্কৃত -
জ্ঞানি স্তোতৃ স্তুত্যা তিনি দেবী সরস্বতী ! ১৩
আমাদিকে সরস্বতি নেও দেবি বহু প্রতি ;
করিওনা হীন ; বেশী জলে উৎপীড়িত ;
আমাদের সখ্য গৃহ সেবা করি হেথা রহ
অপকৃষ্ট স্থানে যেন না হই প্রেরিত । ১৪

(১) সপ্তনদী ।

(২) "Five tribes" সরস্বতী তীরস্থ পঞ্চ শ্রেণীর সমুদায় । ১ মণ্ডলের
। স্তোত্রের চীকা দেখ ।

৭৫ সূক্ত।

১ বর্ষ। ২ ধনুঃ। ৩ জ্য। ৪ আর্ভা। ৫ ইষুধি।
 ৬ সারথি ও রশ্মি। ৭ অশ্ব। ৮ রথ। ৯ রথগোপগণ
 ১০ স্তোতা, পিতা, সোম্য, জ্ঞাপাথিবী ও পুষা।
 ১১, ১২, ১৫, ১৬ ইষু। ১৩ প্রতোদ। ১৪হস্তয়।
 ১৭ যুদ্ধভূমি, ব্রাহ্মণস্পতি এবং অদিতি। ১৮ কবচ,
 সোম ও বরুণ। ১৯ দেবগণ ও ব্রহ্মা (১)
 ভরদ্বাজের পুত্র পায়ু ঋষি।

যখন সমরে বন্দী করেন গমন, ৬
 শোভেন তখন তিনি জীমূতের প্রায়।
 বিজয় অবিক্র দেহে করহ সাধন,
 বর্মের মহিমা শূর! রক্ষুন তোমার। ১
 আমরা ধনুর দ্বারা করিব গো জয়
 বৃদ্ধ জয় তীব্র শত্রু করিব হনন ;
 কক্কক ধনুতে অরি কামনা বিলয় ;
 ধনুতে সর্বত্র জয় করিব সাধন। ২
 এই জ্যা ধনুর, বৃদ্ধে পার করিবারে,
 কর্ণ কাছে আসে যেন প্রিয় সস্তাবণে ;

(১) “বৃদ্ধ ব্যক্ত্যকালে রাজাকে বন্দীদি পরিধান করাইবার সময়ে এই যজ্ঞোক্ত কক গুলি উচ্চারণ করাইতে হয়।”

আলিঙ্গিতা পত্নী যথা পতিকৈ আদরে
 জ্যা তেমন সমাদরে বাণে আলিঙ্গনে । ৩
 আক্ৰিষয় (১) মনস্বিনী রমণীর মত,
 মাতা যথা পুত্রে তথা শত্রু আক্রমণে;
 রক্ষুক, স্বকার্য্য সব হ'য়ে অবগত,
 হানুক হিংসিয়া সব রাজ্যমিত্রগণে । ৪
 বহু বাণ-পিতা, এর পুত্র বহুতর
 তুণীর সংগ্রামে আসি চিন্তা শব্দ করে ;
 পৃষ্ঠেতে নিবদ্ধ থাকি প্রসবিয়া শর
 শত্রুর সমস্ত সেনা বধয়ে সমরে । ৫
 রথে চাড়ি যথা ইচ্ছা তথা লয়ে যায়,
 স্মারথি তুরঙ্গমগণে পুরঃস্থিত ;
 রশ্মি সব তাহাদের পাছে পাছে ধায় ;
 অতেব তাদের গাও মহিমা সঙ্গীত । ৬
 বুধপাণি (২) অশ্ব বেগে রথ সহ ধায়
 তীব্র শব্দ করে, ধূলি উড়াইয়া চলে ;
 পলায়ন নাহি জানে, হানে পদ যায়,
 হিংসাপূর্ণ শত্রুগণে অমিত্র সকলে । ৭
 রাজার কবচায়ুধ বাহাতে নিহিত,
 সে রথের ধন তাঁকে কল্লক বর্জন,

আমরা সকলে মদা প্রক্লিষিত চিত,
 করি সে সুধের রথ সমীপে গমন । ৮
 শত্রুর সুস্বাদু অন্ন মিত্রে করে দান
 রথের রক্ষকগণ বিপদে আশ্রয় ;
 গভীর, বিচিত্রসেন, বীর, শক্তিমান,
 মহান, সবাণ, ধীর, অরাতি-বিজয় । ৯
 স্তোত্রগণ! পিতৃগণ! ঋতা সোমাগণ!
 নিষ্পাপ দ্যাবাপৃথিবী! করহ মঙ্গল ;
 ছরিত হইতে পুণ্য করুন রক্ষণ,
 ঈশ যেন নাহি হয় পাপ শত্রু দল । ১০
 সুপর্ণ বসন যার মৃগ যার দাঁত
 গো-সম্রাজ (১) হ'য়ে যেবা প্রেরিত, পতিত ;
 যেথা নেতাগণ চরে পৃথক্ একসাথ,
 সেথা সুধদান কর, শরগণ যত । ১১
 আমাদের বর্জন করহ ওহে বাণ ;
 হ'ক আমাদের তহু পাষণের মত ।
 করুন মোদের হয়ে সোম স্তব গান
 শত্রু দিন আমাদের অদ্বিতি নিয়ত । ১২
 অশ্বের শকুতিতে করে হে কশে! আঘাত
 প্রচেতা সারথিগণ তোমার দ্বারায় ;

(১) গভীর যার দ্বারা ধনুর জ্যা প্রস্তুত হইত । মৃগ শূকর দ্বারা বাণের শিরোভাগ প্রস্তুত হইত ।

জঘনেও হয় পুনঃ প্রত্যাদ সম্পাত ;

রণেতে প্রেরণ কর অশ্ব সমুদায় । ১৩

জ্যার ষাত নিবারণ করি নিরস্তর,

অহিবৎ প্রকোষ্ঠকে করয়ে বেষ্টন

হস্তয় (১), সমস্ত জাত, পুরুষস্বধর,

সর্বতঃ পুরুষবীরে করে সংরক্ষণ । ১৪

আলাক্তা (২) অয়সমুখী ইন্দ্রদেবতায়,

যাহার শিরেতে হিংসা করে অনিবার,

পর্জন্ত দেবের রেত (৩) যাহাকে জন্মায়,

সে দেবতায় করি নমস্কার । ১৫

হে ইষু ! ব্রহ্মসংশিতে ! সংহার কুশলে !

বিসৃষ্ট পতিত হয়ে শত্রুর সংহার

করহ, বধহ যত অমিত্র সকলে ;

কেহ যেন অবশিষ্ট নাহি থাকে আর । ১৬

বিশিখ কুমারবৎ যোথানেতে বাণ

পতিত, ব্রাহ্মণস্পতি অদ্বিতি তথায়,

(১) ধনুর জ্যাঘাত হইতে প্রকোষ্ঠকে রক্ষা করার জন্য বেচর্ণ বস্ত্র করা
হইত তাহার নাম হস্তয় ।

(২) আলাক্তা—বিষাক্তা । (৩) পর্জন্ত বা বর্ষাদেবের সহায়তার বেশর গাছ
করে তাহা হইতে বাণ প্রস্তুত হয়

আমাদিগে সুখ তাঁরা করুন প্রদান ;

করুন তাঁহারা সুখদান সৰ্বদায়। ১৭

বর্ষেতে তোমার বর্ষ করিব চ্ছাদন,

করুন অমৃতে সোমরাজা আচ্ছাদিত ;

করুন বরুণ শ্রেষ্ঠ সুখ বিতরণ,

হউন দেবতাগণ জয়ে প্রমোদিত। ১৮

আমাদের প্রতি যেবা নহে ছট্টিচিত,

দূর হতে আমাদিগে যেবা হিংসা করে ;

সকল দেবতা তারে করুন ব্যথিত ;

ব্রহ্মাই আমার বর্ষ নিবारे য়ে শরে। ১৯

সপ্তম মণ্ডল।

৩৬ সূক্ত।

বিশ্ব দেবগণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

যজ্ঞালয় হ'তে স্তোত্র করুক গমন ;

সূর্য্যের রশ্মিতে হয় সলিল সৃজন ;

পৃথিবী বিস্তারি সান্ন আছেন ব্যাপিরা ;

অগ্নি পৃথ্বী-অবয়বে আছেন জলিরা। ১

করিতেছি হে অনুর মিত্র ও বরুণ !

অর তুল্য তোমাদের স্তবন নূতন ;



করেন বরুণ প্রভু স্থানের সৃজন ;
 স্তূরমান্ মিত্র হ'তে জাত ভূতগণ । ২
 চারিদিকে বাতগতি কিবা শোভা পায় ;
 বৃদ্ধি প্রাপ্ত ক্ষীরদারী খেহু সমুদায় ;
 মহান্ ও দ্যোতমান্ আদিত্য-আলয়ে,
 শব্দ করে অন্তরীক্ষে পর্জন্ত নিচরে । ৩
 তব প্রিয় হরিষয়ে,—গতি কি সুন্দর !—
 রথে যুক্ত করে স্তবে, ইন্দ্র শূরবর !
 অর্ঘ্যমা হিংসক কোপ করেন ধারণ ;
 তাই সে সুকর্মাধেবে করি আবর্তন । ৪
 যজ্ঞ পরায়ণ গণ অন্নযুক্ত হয়ে,
 যাচেন সখ্যতা তাঁর বসি যজ্ঞালয়ে ;—
 অন্ন দেন নেতৃগণে তুষ্ট হয়ে স্তবে,
 শ্রেষ্ঠ নমস্কার মম সেই ব্রহ্মদেবে । ৫
 কামহুবা সুধারা নিয়গা সব ধায়,
 সিদ্ধুমাতা, সরস্বতী সপ্তমী বাহায় ;
 স্ববজ্রলে প্রবমানা হয়ে অন্নবতী,
 যুগপৎ আনুন তাঁরা কাম্যা ক্রুতগতি (১) । ৬

(১) ঋগ্বেদে অনেক স্থানে সপ্তমদার উল্লেখ আছে। এই ঋকে সিদ্ধু-
 নদীকে সাতা ও সরস্বতীকে সপ্তম স্থানীয়া বলা হইয়াছে। ইহাতে বোধ হয়
 সিদ্ধু সরস্বতী এবং সিদ্ধুর পক্ষাধা এই সাতটি নদীকেই সপ্তমদা বলা
 হইয়াছে।

বেদসংহিতা ।

করুন সবেগ হৃষ্ট মরুৎ সকল
আমাদের যজ্ঞ আর পুত্রের মঙ্গল ;
চলন্তী বাগ্‌দেবী যেন অশ্রুত না যান ;
করুন তাঁহার উভে ধনের বিধান । ৭
অসীমা মহীকে হেথা কর আবাহন ;
পুষ্য যজ্ঞার্থ বীরে কর নিমন্ত্রণ ;
এসব কশ্মীর রক্ষয়িতা দেব ভগে,
দানশীল পুরস্কি বাজকে (১) ডাক যজ্ঞে । ৮

মরুৎগণ শুন সবে এসব স্তবন ;
গর্তৃপাল বিষ্ণুকেও সেই নিবেদন
এ স্তোতা প্রজাকে কর অন্ন বিতরণ ;
স্বস্তিদানে আমাদের করহ পালন । ৯

৮৩ সূক্ত ।

ইন্দ্র ও বরুণ দেবতা । বসিষ্ঠ ঋষি ।
হে ইন্দ্র বরুণ ! নেতা তোমরা উভয় !
তোমাদের আশ্রয়তা করিয়া আশ্রয়,
গোলাভ আশায় পৃথু-পশু (২) যোকৃৎগণ,
পূর্বদিকে সবে তাঁরা করিলা গমন ;

(১) বাজঃ বহুনাঈকৃতমং দেবং । সায়ণ । বাজ দেব মরুৎগণের অজ্ঞতম ।

(২) পশু—একপ্রকার কবুত ।

হত কর বৃদ্ধ দাসে আর আৰ্য্যগণে (১) ।

এস হেথা সূদাস রাজার সংরক্ষণে । ১

যেখানে মানবগণ ধ্বজা উড়াইয়া

মিলিত সকলে হয় যুদ্ধের লাগিয়া ;

যেখানেতে কিছুমাত্র নহে অশুকুল ;

শূন্ত দেখে দূতগণ হইয়া আকুল ;

ভয়াবহ সে সংগ্রামে ইন্দ্র ও বরুণ !

আমাদের পক্ষ হয়ে ঢুকথা বলুন । ২

ভূমি-অস্ত্র ধ্বংস প্রাপ্ত হতেছে লক্ষিত ;

হইতেছে কোলাহল ছালোকে উথিত ;

জনগণ-শত্রু সব মম সন্নিহিত ;

হতেছে বরুণ ইন্দ্র, যুদ্ধ উপস্থিত ;

হবন শ্রবণকারী তোমরা উভয় ;

কাছে এস, রক্ষা কর, হইয়া সদয় । ৩

হে ইন্দ্র বরুণ ! ভেদে পা'রা নাহি ধার ;

আয়ুধ গ্রহারে তবু বধিলে তাহার ।

করিলে আপদ দূর সূদাস রাজার,

শুনিলে তোমরা উভে তৃপ্ত সবাচার

(১) সূদাস রাজার আৰ্য্য ও অনাৰ্য্য উভয়বিধ শত্রু ছিল ।

বেদসংহিতা ।

সব সব ; বৃদ্ধ কালে হইলে সদয় ;
ই হাদের পৌরহিত্যে হ'ল ফলোদয় । ৪

হে ইন্দ্র বরুণ ! আৰ্য্যামুখ চারিদিকে
করিতেছে আলাতন আমা সবাদিগে ;
তাহাদের মধ্যেতে অগ্রেতে আসে যারা
আমাদিগে আলাতন করেই ত তারা ।

নির্গীর পার্শ্বিও উভ ধনের জীবন !
তোমরা উভয়ে আমাদিগে রক্ষা কর । ৫

যখন উভয় পক্ষে বাঁধে ঘোর রণ,
তোমাদের উভয়কে করে আবাহন ;—
বসু লোভে ইন্দ্র ও বরুণে জ্বতি করে,
রক্ষিলে সূদাসে যবে এ হেন সমরে ;
তখন সূদাস দশরাজ-নির্বাধিত ;—
রক্ষিলে তাঁহাকে যত তৃৎসুর সহিত । ৬

যজ্ঞহীন দশ রাজা হইয়া মিলিত,
নারিলা সূদাসরাজে করিতে বিজিত ;
বরুণ সফল হ'ল নেতৃগণস্বত্ব,
হব্যযুক্ত যজ্ঞে গীত হইল যে সব ;

সেই সব স্তবে তুষ্ট হয়ে দেবগণ
করিয়াছিলেন আসি যজ্ঞ স্মশোভন । ৭

যে দেশেতে তুংসুগণ শ্বেতাঞ্চল পরি,
অন্ন দ্বারা স্তোত্র দ্বারা পরিচর্যা করি,
জটাধারী যজ্ঞস্থলে শোভেন ধামান্ ;—
সে দেশে স্মদাসে বল করিয়া প্রদান,
তোমরা বরুণ ইন্দ্র দশরাজাক্রমে
রক্ষিলে তাঁহাকে কিবা ঘোর পরাক্রমে । ৮

হে ইন্দ্র বরুণ ! একে নাশ শত্রুগণে ;
ব্রত সব রক্ষা কর অশ্রুতর জনে ;
তোমরা উভয়ে কর অভীষ্ট বর্ষণ ;
সুপ্রবৃত্ত স্তবে তাই করি আবাহন ;
এস হেথা, যজ্ঞশোভা করহ বর্দ্ধন ;
আমাদিগে কর দোহে স্মৃৎ বিতরণ । ৯

আমাদিগে ইন্দ্র মিত্র অর্য্যমা বরুণ
ছোতমান্ ধন সবে প্রদান করুন ;
প্রদান করুন গৃহ বিস্তীর্ণ মহান্ ;
ঋতহিতা অদিতির তেজ জ্যোতিষ্মান্
না করে মোদের যেন অনিষ্ট সাধন ;
সবিতৃ দেবের মোরা করিব স্তবন । ১০

বেদসংহিতা ।

৮৬ সূক্ত ।

বরুণ দেবতা । বসিষ্ট ঋষি ।

স্তব্ধ করিলেন যিনি বিস্তীর্ণ রোদসী (১) তিনি
বরুণ, তাঁহার জন্ম মহিমা-পূরিত ।

বৃহৎ আকাশ তারা, প্রেরিত যাহার দ্বারা
যাহার কর্তৃক ভূমি হয়েছে বিস্তৃত ॥ ১

আগুন শরীরে কবে, বন্দিব তাঁহারে স্তবে
ধাকিব তাঁহার আমি নিকটে কখন ?

জদ্যপি ক্রোধ রহিত, হইবে হব্য জুড়িত
সুমনা হইয়া তাঁকে করিব দর্শন ? ২

বর্ষা দিগ্ধু হয়ে, সেই পাপ কথা লয়ে
তবে তোমার নিকটে প্রাণ করি উপস্থিত ।

জিজ্ঞাসিহু বিজ্ঞ লোকে, সকলেই এক বাক্যে
বলেছেন তব প্রতি বরুণ কুপিত । ৩

হেন গুরু পাপ আমি কি করেছি মিত্রে তুমি
স্তোতায় করিতে হত করেছ মনন ।

হৃদয় ও তেজিয়ান করহ অভয় দান
তব-কাছে নতশিরে করি আগমন । ৪

পাপ পিতৃক্রমাগত, অথবা স্বতমুকৃত,
সকল হইতে মুক্ত করহ রাজন !

(১) দ্বাধা পৃথিবী ।

পশুত্বপ চোর ঞ্জায়, দামবজ বৎস প্রায়
পাপ হ'তে বসিষ্ঠকে কর বিমোচন । ৫

নিজের নহে সে দোষ, কৃত তাহা, ত্যজ রোষ,
ভ্রম, হুয়া, মন্থ্য, ছাত, অজ্ঞান বশতঃ,
কনিষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ দোষে পাপ করে পরবশে
অনৃত সজ্ঞাত হয় স্বপ্নেতেও কত । ৬

হয়ে আমি পাপ শূত্র বীড়্‌হব্‌ (১) ভর্তা
করিব দাসের মত পরিচর্যা কত ।
আমরা সবে অজ্ঞান, করিবেন জ্ঞানমান
ধনাৎ প্রেরিত হবে স্তোতৃগণ যত । ৭

হে বরুণ অন্নবন, তব হৃদে এ স্তবন
হউক নিহিত তব করুণা অপার ;
শিব হ'ক যোগ যত , শিব কেম (২) সেই মত
পাল আমাদিগে স্বস্তি দ্বারা অনিবার । ৮

৮-৭ সূক্ত ।

বরুণ দেবতা । বসিষ্ঠ ঋষি ।
বরুণ সূর্য্যকে পথ করেছেন সম্প্রদান ;
অন্তরীক্ষ-জলে নদ হয়েছে প্রবহমান ।

(১) “বীড়্‌হবে সেকে কামানাম্‌ বর্ধিত্রে” সারণ ।

(২) “অপ্রাপ্ত প্রাপণং যোগঃ প্রাপ্তস্ত রক্ষণং কেমঃ” সারণ ।

বজ্রবাহু যথা অশ্ব তথা দ্রুত যেতে চাই,
অহ হ'তে মহী রাজি বিভিন্ন করিলা (১) তাই । ১

তর বাত আত্মা, জল বাহা হ'তে প্রণোদিত ;
শল্পে যথা পশু, ভর্তা বাত তথা অরাশিত ।
মহন্তী বৃহতী ত্বা বা পৃথিবীর মধ্যস্থলে,
হে বরুণ ! তব ধাম প্রিয়তম সবে বলে । ২

রুণের চরগণ, গতি কি প্রশস্ত হয় !
সন্দর্শন করে তারা চারু পৃথিবী দ্যাবায় ;
ঋতবান্, যজ্ঞবীর, প্রজ্ঞাবান্ কবিগুণ
করেন যে স্তুতিগান করে তাহাও শ্রবণ । ৩

পৃথিবী একুশ নাম ধারণ করেন বাহা,
বলেছেন মেধাবান্ আমাকে বরুণ তাহা ;
যোগ্য অন্তেবাসী মোকে উপদেশ করি দান,
স্থানের গোপন কথা বলেছেন সে বিদ্বান্ । ৪

ত্রিবিধ দ্যালোক আছে বরুণ-মাঝে নিহিত
ত্রিভূলোক আছে তথা ষড়্ ঋতু নিরূপিত :
স্তুতি যোগ্য রাজা তিনি অন্তরীক্ষে হিরণ্ময়,
দোলা প্রায় গড়িলেন সূর্য্যদেবে শোভাময় । ৫

(১) বরুণ স্বীয় গমন দ্বারা রাজি স্থষ্টি করেন । সারণ ।

স্তোবৎ বরুণ দীপ্ত, স্থাপিত করিলা সিদ্ধ,
মৃগপ্রায় বলবান্ খেত যথা জলবিন্দু ;
গভীর প্রশংসা যোগ্য বিনিম্বীতা উদকের,
পারক্ষম বলযুক্ত রাজা সৎ পদার্থের । ৬

অপরাধ করিলেও বাঁহার দয়া অপার ;
যথাক্রমে ব্রত সব সমৃদ্ধ করিয়া তাঁর,
নিকটে তাঁহার যেন হই নিম্পাপ আমরা ; (১)
রক্ষা কর স্বস্তি দ্বারা আমাদেরকে তোমরা ।

৮৮ সূক্ত ।

বরুণ দেবতা । বসিষ্ঠ ঋষি ।

বশিষ্ঠ ! বরুণ দেবে স্বতঃ শুদ্ধ প্রিয়ন্তবে
পূজহ, করেন তিনি অতীষ্ট বর্ষণ ।
সহস্র ধন বিশিষ্ট তিনি যজনীর শ্রেষ্ঠ
স্বর্ধ্যাকে সম্মুখভাগে করেন স্থাপন ॥ ১

লভিয়া দর্শন তাঁর সমূহ অগ্নি জ্বালায়
স্তবন করিব আমি সত্বর এখনি !

(১) "The consciousness of sin is a prominent feature of the religion of the Veda, so is likewise the belief that the gods are able to take away from man the heavy burden of sin." এই কথা বলিয়া মোক্ষমূলর এই ঋক প্রদর্শন করিয়াছেন ।

বদা অশে সুখময় সোম বহু পীত হর,
রূপময় পাই আমি শরীর তখনি ॥ ২

বরুণ ও আমি যবে, আরোহি নৌকায় উভে
সমুদ্রের (১) মাঝখানে করিহু গমন ।

জলপরে সে নৌকায় বাইতে বাইতে হায়
সুখের দোলায় তদা করিহু ক্রীড়ন ॥ ৩

চলন্তী দিবারজনী বিস্তার করেন যিনি
সুদিনে বরুণ তিনি বসিষ্ঠ স্তোতাকে ।
রাইয়া আরোহণ, নৌকাপরে সুশোভন,
সুকস্মা করিয়া রক্ষা করিলেন বরুণকে ॥ ৪

কোথায় সে সখা হায় হইল বল আমার ?
অত্যন্ত সে সখ্যভাব করিছি পোষণ ।
হে বরুণ ! অন্নবান্ তোমার গৃহ মহান্
সহস্রদারী সে গৃহে করিব গমন ॥ ৫

নিত্যবধু যে তোমার প্রিয় হয়ে পাপাচার
করিল তোমার প্রতি সখা সে তোমার ।
মোরা তব আপ্তজন না করি পাপ বহন
দাও হে বন্ধিন্ তাই তোমার আগার ॥ ৬

(১) এই এক পাঠে উপলব্ধি হয় বসিষ্ঠ আত্মসংলগ্ন নৌকায় সমুদ্রে গমন করিয়াছিলেন ।

বাস করি ঞ্চবভূমে রত আছি তব হোমে
বরুণ ! করুণ মুক্ত পাপের বন্ধন ।
আছি অদিতির পাশে রক্ষা পাইবার আশে,
তোমরা স্বস্তির দ্বারা করহ পালন ॥ ৭

৮৯ সূক্ত ।

বরুণ দেবতা । বসিষ্ঠ ঋষি ।

হে বরুণ হে রাজন্ মুণ্ডায় ভবন
ভাগ্যে যেন নাহি ঘটে আমার কখন ;
দাও তুমি হেন বর. হেন বর !
হে সূক্ষত্র (১) দয়া কর, দয়া কর । ১
হে আয়ুধবন্ আমি কল্পিত শরীরে,
মেঘ যথা প্রকল্পিত প্রবল সমীরে,
হইতেছি অগ্রসর, অগ্রসর ;
হে সূক্ষত্র দয়া কর, দয়া কর । ২
হে শুচে হে ধনবন্ অশান্তি জনিত,
কর্মের সে বিভ্রম্বনা হয়েছে ঘটিত ;
নির্ভর তব উপর, তব'পর ;
হে সূক্ষত্র দয়া কর, দয়া কর । ৩

(১) সূক্ষত্র—অতিশয় বলবান্ । স্কত্র বা স্কত্রিয় নামে যে একটি জাতির উল্লেখ পরবর্তী সাহিত্যে পাওয়া যায় বেদের এই সকল সূক্ত রচনার সময়ে সে জাতি বিভাগ হয় নাই ।

সসিল ভিতরে দেব করিয়া নিবাস
 মিটিল না সেবকের জলের পিয়াস ;
 পিপাসায় সে কাতর, সে কাতর ;
 হে স্নকত্র দয়া কর, দয়া কর । ৪

আমরা মানুষ, দেবে যদি কিছু দ্রোহ
 করে থাকি, ক্ষমা কর আমাদের মোহ ;
 অজ্ঞান বশত কৃত হয়েছে সে পাপ,
 দৈ পাপ জন্তেতে আর দিওনাক তাপ ।

৯৫
 ই

৯৫ সূক্ত ।

সরস্বতী দেবতা ! বসিষ্ঠ ঋষি
 ক' আদ্যসী পুরীর মত ধারক পয় সমেত
 গ্রন্থতা এই যে সরস্বতী ;
 অত্র সিদ্ধ, অত্র পয় মহিমায় পরাজয়,
 করি রথ্যা মত তাঁর গতি । ১

একা শুচি সরস্বতী আসমুদ্র ধার গতি
 গিরি হতে জানি সমুদায় ;
 নিখিল ভুবনে যত ছিল ধন দিগে তত
 নাহবে হুহিলা যুতপরী । ২

নর হিতে সরস্বান্ (১) শিশু বৃষ ইষ্টবান্
 যাজ্ঞ্য যোষা মাঝেতে পালিত ।
 মধ্ববানে দেন পুত্র সবল তার লাভার্থ
 করেন শরীর সমৃদ্ধত । ৩

এই যজ্ঞে সরস্বতি স্নুভাগা শুনন স্ততি,
 প্রীতা হয়ে আমাদের প্রতি ।
 নত জাহ্নু দেবগণ তাঁহাকে করে অর্চন
 ধনবতী তিনি দয়াবতী । ৪

ধন পাব বঃ এই নমঃ সহ হব্য ঐহি
 সরস্বতী সেব স্তোম দেবি !
 বাস করি তবগৃহে যথাশ্রয়ি মহীকূলে
 রব তব কাছে তোমা সেবি । ৫

এ বসিষ্ট সরস্বতি ! মুক্ত করে, ভাগ্যবতি !
 তোমার জন্তেতে যজ্ঞদ্বার ;
 শুভ্রবর্ণে বৃদ্ধি পাও স্তোতাকে ওদন দাত
 কর আমা সবাকার । ৬

(১) সায়ণ বলেন সরস্বান্ মধ্যস্থান বায়ু এবং মুধ্যবর্তী জল সমূহ তাঁহার
 ঘোষিৎ।



বেদব্যাহিতা ।

৮ম মণ্ডল ।

৩০ সূক্ত ।

বিশ্বদেবগণ দেবতা । বৈবস্বত মনু ঋষি ।

দেবগণ তোমাদের কেহ শিশু নাই ।

কেহই কুমার নহে, মহান্ সবাই । ১

শত্রুহত্যা মনুর যজ্ঞার্থে দেবগণ !

তোমরা তেত্রিশ হেন স্তুত সর্স্করণ (১) । ২

দ্রাণ কর, রক্ষা কর, বল মিষ্ট কথা ,

পিতৃমহুপথভ্রষ্ট কর না সর্স্কথা ; (২)

দূরবর্তি পথ ভ্রষ্ট নাহি হই তথা । ৩

ওহে দেবগণ ! যজ্ঞভব বৈশ্বানর !

সবে আছ হেথা, হেথা অবস্থান কর ;

গো, অশ্ব, প্রথিত স্তূথ মোদিগে বিতর । ৪

(১) এখানে ৩৩ জন দেবতার উল্লেখ দেখা যাইতেছে। প্রাচীনেরা ঐশ কার্ষ্য লক্ষ্য করিয়া ঐশ শক্তির ৩৩টি বিভিন্ন নাম দিয়া ছিলেন। পৌরাণিক ৩৩ কোটি দেবের কল্পনা এই বৈদিক ৩৩ ঐশ শক্তির কল্পনা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

(২) স্বয়ং বৈবস্বত মনু এই সূক্তের বক্তা হইলে একথা কিরূপে বলিবেন ? এই মণ্ডলের ১৯ ও ২৩ সূক্তেও মনুর উল্লেখ পাওয়া যায়। তথায় মনুকে অগ্নি পূজার অনুষ্ঠানকর্ত্তা বলিয়াই অনুভব হয়। ৫২ সূক্তের ১ম শ্লোকে “মনো বিবস্বতি” এরূপ প্রয়োগ দেখা যায়। তাহাতে মনুকেই বিবস্বান্ বলা হইয়াছে বিবস্বানের পুত্র বৈবস্বত বলা হয় নাই।

৫৮ সূক্ত ।

বিশ্বদেবগণ দেবতা । কাণ্ডমেধ্য ঋষি ।

বহুবিধরূপে ধীরে কল্পনা করিয়া
সহৃদয় ঋষিক করেন যজ্ঞ ধীর ;
অনুচান হইলেও ব্রাহ্মণ (১) হইয়া
যুক্ত যেবা, যজ্ঞমান কি জানে তাঁহার ? ১

এক অগ্নি বহুভাবে সমিদ্ধ নিশ্চয় ;
এক সূর্য্য সমুদায় ভূগতে প্রভূত ;
একা উষা প্রকাশেন এই সমুদয় ;—
এক হতে এই সব হয়েছে প্রসূত (২) । ২

জ্যোতিষ্মান্, ত্রিচক্ৰ, সূর্য্যদ, রথাকার,
কেতুমান্, ভূরিবার, সূর্য্যদ অনলে,
প্রাপ্ত বহুবিধ ধন মিলনে ধাহার,
পানার্থে আহ্বানি তাঁকে আমরা সকলে । ৩

(১) স্তুতিকারী ।

(২) ঐশ শক্তির একতা প্রাচীন হিন্দুগণের অবিদিত ছিল না ।

৯৬ সূক্ত ।

১—১৩ ইন্দ্র । ১৬—২১ ইন্দ্র । ১৪ মরুদগণ ।
 ১৫ ইন্দ্র বৃহস্পতি । মরুদগণের পুত্র দ্যুতান ঋষি,
 অথবা তিরশ্চী ঋষি ।

উষা সব ইন্দ্র ভয়ে স্বর্ষগতি বৃদ্ধি করে
 রাত্রি সব প্রতি যাম হয় মিষ্টভাষী ;
 মন্থবৎ সপ্ত সিদ্ধু (১) তরাইতে সব নরে
 গ পার যোগ্যা সেই ব্যাপ্ত জলরাশি । ১
 ত্রিসপ্ত পর্বত সানু অ, ৭ অশ্বে ধার
 অতিবিদ্ধ হয়েছিল তাঁহার সমান,
 কিবা দেব কিবা মর্ত্য কেহ নাহি দেখি আর,
 বৃষভ প্রবৃদ্ধ ইন্দ্র ভূরিকর্ষবান্ । ২

আরস ইন্দ্রের বজ্র হস্তেতে আছে নিবদ্ধ
 যুগল বাহতে তাঁর ওজস প্রভূত ;
 সমর গমন কালে শিরস্ত্রাণ শিরে বদ্ধ ;
 শুনিতো আদেশ সবে আগত প্রস্তুত ! ৩

যজ্ঞীয়গণের মধ্যে তুমি হে ইন্দ্র যজ্ঞীস,
 অচ্যুতগণের মধ্যে তুমিই চ্যাবন ;

সৈন্তগণ মধ্যে তুমি কেতুর স্থানীয়,
মানবে তুমিই কর অভীষ্ট বর্ষণ। ৪

শত্রু গর্ব ধ্বংসকারী তব বাহু যুগলেতে
ধর যদা অহিংসে হে ইন্দ্র অশনি ;
মেঘে যদা করে শব্দ বিপ্রত শব্দ জলেতে
স্তোত্রগণ চারিদিকে করে স্তবধ্বনি। ৫

এই সব সৃষ্টি ধার, ধার পরে জাত সব,
স্তুতি দ্বারা মিত্র হব সে মিত্র ইন্দ্রের ;
নমস্কারে তুঁষি তাঁরে ইষ্ট ফল দিইবারে
করি ~~দেহ~~হারে অভিমুখী আমাদের। ৬

যে সকল দেবতারা ছিল ইন্দ্র সখা তব
বৃজের নিখাসে ভীত পলাইল সবে।
মরুদগণ সখা হ'ল, দলি শত্রুসৈন্ত সব
তাঁহাদের সাহায্যেতে জয়িলে আহবে। ৭

ত্রিষষ্টি মরুদগণ (১) গাতীবৎ একত্রিত
উৎসাহি তোমাতে তাঁরা হলেন যক্ষীয় ;
ভাগধের কর দান, তব কাছে উপনীত,
আমরা করিব যজ্ঞে শুষ্ক প্রাপনীয় ; ৮

১ (১) ৬৩ মরুতের উল্লেখ দেখা যায়। অন্ত্যস্ত হলো ৭ মরুতের উল্লেখ আছে।

কে তোমার তিগ্নায়ুধ বজ্র ও নরকত সৈন্ত
 প্রতিরোধ করিবারে আছে শক্তিমান ?
 ঋজীষিণ ! বলবান অদেব আয়ুধশূন্য
 শত্রুগণে চক্র দ্বারা কর তিরোধান । ৯

পশুলাভ করিবারে সে প্রবৃদ্ধ উগ্র ইন্দ্রে
 শিবতন দেবে সবে করহ স্তবন ;
 বহুতর স্তুতিবাক্যে স্তুতিভাক্ সে মহেন্দ্রে
 পূজহ, দিবেন তিনি পুত্র বহু ধন । ১০

উক্থ বাহী সে ইন্দ্রার্থে শারকারী তরী,
 চাক্র স্তববাক্ সব কর উচ্চারণ ;
 সুবিস্তৃত প্রীতিপ্রদ ইন্দ্রদেব দয়া করি
 দিবেন পুজার্থে সবে বহুতর ধন । ১১

জুড়িত করিতে বাহা চান ইন্দ্র দেও তাহা,
 নমস্কারে স্তববাক্যে কর আরাধন ।
 অলঙ্কৃত হও, তাঁরে শুনাও শুনিতে বাহা
 চান তিনি, কাঁদিওনা পাবে বহুধন । ১২

দশ সহস্রক্ সৈন্তে অংশুমতী নদীতীরে
 ছিলেন সে দ্রুতগামী কৃষ্ণ অবস্থিত ।

প্রজায় পাইলা ইন্দ্র শব্দকারী সেই বীরে
নরহিতে সৈন্ত তাঁর করিলা ধ্বংসিত । ১৩

অংশুমতী গৃহ স্থানে দেখিলাম বিচরিতে
বিস্তৃত প্রদেশে সেই কৃষ্ণে (১) দ্রুতগামী,
অবস্থিত নভ সম রণে তাঁরে সংহারিতে
তোমাদিগে মরুদ্গণ ইচ্ছা করি আমি । ১৪

অংশুমতী নদী তীরে তনুতেজে দীপ্যমান
ছিলেন সে দ্রুতগামী কৃষ্ণ সৈন্ত সহ ;
বৃহস্পতি সহায়তা লভিয়া ইন্দ্র মহান
নাশি সে দেবশূন্ত সৈন্যের সমূহ । ১৫

হে ইন্দ্র তুমিই তাহা করিয়াছ সম্পাদিত
জাত মাত্র হইয়াছ সপ্তশত্রু-অরি ;
সবিত্ত ভুবন সব করিয়াছ উল্লাসিত,
তমোরত পৃথ্ব্যাকাশ সপ্রকাশ করি । ১৬

হে ব্রজী ! তুমিই তাহা করিয়াছ সম্পাদিত
করিয়াছ বজ্রে হত সে অতুল্য বল ;

(১) ১ম মণ্ডলের ১০১ সূক্তের ১ম শ্লোকে ইন্দ্র কৃষ্ণের গর্তবতী ভাষ্যা-
দিগকে হত করিয়াছিলেন, এমন কথাও উল্লেখ আছে । যথা—“প্রমং দিনে
শিতু মর্চতা বচো যঃ কৃষ্ণগর্তা নিরহরু জিহ্বনা । অবস্যাবো বৃষণং বজ্রদক্ষিণং
অক্লং তং সখ্যায় হবামহে ॥”

অস্ত্রে নিয়মুখ শুষ্কো করিয়াছ সংহারিত,
কার্য্যশূণ্যে লভিয়াছ গোধন সকল । ১৭

হে ইন্দ্র তুমিই তাহা করিয়াছ সম্পাদিত
নরশত্রু বধি তুমি হয়েছ পূজিত ।
অবরুদ্ধ সিদ্ধগুণে করিয়াছ প্রবাহিত
দাসধৃত জল রাশি করেছ বিজিত । ১৮

সোমপানে আনন্দিত ইন্দ্রদেব প্রজ্ঞাবান্
কে পারে সহিতে তাঁহার বুদ্ধ যজ্ঞকালে ?
তিনি দিবসের জায় অতিশয় ধনবান্
বৃত্রহা মহাজ্ঞকর্ত্তা দলি শত্রুদলে । ১৯

সেইত বৃত্রহা ইন্দ্র মানবের উপকারী
স্তব সহ হব্য তাঁরে করিব অর্পণ ;
রক্ষরিতা, মঘবান্, অগ্ন যশ দানকারী
সাদরে মোদের সাথে বলেন বচন । ২০

মহান্ বৃত্রহা ইন্দ্র হবনীয় জাত মাত্র,
করেছেন বহুকার্য্য নরহিতকর ।
পীত সোম মত্ত তিনি, আছে যে সকল মিত্র,
তাঁহাদের কাছে সর্কীপেক্ষা হব্যতর । ২১

নবম মণ্ডল ।

১১০ সূক্ত ।

পবমান সোম দেবতা । ত্র্যরুণ ও ত্রসদস্য নামক

দুই ঋষি ।

আমাদিগকে অন্নদিতে শক্রমুখে যাও,

অচল অটল সোম ।

ঋণেমুক্ত হই যেন, শক্রবধে যাও,

সার্থক করিয়া হোম । ১

লোকাকীর্ণ বাহ্যে সোম ! হইয়াছে সূত ;

করিতেছি তব স্তব ।

বিবিধ অন্নের জন্ত, হে সোম ! করিত ;

হয় তব অভিষব । ২

জলের আশ্রয়স্থান আকাশে ভাস্বরে

তুমি করেছ সৃজন ।

মহৎ জ্ঞানের বলে গোধন নিকরে

তুমি কর আহরণ । ৩

হে অমৃত ! তুমি চাক্র অমৃত আধার

সূর্য্যকে মর্ত্যের হিতে

সৃজিলে আকাশে, তুমি যাও অনিবার

রণে, জনে অন্নদিতে । ৪.

অক্ষয় জলের উৎস যে করে খনন,
অঞ্জলিতে ভরে জল ;
পবিত্র করিয়া ভেদ তাদের মতন,
দাও সোম ! অন্ন বল । ৫

যখন সবিভাদেব হরিলেন তম,
দিব্য বস্মরুচ্ সব
দেখিতে দেখিতে তদা পরাঙ্গীর সোম,
করিলেন তাঁর স্তব । ৬

তাঁহারাই সৰ্ব্ব অগ্রে কুশের ছেদনে,
অন্নবল লাভাশায়,
ধ্যান করিলেন তোম। ; জয়লাভে রূপে
পাঠাও আমা সবায় । ৭

পূৰ্ব্ব হ'তে সোম রস পেয় দেবতার,
জাত স্বর্গ গৃহস্থানে ;
ইন্দ্রার্থে প্রস্তুত হ'লে প্রশংসা তাঁহার
সমন্বরে স্তুতগণে । ৮

দ্যালোক ভুলোকে এই যত প্রাণিগণ—
সৰ্ব্বত্র প্রভু তব ;—

(১) স্বর্গধামের নিগূঢ়স্থান হইতে সোমরস দোহন করা হইয়াছে এই
বৈদিক বর্ণনা হইতে পৌরাণিক অমৃতের উপাখ্যান উৎপন্ন হইয়াছে ।

বৃষের যুধের' পরে প্রভুত্ব যেমন,
তেমন তোমার পব ! ৯

বহিষা সহস্রধায়ে বেগে অতিশয়,
শিশুর ক্রীড়ন মত,
মেঘলোমে খেলে সোম শোধন সময় ;—
এভাবে সোম ক্ষরিত । ১০

পুত মধুতুল্য সোম সুরস উজ্জল
তরঙ্গে তরঙ্গে ইন্দ্র প্রতি ;
অন্ন, কামা, আয় দান করিয়া কেবল
ক্ষরিত সোম যজ্ঞ-পতি । ১১

বিপক্ষে উৎসন্ন কর, দ্রবীভূত কর
জুর্জ্বল রাক্ষস গণে ;
আয়ুধ ধারণ করি শত্রু প্রাণ হর ;—
থাক সোম এ হেন ক্ষরণে । ১২

১১৩ সূক্ত ।

পবমান সোম দেবতা । কশ্যপ ঋষি ।
করুন বৃত্রহা ইন্দ্র সোমরস পান ;
শর্যানাবৎ (১) নাম সরে যে রসের স্থান ।

তাহা হ'তে বলবীৰ্য্য হবে সমুদ্ভূত ;—
ইন্দ্রের নিমিত্ত ইন্দো ! হও পরিশ্রুত । ১

হে দিগীশ ! হও তুমি হেথায় শবিত ;
আজীক (১) হইতে আসি হে ক্ষরিত ;
পূত সত্য বাক্যে, শ্রদ্ধা পুণ্য সহ, স্মৃত ;—
ইন্দ্রের জন্তে ইন্দো ! হও পরিশ্রুত । ২

করিলেন সূর্য্যকন্তা (২) সোম আহরণ ;
গন্ধর্বেয়া করিলেন সাদরে গ্রহণ ;
মেঘপুষ্ট সোমে রস হ'ল অনুগ্রহ—
ইন্দ্রের নিমিত্ত ইন্দো ! হও পরিশ্রুত । ৩

অতছ্যম, সত্যাকর্ম্মা সোম পবমান.
অত, সত্য, শ্রদ্ধা দেব করিয়া বাধান,
স্বন্দরসরূপ সোম ধাতৃপরিষ্কৃত ;—
ইন্দ্রের জন্তে ইন্দো ! হও পরিশ্রুত । ৪

(১) আজীকিয়া নদী আধুনিক বেয়া । আজীক প্রদেশ—উক্ত নদীর
তীরস্থ দেশ ।

(২) সবিতার কন্তা সূর্য্যার সহিত সোমের বিবাহোপখ্যান ঋকবেদের
স্থানে স্থানে পাওরা যায় । সূর্য্যাক্রিয়ণে সোমরস সাদকতা প্রাপ্ত হয়, এই জন্তই
সূর্য্যাকে সোমপত্নী মনে করা হইয়াছে একরূপ অনেকের ধারণা । গন্ধর্ব্ব
শব্দের আসি অর্থ সূর্য্য ।

তুমিই মহৎ, তব বলও প্রকৃত,
তব ধারা প্রবাহিত, রস সঞ্চারিত,
হে হরিতবর্ণধারী ! হয়ে মন্ত্রপুত ;
ইন্দ্রের জন্তেই ইন্দো হও পরিস্কৃত । ৫


ছন্দোময় বাক্যে যথা ব্রহ্মা পুরোহিত
প্রস্তর বর্ষণে সোমে করেন ক্ষরিত,
হর্ষ বৃদ্ধি করি তাহে হন সম্পূজিত ;
ইন্দ্রের নিমিত্ত ইন্দো হও পরিস্কৃত । ৬

যেখানে অজস্র জ্যোতি স্বর্গলোক স্থিত,
সেখানে আমারে তুমি হে সোম ক্ষরিত !—
লয়ে চল সেই ধামে অমৃত, অক্ষিত ;
ইন্দ্রের জনোতে ইন্দো হও পরিস্কৃত (১) । ৭

যথা বৈবস্বত রাজা, যথা স্বর্গদ্বার,
যথা আছে বৃহতী নদীর সমাহার ;

সেখানে আমাকে নিয়ে করহ অমৃত ;
ইন্দের জন্তেতে ইন্দো হও পরিস্কৃত । ৮

ত্রিলোক ত্রিদিবালোক বিরাজে যেখানে,
যথাকাম ভ্রমণ যে আলোপূর্ণ স্থানে,
সেখানে আমাকে নিয়ে করহ অমৃত ;
ইন্দের জনোতে ইন্দো হও পরিস্কৃত । ৯

যথা হয় কাম পূর্ণ, যথা প্রধ্বালয়, 
যেখানেতে স্বধা, যথা তৃপ্তিলাভ হয় ;
সেখানে আমাকে নিয়ে করহ অমৃত ;
ইন্দের নিমিত্ত ইন্দো হও পরিস্কৃত । ১০

আমোদ, প্রমোদ আর আনন্দ কেবল ;
কামিব্যক্তি পায় যত্র আপ্ত কামাফল ;
তথায় আমাকে নিয়ে করহ অমৃত ;
ইন্দের জন্তেতে ইন্দো হও পরিস্কৃত । ১১

দশম মণ্ডল ।

১৪ সূক্ত । (১)

১—৫, ১৩—১৬ ষম । ৬ নিম্বোক্তদেবতা । ৭—৯
নিম্বোক্ত দেবতাগণ বা পিতৃগণ । ১০—১২ ঋত্বয় ।

ষম ঋষি ।

যিনি মন সাধুগণে লয়ে যান সুখধামে
অনেতে পথ সাফ্ কুপায় ষাহার ;
ষাহার নিকটে সবে অবশ্য ষাইতে হবে
তিনি বৈবস্বত ষম—হোম কর তাঁর । ১

কোথায় ষাইতে হবে . তিনিই দেখান আগে,
সে পথের নাহি হয় কখন অন্তথা ;
আমাদের পিতৃগণ করিলা যজ্ঞ গমন
কর্ম অমুসারে লোক ষাইবেক তথা । ২

(১) এইটি একটি বিশেষ জ্ঞাতব্য সূক্ত । এই সূক্তে ধার্মিক লোক-
দিগের পরকালে সুখলাভের বিবরণ আছে । স্বর্গের সুপ্রবিধান কর্তাকে
ষম নাম দিয়া স্তব করা হইত । সুতরাং পৌরাণিক ষমের ন্যায় বৈদিক
ষম শাস্তিদাতা নহেন ; তিনি মাত্র সুখ বিধাতা ।

মাতলী কবাসকলে, অঙ্গিরনিকরে যম,
 দেব বৃহস্পতি ঋকৃকগণে সমবার্দ্ধিত ;
 ঐহাদিগকে দেবগণে, ঐহারা বা দেবগণে
 সম্বর্দ্ধনা করে, হয় সকলে বর্দ্ধিত :
 কেহ বা ঐহায় কেহ ঐধায় ফ্লাদিত । ৩

এই যজ্ঞে এসে যম ! বস তুমি যজ্ঞবিৎ
 অঙ্গিরা নামক পিতৃলোকের সহিত ।

কবিদের মন্ত্রসব তোমাকে করুক স্তব
 হোমপানে হে রাজন্ হও আমোদিত । ৪

সে অঙ্গিরা পিতৃগণ যজ্ঞ বিরূপানন
 তাঁহাদের সহ বসে আমোদ করহ ।

তব পিতা বিবস্বতে করিতেছি আবাহন
 এই যজ্ঞে এসে সবে কুশেতে বসহ । ৫

অঙ্গিরা, অথর্কী, ভৃগু আমাদের পিতৃগণ
 এই মন্ত্রে সবে উপস্থিত সোমপানে ।

যজ্ঞীয় সে পিতৃগণ করিয়া শুভ মনন
 প্রসন্ন হইয়া যেন রাখেন কল্যাণে । ৬

যাও যাও সেই পথে পূর্ব পিতৃগণ যাতে
 বিগত, সে পথে তুমি করহ গমন ।

স্বধার হ্লাদিত হয়ে আছেন রাজা উত্তরে

যম ও বরুণে গিয়া করহ দর্শন (১) । ৭

পিতৃগণ সহকারে যমে কশ্মে মিলিবারে

যাও স্বর্গে যাও সেই ধামে চমৎকার ।

অবদ্য (২) ত্যাগ করিয়া পুনরন্ত (৩) প্রবেশিয়া

উজ্জ্বল তনু ধরিয়া যাও পরপার । ৮

দূরে যাও, যাও সর, এই লোক মনোহর

পিতৃলোক ইহাঁকেই করেছেন দান ।

দিবা দ্বারা, জল দ্বারা, শোভিত আলোক দ্বারা,

প্রদান ~~করিয়া~~ যম মৃতকে সে স্থান । ৯

চতুরক্ষ সারমেয়, শবল কুকুরদ্বয়

সাধুপথে তাহাদিগে অতিক্রমি ধাও ।

মৃত ! বিস্ত্র পিতৃগণে যেখানে যমের সনে

আমোদে নিয়ত রত, সেইখানে যাও ॥ ১০

প্রহরী স্বরূপ তব বাহারা নেহারে সব

চতুরক্ষি পথরক্ষী যে যুগ্ম কুকুর ।

তাহাদের কোপ হ'তে যম ! রক্ষ এই মূর্তে,

রাজন্ কল্যাণ কর, রোগ কর দূর । ১১

(১) মৃত ব্যক্তিকে সন্মোদন করিয়া এই মন্ত্র এবং পরবর্তী মন্ত্র ।

(২) অবদ্য—পাপ । (৩) অন্ত—অন্ত নামক গৃহ ।

সেই দুই যমদূত বৃহন্নাসা অত্যদুত,
 অতৃপ্ত সবার করে পশ্চাদে ধাবন ;
 আমাদিকে অদ্য তারা দেয় যেন বল বাড়ি
 করে যেন ভদ্র, পাই সূর্য্যের দর্শন । ১২

যমের জন্তেতে সোম কর অভিষেক ;
 হোম কর তাঁর জন্তে হোম দ্রব্যসব ।
 এই স্তুসজ্জিত যজ্ঞ অগ্নি দূত যার,
 যম অভিমুখে তাহা করে অভিসার । ১৩

সেবা কর যমরাজে, হোম কর তাঁর ;
 স্নতযুক্ত দ্রব্য তাঁকে দেও উপহা-
 দেবগণ মাঝে তিনি দিয়ে দীর্ঘ আয়ু,
 আমাদিগে যেন যম করেন চিরায়ু । ১৪

যমরাজে স্তমধুর হব্য কর হোম ;
 যে সকল ঋষি পূর্বে লভিলা জনম,
 ঠাঁহার। করিলা ধর্মপথ আবিষ্কার,
 তাঁদিগেও আমাদের এই নমস্কার । ১৫

ত্রিকল্পক নামে যজ্ঞ পান যমরাজ,
 বড়েক বৃহৎ স্থানে তাঁহার বিরাজ ;
 ত্রিচুন্দ্ৰ পাণ্ডুরী আদি ছন্দ আছে বাহা,
 যমপ্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে তাহা । ১৬

১৫ সূক্ত । (১)

পিতৃলোক দেবতা । শস্য ঋষি ।

উত্তম মধ্যমাধম যত পিতৃগণ

সদয় হইয়া সোম করুন গ্রহণ,

হিংসাহীন ঋতজ্ঞ রক্ষেন প্রাণ যাঁরা,

আমাদিগে যজ্ঞকালে রক্ষুন তাঁহারা । ১

পূর্বে যাঁরা গত, কিম্বা বিগত পরেতে,

অথবা আছেন যাঁরা পার্শ্বব লোকেতে,

প্রাপ্ত যাঁরা সুভগ্ন লোকের অধিকার,

সেই পিতৃগণ অত এই নমস্কার । ২

পাইরাছি আমি পিতৃগণে পরিচিত ;

যজ্ঞ সম্পাদনোপায় হরেছি বিদিত ;

কুশে বসি হব্য সোম পিয়েন যাঁহারা

যজ্ঞে এসেছেন সেই পিতৃগণ তাঁরা । ৩

পিতৃগণ কুশস্থ ! আশ্রয় কর দান,

প্রস্তুত করেছি হব্য কর তাহা পান ;

রক্ষাকর এসে, কর মঙ্গল বিধান,

আমাদের পাপশূন্য করহ কল্যাণ । ৪

(১) এই সূক্তটিও বিশেষ জ্ঞাতব্য। এই সূক্তে ‘অথবা’ বার পুন্যাক্রা পিতৃগণ দেবগণের স্তায় বর্ণে বাস করেন, তাঁহাদের সহিত যজ্ঞে আগমন করেন এবং রক্ষুব্যের হিতসাধন করেন।

প্রিয় নিধি যুক্ত এই কুশের উপরি,
 সোমপানে পিতৃগণে আবাহন করি ;
 আশ্বন তাঁহারা মঙ্গ করুন শ্রবণ,
 আমাদিগে হৃষ্টচিত্তে করুন রক্ষণ। ৫

দক্ষিণে ভূমিতে জাহ্নু করিয়া নিহিত,
 পিতৃগণ ! এই যজ্ঞ কর প্রশংসিত ;
 পুরুষতা বশতঃ যত্নপি কোন দোষ
 করে থাকি, তন্নিমিত্ত করিও না রোষ। ৬

অগ্নির লোহিত শিখা-নিকটে বসিয়া,
 অন্নগ্রহ করহ দাতাকে ধন দিয়া,
 পুত্রগণে তাঁহার করহ ধন দান,
 যজ্ঞে তাঁহাদিগে কর উৎসাহ প্রদান।

সোমপায়ী বসিষ্টাদি পূর্ব পিতৃগণ
 করেন হোমের দ্রব্য সবে আকিঞ্চন ;
 তাঁহাদের সহ স্নেহে স্নেহী হয়ে যম
 যথাকাম গ্রহণ করুন আসি হোম। ৮

যে সকল পিতৃগণ হোম জানিতেন,
 যাহারা রচিয়া ঋক্ স্তব করিতেন ;
 দেবতা বিশেষ অগ্নে ! তাঁহারা এখন,
 তাঁহাদের অস্ত্র এই আহুতি স্থাপন। ৯

সত্যশীল, দেবগণ সহ সোমপারী,
ইন্দ্র সহ এক রথে যাহারা আরোহী,
সে যাজ্ঞিক, দেববন্দী, প্রাচীন নূতন
পিতৃগণ সহ অগ্নে! কর আগমন । ১০

সুগতি সম্প্রাপ্ত অগ্নিস্বস্ত পিতৃগণ !
এস, কর একে একে আসন গ্রহণ ;
হোম দ্রব্য বিস্তৃত করেছি কুশোপরি
খাও, দেও পুত্র, পৌত্র, ধন দয়া করি । ১১

জাতবেদা অগ্নি ! তব করেতেছি স্তব,
সুগন্ধি হোমদ্রব্য বহু দেবে সব ;
'স্বধা' বাক্যে ভোজন করুন পিতৃগণ,
হে দেব ! প্রস্তুত হব্য করহ ভোজন । ১২

হেথায় আগত যারা, কিম্বা অনাগত।
যাঁহাদিগে জানি, কিম্বা যাহারা অজ্ঞাত।
কে কে সেই পিতা তুমি জান জাতবেদা।
পিতৃগণ ! সেব এই যজ্ঞ বলি স্বধা ! ১৩

অগ্নিদগ্ধা যারা কিম্বা অগ্নিদগ্ধা নহে,
স্বর্গে স্বধা সহ যারা আনন্দোত্তে রহে ;
হে স্বরাট্ট যম ! তুমি তাঁহাদের সহ,
আমাদের স্বধা ইচ্ছা এদেহ কুম্ভহ । ১৪

১৬ সূক্ত । (১)

অগ্নি দেবতা । দমন ঋষি ।

ক'র না ইঁহাকে ভস্ম (২) ক'র না ক্লেশিত ;
 ক'র না শরীর চর্শ্ব ইঁহার বিক্লিষ্ট ;
 জাতবেদা ! ইঁহার শরীর শূত হ'লে,
 পাঠাও আছেন পিতৃগণ যেইস্থলে । ১

ইঁহার শরীর শূত যখন করিবে,
 পিতৃগণ নিকটে তখনি পাঠাইবে ;
 পুনঃ সজীবতা প্রাপ্ত হইবেন
 দেবের বশতাপন্ন হইবেন তদা । ২

বাতে ভব আত্মা, চক্ষু পশুক সূর্য্যোতে,
 ধর্ম্মবলে পশু মৃত ! জ্ঞাবা পৃথিবীতে ;
 কলোদয় হয় যদি যাও তবে জলে,
 প্রবেশ করুক অঙ্গ ওযধি সকলে । ৩

(১) এই সূক্তটিও বিশেষ জ্ঞাতব্য। ইহাতে বরপাণ্ডে পরলোকে
 গমনের কথা আছে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময়ে এই সূক্তের কয়েকটি এক
 উচ্চারণ।

(২) অগ্নিবাহু ঋষি প্রচলিত ছিল। তাহা এতদ্বারা বুঝা যাইতেছে।

অজ ভাগ তাঁর অগ্নে তাপে কর তপ্ত ;
তব শোচি অর্চি তাহা করুক উত্তপ্ত ,
তোমার যে শিবামূর্তি দেখিবারে পাই;
তদ্বারা তাঁহাকে বহ স্নকৃতির ঠাই (১) ।

আহুত হইয়া চরে স্বধার সহিত,
গিতুলোকে সে মৃতকে করহ প্রেরিত ;
ইহার শেবাংশ হ'ক জীবিত উখিত.
পুনর্বার তহু তাঁর হউক গ্রহীত । ৫

হে মৃত ! তোমাকে কৃষ্ণ শকুন, পিপীল,
যে ব্যাধা দিগ্ধিপ, শাপদ হুঃশীল ;
সর্বভুক অগ্নি তাহা করুন নীরোগ,
সোমও করুন. যার স্তোতাগণে যোগ । ৬

গোচর্যে আশ্রয় বর্ষ করহ ধারণ,
প্রচুর মেঘেতে দেহ কর আচ্ছাদন ;
হৃদ্বর্ষ গর্জিত অগ্নি তা হলে কখন
নারিবে করিতে তোমা সম্পূর্ণ দাহন । ৭

(১) ৩ ও ৪ লক যনোযোগ পূর্বক পাঠকরা আবশ্যক । বৃত্ত্যর পর
চতু, আত্মা (শিবান) ও ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাবলি, দূর্বা বা বায়ু বা বুদ্ধি বা
জল বা উদ্ভিদে যার কিস্ত মনুষ্যের জন্মরহিত অংশ অগ্নির প্রসাদে পুণ্যস্থানে
পুনরুৎপন্ন করে ।

হে অগ্নে ক'র না এই চমস চালিত,
সোমপায়ী দেবতারা ইথে হর্ষাশ্বিত ;
পানার্থে ইহার হয় দেব ব্যবহার,
অমরগণের ইথে আমোদ অপার। ৮

মাংসাশী আশুণে আমি করিতেছি দূর,
অশুভ বাহক যা'ক যমরাজপুর ;
দ্বিতীয় যে জাতবেদা আছেন হেথায়.
দিবেন বিচারি হব্য সর্ব দেবতায়। ৯

ক্রবা হইতে যে অনল তোমা-গৃহে
পশিতেছে, করি দূর সে চিত্তাশাহে ;
পিতৃযজ্ঞ জন্ত পুনঃ জাতবেদারস;
নইতেছি, তিনি যজ্ঞ করুন সফল। ১০

যে অগ্নি যজ্ঞের জবাব করেন বহন,
যজ্ঞের উন্নতি যিনি করেন সাধন ;
দেবগণে পিতৃগণে করি নানা স্তব,
বহন করেন তিনি হোমজব্য সব। ১১

হে অগ্নে! যজ্ঞেতে তোমা করিছি স্থাপন,
করিতেছি যত্ন সহ প্রদান ইক্ষন ;
তোজনার্থে যজ্ঞকারী পিতৃদেবগণে,
হোমজব্য বহন করহ সযতনে। ১২

হে অগ্নে ! যাহাকে তুমি করিলে দাহন.

তাঁহাকে করহ তুমি পুনঃ নির্মাণ ;

এখানে কিঞ্চিৎ জল হ'ক উপস্থিত,

শাখাপ্রশাখায় ছর্জী হ'ক জাগরিত ! ১৩

শীতিকাৱতি (১) পৃথিবী তুমি হে শীতিকে ! (২)

হ্লাদিকাৱতি (৩) পৃথিবী তুমি হে হ্লাদিকে !

মণ্ডুকী সঙ্কট হয় আন বৃষ্টি হেন,

কর হেন এষ্ট অগ্নি তুষ্ট হন যেন। ১৪

১৮ সূক্ত

১—৪ যুত্যা । ৫—৬ ইচ্ছা । ৭—১৩ পিতৃমেধ ।

১৪ পিতৃমেধ বা প্রজাতি । বামায়ন সংকুস্ক

ঋষি ।

দেবলোকে যেই পথে বায়, তার অস্ত্র পথে

যাও, যুত্যা ! অস্ত্র পথে করহ গমন ।

তব চক্ষু কর্ণ আছে, তাই বলি তব কাছে,

প্রজাগণে বীরগণে ক'র না হিংসন ॥ ১

তোমরা যুত্য় পথ ছেড়ে চল অস্ত্র পথ,

অত্যন্ত দীর্ঘ আয়ু লাভিবে সকলে ।

(১) শীতল উত্তিষ্কাশিনী । (২) শীতল ঋণশালিনী ।

(৩) আনন্দদায়ী উত্তিষ্কাশিনী ।

গৃহ পূর্ণ হবে ধনে, পূর্ণ হবে প্রজাগণে,
পবিত্র হইরা সেব যজ্ঞের অনলে ॥ ২

ইহারা জীবিত আছে, মৃত হ'তে কিরিয়াছে,
আমাদের যজ্ঞ অস্ত্র হয়েছে ফলিত ।

এস সবে নৃত্য হাস সম্যক করি প্রকাশ,
পেরেছি যখন আয়ু অতি দীর্ঘায়িত ॥ ৩

জীবিতের চারি ভিতে মৃত্যুকে রোধ করিতে,
দিতেছি বেঠন, মৃত্যু না ছোঁয় তাদিগে ।

ইহারা শরৎ শত থাকুক সবে জীবিত
পর্যন্ত করুক বন্ধ আসিতে মৃত্যুকে ॥ ৪

দিন যায় দিন পরে, ঋতুর অকাতরে
ঋতুর পরেতে, হেন প্রথা বিধানি ।

সেৱগে যে পরাগত না হ'ল পূর্বেতে গত,
হে বিধাতাঃ ! কর হেন আয়ুর বিধান (১) ॥ ৫

তোমরা দীর্ঘায়ু ভরা লাভ করি পরম্পরা
জ্যোতীষ ক্রমেতে কর সকলে গমন ।

হেথা তোমাদের সহ মিলি ঋতা শুভদেহ,
দিতেছেন আয়ু পাবে সুদীর্ঘ জীবন (১) ॥ ৬

(১) এই ঋকের দ্বারা ঋক বোধ হয় পরবর্তী ঋকের দ্বষ্টাকে লক্ষ্য
করিতেছে ।

(২) এই ঋকে উক্ত মৃত্যুর জ্ঞানদানের প্রতি । এবং ৭ম ঋকের
উক্ত মৃত্যুর জ্ঞানদানের প্রতি ।

সুগন্ধী সধবা বত লেপিরা অঙ্গন দ্বত
 প্রবেশ করুন সবে আপন গৃহেতে ।
 অশ্রুপাত না করিয়া শোকাভূরা না হইয়া
 আশ্রুন সুরঙ্গা বধু গৃহেতে অগ্রেতে (১) ॥ ৭
 উঠিয়া চল সংসারে যাও যার সহকারে
 করিতে শয়ন, তিনি গতানু এখন ।
 গ্রহণ করিয়া পাণি, দিখিসু (২) হবেন বিনি,
 হরে পত্নী তাঁর কর কর্তব্য সাধন ॥ ৮
 মৃতের হাতের ধরু গ্রহণ এবে করিসু ;
 তেজ, বল তাহা হ'তে হবে উপচিত,
 থাক অত্র মৃত ! আমরা স্তবীর বত,
 পারি বৈ স্পর্শি শত্রু করিতে নিহত ॥ ৯

(১) “মূলে এই বাক্যের শেষে এই শব্দগুলি আছে। “আরোহন্ত জনরঃ
 যোনিং অগ্রে।” শেষ শব্দটির একটি বিস্ময়কর ইতিহাস আছে। ঋগ্বেদে
 সতীত্বাহের উল্লেখ নাই। আধুনিক কালে ঐ কুপ্রথা ভারতবর্ষে প্রচলিত
 হয়। ঐ কুপ্রথা ঋগ্বেদ সম্বন্ধে ইহা প্রমাণ করিবার জন্য বঙ্গদেশের কোন
 কোন গণ্ডিত “অগ্রে” শব্দ পরিবর্তন করিয়া “অগ্রেঃ” করিয়া সতীত্বাহ বিবরণ...
 একটি অদ্ভুত অর্থ করিয়াছিলেন। আধুনিক কুপ্রথাগুলি সংরক্ষণার্থ কপট
 শাস্ত্র ব্যবসারীপণ প্রাচীন শাস্ত্রের যে ভূরি ভূরি অবধা ও মিথ্যা অর্থ করিয়া-
 ছেন তাহার মধ্যে এই কার্যটি সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ও লজ্জাজনক।”

(২)। দিখিসু অর্থে নারীর বিতীরপতি। ডাক্তার-মোহনলাল সিক্কা
 এই বাক্যের যে অর্থ করিয়াছেন আমি তাহাই গ্রহণ করিলাম।

স্বশ্বেবা এই সৰ্ব্বত্র ব্যাপিনী যেই

মাতৃবৎ ভূমি, - তাঁর হও সন্নিহিত ।

যুবতী রমণী যথা মেঘলোমকমা তথা,

হইরে নিষ্ঠাতি হতে করুন রক্ষিত ॥ ১০

ইঁহাকে উন্নত রাখ, পীড়া এঁকে দিওনাক

সুন্দর সামগ্রী দাও, দাও প্রলোভন ।

মাতা যথা পুত্রবরে অঞ্চল দ্বারা আবরে,

ভূমে ! তথা ইঁহাকে করহ আচ্ছাদন ॥ ১১

পৃথিবী ইঁহার 'পরে হরে স্থিত স্তূপাকারে

থাকুন, সহস্রধূলি থাকুক উপরে ।

স্বতপূর্ণ গৃহ যথা তাহা হইরে তথা

দিউক আশ্রয় মৃতে দিন দিগন্তরে (১) ॥ ১২

পৃথিবীকে উত্তম্ভিত, তব' পরে লোষ্ট্র স্থিত

করিতেছি যাতে তব বিনাশ না হয় ।

এই স্থণা (২) পিতৃগণ রাখুন করি ধারণ

স্থাপন এখানে যম তোমার আলয় ॥ ১৩

(১) সন্নিহিত হতে ১০, ১১, ১২ এই তিন শ্লোকের তাৎপর্য এই যে যখন মৃত ব্যক্তিকে দাহ করিয়া অগ্নি সঞ্চার করা হয় তখন ঐ কয়েকটি শ্লোক পাঠ করা হয় । কিন্তু মূলে অগ্নি শব্দের উল্লেখ নাই । এক কয়েকটি পাঠে বোধ হয় মৃতকে মৃত্তিকার নীচে রাখা হইত ।

(২) স্থণা-খুটি ।

পূর্ণ যথা শর'পরে বক্রে অবস্থিতি করে,
তথা বক্র দিনে আমি আজ পড়িলাম ।
রশ্মি যথা অশ্ববরে রাখে কষ্টে রুদ্ধ করে,
তেমনি দুঃখের বাক্য রুদ্ধ করিলাম ॥ ১৪ ॥

৭৫ সূক্ত ।

নদীগণ দেবতা । সিদ্ধুক্ৰিৎ ঋষি ।
জলগণ ! তোমাদের অত্যাশ্রয় মহিমান ।
যজ্ঞমান সদনেতে কবি করেন ব্যাখ্যান ॥
সাত সাত করি তারা তিন শ্রেণীতে চলিল ।
সকল শর'পরে তেজ সিদ্ধুর বাড়িল ॥ ১
যখন ধাবিত সিন্ধো ! হলে দেশে অরবান্ ।
কাটিয়া তোমার পথ বক্রণ করিলা দান ॥
ভূমি'পরে তুমি কর উন্নত পথে গমন ।
সকলের শ্রেষ্ঠ তুমি, আছে যত নদীগণ ॥ ২
ভূমি হ'তে উঠি শব্দ করে আকাশ ছাদন ।
উজ্জল মূর্তিতে সিদ্ধ বেগে করিছে গমন ॥
অত্র হ'তে ঘোররবে বেন হতেছে বর্ষণ ।
আসিতেছে সিদ্ধ করি বৃষভ সম গর্জন ॥ ৩
যেহুমাতা লয়ে পয় ধার যথা বৎসপ্রতি ।
জল লয়ে নদী সব তব প্রতি করে গতি ॥

স্বপ্নে চলেন রাজা লইয়া সঙ্গে বাহিনী !
এই ছই নদীশ্রেণী তথা তোমার সঙ্গিনী ॥ ৪

হে গঙ্গে যমুনে শুন স্তব মম স্বরশ্রুতি !
শুভ্রুজি পরকি শুন করি আমি এ মিনতি ॥
অসিক্রী সঙ্গতা নদী মরুৎধা ও বিতস্তা !
শুনহ সুবোমাগতা আজীকিরে মম কথা (১) ॥ ৫

মিলিত হইলে সিদ্ধ তৃষ্টমা সহ প্রথমে ।
পরেতে সসত্ব এবং রসা য়েতীর সঙ্গমে ॥
কুম্ গোমতীকে ভূমি কুভা ও মেহেতু সহ ।
মিলাইয়া, একরথে চলিতেছ অহরহ (২) ॥ ৬

শুভ্রবর্ণ সমুজ্জল সরল গমনে চলে ।
৬ মহতী হৃদ্বী সিদ্ধ—সর্বত্র প্রাবিত্ত জলে ॥

(১) শুভ্রুজি অর্থে শতদ্রু নদী। পরকী অর্থে ইরাবতী বা রাবী নদী। অসিক্রী অর্থে টিনাব নদী। অসিক্রী, বিতস্তা বা খীলম নদীর সহিত মিলিত হইলে মরুৎধা নাম ধরে। বিতস্তা অর্থে খীলম। আজীকির অর্থে বিপাসা বা ঘেরাস নদী। সুবোমা অর্থে সিদ্ধ। সুবেদের অনেকস্থলে সিদ্ধ নদী ও তাহার শাখাগুলির উল্লেখ আছে, গঙ্গার প্রায় উল্লেখ নাই। হিন্দুগণ কখন পাঞ্জাব প্রদেশেই বাস করিতেন।

(২) মে একে সিদ্ধনদীর পূর্বদিকের (পাঞ্জাব প্রদেশের) শাখাগুলির নাম পাণ্ডরা বার। ৬ষ্ঠ একে পশ্চিমদিকের (কাবুল প্রদেশের) শাখাগুলির নাম পাণ্ডরা বার। কুভা অর্থে কাবুল নদী গোমতী অর্থে গোমালনদী ইত্যাদি।

গতিশালী যত আছে, তাঁর সম নাই কেহ ।

ষোটকীর মত চিত্রা, বগুধীর মত দেহ ॥ ৭

কত অশ্ব, কত রথ, হিরণ্যের অলঙ্কার ।

কত বস্ত্র, কিবা সজ্জা, কত অন্ন আছে তাঁর ॥

সীলমাবতী যুবতী সিদ্ধ নদী উর্ণাবতী ।

মধুগ্রন্থ পুষ্পাবতা অহো কি সৌভাগ্যবতী ॥ ৮

অশ্বযুক্ত স্বথকর রথ করি সংযোজন ।

তাছাতে দিলেন যজ্ঞে আনি সিদ্ধ অন্নধন ॥

অদক, শ্রবশোযুক্ত, মহতী মহিমা তাঁর ।

বলিয়া সকলে শ্রব করে তাঁর অনিবার ॥ ৯

৮২ সূক্ত । (১)

বিশ্বকর্মা দেবতা । বিশ্বকর্মা ঋষি ।

চক্ষুমান, মনস্বান, ধীর, পিতা মতিমান,

স্বতবৎ সৃজিলেন পৃথিবী দ্যাবার ।

তাহাদের অন্ত বদা ক্রমে দুই হল ভদ্রা,

দ্যলোক ভুলোক ভিন্ন হইল তাহার ॥ ১

বিশ্বকর্মা বৃহস্পতি, সৃজিলেন সৃষ্টি নানা,

তিনিই বৃহৎ, তিনি পালেন সুকলে ।

(১) এই সূক্তে পরমেশ্বরের সৃষ্টিকর্ম্য বর্ণিত হইয়াছে ।

সর্বভূতা সর্বশ্রেষ্ঠ পূর্ণ করি বিশ্বদিষ্ট

সপ্তর্ষি উপরে স্থিত, এক মাত্র বলে ॥ ২

তিনি আমাদের পিতা, জনিতা, তিনি বিধাতা,

বিশ্বভুবনের যত ধাম অবগত ।

সব দেবতাই (১) তিনি এক অধিতীয় যিনি

তাঁহাকে জানিতে চাহে সমস্ত জগত ॥ ৩

সৃষ্ট হলে সৃষ্টার্থ (২) বাহারা এ সর্বভূত

সুশোভিত করিলেন সেই ঋষিগণ ।

প্রাচীন স ঋষিগণ প্রভূত করি স্তবন

তাঁহার উদ্দেশে যজ্ঞ করেন হবন ॥ ৪

দ্যলোক ভুলোক বাহা অতিক্রমি পাছে তাহা

অসুর দেবতাগণে যাতে অতিক্রমে ।

কোন্ গর্তে জলগণ করিণা তাহা ধারণ

যে গর্তেতে দেব সব সঙ্গত প্রথমে (৩) ॥ ৫

অজের নাভির মূলে * যে এক পদার্থ স্থলে

এ বিশ্ব ভুবন সব অন্তর্লীন ছিল ।

বাহাতে দেবতা সবে সঙ্গত ছিলেন তবে

সেই গর্ত জলগণ প্রথম ধরিল ॥ ৬

(১) ত্রিগ্ন ত্রিগ্ন দেবগণ কেবল ঈশরেরই ত্রিগ্ন ত্রিগ্ন নাম মাত্র । (২) সৃষ্টার্থ—স্বাধিকার । (৩) সমস্ত দেবকার্যের ও বৈব কয়তার একই উৎস হান আছে, ঋষি তাহাই বর্ণনা করিতেছেন ।

সৃষ্টি করিলেন যিনি অজ্ঞেয় জানহ তিনি
তোমাদের অজ্ঞ ভাব রয়েছে অন্তরে ।
নীহারে হয়ে আবৃত লোক জন্মনার রত (১)
প্রাণের তৃপ্তির জন্ম স্ববস্তুতি করে ॥ ৭

৮৫ সূক্ত ।

১—৫ সোম । ৬—১৬ সূর্য্যাবিবাহ । ১৭ দেবগণ ।
১৮ সোমার্ক । ১৯ চন্দ্রমা । ২০—২৮ নরের বিবাহ-
মন্ত্র আশীঃপ্রায় । ২৯, ৩০ বধুবাস সংস্পর্শ নিন্দা ।
৩১ বক্ষনাশিনী দম্পতী । ৩২—৪৭ সূর্য্য ।

সূর্য্য ঋষি ।

পৃথিবীকে উত্তম্বিতা করিয়াছে সত্য ;
সূর্য্যের প্রভাবে তথা স্বর্গ উত্তম্বিত ।
ঋতেতে আকাশে স্থিত যতেক আদিত্য,
উহার প্রভাবে সোম তথা অধিশ্রিত । ১
সোম হ'তে বল প্রাপ্ত আদিত্য সকল,
সোমের প্রভাবে পৃথী মহতী কেমন !
অথচ এই যে সব নক্ষত্র মণ্ডল,
তাদের নিকটে তাঁর হয়েছে ঘটন । ২

(১) সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তার কথা আলোচনা করিয়া ঋগ্বেদের ঋষি বহু পুঙ্খ-
বাহা বলিয়াছেন অন্য সত্য জগতের বীশক্তি সম্পন্ন প্রতিভগণ তাহা
বলিতেছেন—সূর্য্যেরা তাহাকে বুঝিতে পারে না । “কৃষ্ণাটিকাতে আবৃত
হইয়া লোক নানাপ্রকার জন্ম করে মাত্র ।

ভবধি স্বরূপ সোমে করি নিশীড়ন ।
 ভাবে লোক করিলাম পান সোমরস ;
 কিন্তু যে প্রকৃত সোম জাত স্তোত্রগণ ।
 কেহই না জানে তার স্তম্ভুর রস । ৩

ওহে সোম ! স্তোতা বত বিহিত বিধানে
 রাখেন গোপনে তোমা কবি আচ্ছাদন ;
 পাষাণের শব্দ পশে তোমার শ্রবণে ।
 পিরিতে না পারে তোমা পার্শ্বিষ কখন । ৪

দেব ! তব পানে তব নাহি অপচয়, ছ
 বরঞ্চ তাহাতে করি বুদ্ধির দর্শন t
 মাস বধা রক্ষা করে বর্ষ সমুদয়,
 সোমের রক্ষক বানু আছেন ভেমন । ৫

রৈতী নারী ঋক্গুলি হ'ল সহচরী,
 দাসী হল নারায়ণসী তখন সূর্য্যার ;
 গাথার স্তম্ভুর বস্ত্র পরিষ্কৃত করি
 আনীত হইল সেই বিবাহে তাঁহার (১) । ৬

(১) এইরূপ হইতে ১০ টি একে সমিদ্ধ হইতা সূর্য্যার বিবাহের কথা
 আছে ।

যখন চলিলা সূর্য্য পতির ভবন,
চৈতন্য হইল উপবর্হণ তাঁহার ;
অভাজন (১) হইলেক তাঁহার নয়ন,
ভুলোক ছালোক কৈ'ল কোণব্যবহার (২) । ৭

স্তব সব হইল রংগের চক্রাশয়,
কুরীর নামক ছন্দ রণ-অভ্যস্তর ;
হইলেন সে সূর্য্যার বর অশ্বিদ্বয়,
দূতরূপে অগ্নিদেব হ'লা অগ্রসর । ৮

মনে মনে পতি সূর্য্য্য করিলে কামনা,
সস্তাদান করিলেন তাঁহাকে সবিভা ;
কাঁদিয়াছিলেন সোম বিদাহ বাসনা ।
কিন্তু অশ্বিদ্বয় তাঁর হইলা গৃহীতা । ৯

মানস হইল তদা শকট সূর্য্যার,
আকাশ হইল তাঁর উর্দ্ধ আচ্ছাদন ;
ছুই শুরু তারা হ'ল বাহক তাঁহার,
যখন করিলা সূর্য্য্য গৃহে আগমন । ১০

(১) অভাজন—গেল হরিদ্রা ইত্যাদি দ্বারা শরীরের বিষমলীকরণ ক্রিয়া।

(২) কোণ—স্বল্পাঙ্গ প্রিয়া ।

ঋক্ সাম অভিহিত যুগ্ম বৃষবর
 হেথা হ'তে তাঁহার শকট বহে নিল ;
 সূর্য্যো ! হুই কর্ণ তব রথের চকর ;
 দিবি-পথ চরাচর তাহার হইল । ১১

শুচি (১) হ'ল চক্রবর চলিতে চলিতে,
 বিস্তারিত অক্ষ রথে স্থাপিত হইল ;
 উত্ততা হইয়া পতি গৃহেতে বাইতে
 মনোরূপ শকটেতে সূর্য্য আরোহিল । ১২

যে উপচোকন দিলা সূর্য্যাকে সন্নিহিত,
 অগ্রে অগ্রে সে যৌতুক বাইতে লাগিল ;
 অঘাতে (২) সে গাভী সব হইল তাড়িতা,
 অর্জুনীতে (৩) সে যৌতুক উহমান্ হ'ল । ১৩

ত্রিচক্র রথেতে চড়ি হে অশ্বিষ্ণুগণ !
 করিয়া প্রার্থনা বহু গৃহিলে সূর্য্যাকে ;
 আহ্লাদিত হইলেন দেবতা সকল,
 পিতৃরূপে বরিলেন পুত্রা তোমাদিগে । ১৪

(১) শুচি—উজ্জ্বল। (২) অঘা—ঘমা নক্ষত্রের উদয় কাল।

(৩) অর্জুনী—কাস্তুনী নামক ছুই নক্ষত্রের উদয় কাল।

যখন হইয়া বর বরিতে আসিলে
সূর্য্যাকে, কোথায় ছিল রথচক্র এক ?
কোথায় বা উভয়েতে বল দাঁড়াইলে,
কোথা আছে পথ তাহা জানিতে বারেক ? ১৫

কালে কালে চলে তখন তব চক্রব্রম
হে সূর্য্যো ! স্তোত্র তোমার হবে অবগত তাহা ;
আর এক চক্র তব আছে গোপনীয়
বিদ্বান্ ব্যক্তির মাত্র অবগত যাহা (১) । ১৬

সূর্য্য দেবতাকে আর অস্ত্র দেবগণে,
মিত্রদেবে বরুণ দেবকে সে প্রকার ;
যাহারা আছেন প্রাণি হিতের চিন্তনে,
সকল দেবতাগণে এই নমস্কার । ১৭

এই দুই শিশু(২) করে বিচরণ পূর্ক্যাপরে
খেলিতে খেলিতে তারা আসয়ে অধরে ;
বিশ্ব ভুবনেতে একে নেত্র মেলি চেয়ে থাকে
ঋতু সৃষ্টি পুনঃ পুনঃ জন্মায় অপরে । ১৮

(১) দুই চক্র—চন্দ্র সূর্য্য ; একচক্র—সম্বৎসর ।

(২) দুই শিশু—চন্দ্র ও সূর্য্য ।

দিবস-কেতু-স্বরূপ ধরি নিত্য নবরূপ
করেন উবার অগ্রে সূর্য্য আগমন ;
তিনি, যত হয় যাগ, দেবতারে দেন ভাগ,
করেন চন্দ্রমা দীর্ঘ আয়ু বিতরণ । ১৯

যে রথে শাল্মলী শোভা কিংকটক হিরণ্য প্রভা
সুব্রত, অমৃতালয় যে রথ সুন্দর ;
করি সূর্য্যো ! আয়োজন সে রথে পতি-ভবন
যাও, সঙ্গে যা'ক উপচৌকন বিস্তর । ২০

এই কথা পতিবতী, বিশ্বাবসো ! নমঃস্ততি
করি তোমা, তে'থা হ'তে কর গাত্রোথান ;
পিতৃগৃহে আছে যথা অত্যা চে বপুর্বিভক্তা,
সেই তব ভাগ, কর তথায় প্রস্থান । ২১

অত্র হ'তে বিশ্বাবসো ! কর গাত্রোথান,
পূজা করিতেছি তোমা নমঃ সহকারে ;
যাও, ব্যক্তা অত্যা যথা আছে বিদ্যমান
অতির সংযোগে জ্ঞান করহ তাহারে (১) । ২২

(১) বিশ্বাবসু বিনাহেব অধিষ্ঠাতা । কথা বিনাহ লক্ষণ প্রাপ্ত হইলে
বিনাহ দেওয়া বিধের এই মত ২১, ২২ এক হইতে প্রতীয়মান হয় । এই
বান হইতে সূর্যের শেষ পর্য্যন্ত বিনাহের বিবরণ ও যন্ত্র পাওয়া যায় ।
কর্তৃদ্বিগের বিনাহ বিবরণ দিবার আগে সূর্য্যার বিনাহ যেন ভূমিকা স্বরূপ
প্রদেয় হইয়াছে ।

বরযাত্রি সমাগমে যান কত্না অশ্বেষণে

যে পথে সে পথ হ'ক স্নগম সরল ।

অর্বাণা ভগদেবতা নিরাগদে নি'ন তথা

দাম্পত্য স্নযত হ'ক, দেবতা সকল ! ২৩

করিতেছি বিমোচন বরুণ পাশ-বন্ধন

সুশেব সবিভা তোমা বাঁধিল যাহার ।

সুকৃত-ঋত-আধার অরিষ্ট নাহিক যার

হেন স্থানে পতি সহ স্থাপিব তোমায় (১) ॥ ২৪

হঁ'হাকে এস্থান হতে মুক্ত করিলাম ।

অপর স্থানের সহ বাঁধিয়া দিলাম ॥

হে বর্ষাকারী ইন্দ্র ! হয়ে ভাগ্যবতী ।

সুপুত্রা হইয়া ইনি করুন বসতি ॥ ২৫

তোমাকে হস্তে ধরিয়া যাউন পুষা লইয়া

অশ্বিদয় রথে তোমা করুন বহন ।

কর্ত্তী হও গৃহে যেয়ে সবার উপরে গিয়ে

আপন প্রভুত্ব কন্যে ! করহ স্থাপন ॥ ২৬

(১) কত্না দেখিয়া শুনিয়া পতি বরণ করিতেন, তাহা এই মণ্ডলের ২৭
সূক্ত, ৭ ঋক হইতে কতকটা দেখা যায়। “কত রমণী অর্থে প্রীত হইয়া নারী-
প্রিয় পুরুষের অনুরক্ত হয়। কিন্তু স্নগঠনা ও ভক্তকত্না অনেক পুরুষের
মধ্যে আপন প্রিয় পাত্রকে পতিত্ব বরণ করেন।”

জন্মিয়া অত্র সন্ততি হ'ক তব লাভ প্রীতি,
 এই গৃহে সাবধানে কর গৃহ-কাজ ।
 তনু এই পতি সহ, সংযুক্ত কন্তে করহ
 কর্ত্তাভাবে বার্কক্যেও করিও বিরাজ ॥ ২৭

হইতেছে দেহ তাঁর নীল ও লোহিত ।
 কৃত্যার (১) প্রভাব তাঁয় হতেছে ব্যঞ্জিত ॥
 বাড়িতেছে তাঁহার যতক জ্ঞাতীগণ ।
 নানারূপে হইতেছে পতির বন্ধন ॥ ২৮

পরিত্যাগ কর এই মলিন বসন ।
 স্তোতাগণে প্রদান করহ বহুধন ॥ ২৯
 পত্নী হইয়া কৃত্যা গেলেন চলিয়া
 জায়া ও গেলেন স্বীয় পতিতে পশিয়া ॥ ৩০

পতি বধুবন্ধে স্বীয় অঙ্গ আচ্ছাদন ।
 করিবার চেষ্টা যদি করেন কখন ॥
 তাঁহার উজ্জল তনু হইবে মলিন ।
 কৃত্যার পাপের স্পর্শে হইবে শ্রীহীন ॥ ৩১

(১) কৃত্যা কি বুঝাইতেছে না । সারণ বলেন পাণদেবতা ।

যে যে বস্ত্র (১) আসে লোকপশ্চাদ্ হইতে ।

হরিয়া বধুর চন্দ্র লইয়া যাইতে ॥

তাহাদিগে করুন যজ্ঞীয় দেব যত ।

তথাগত যথা হতে তাহারা আগত ॥ ৩১

দম্পতীর পরিপত্নী হউক বিনষ্ট ।

সুবিধা সংযোগে দূর হ'ক যত কষ্ট ॥

অরাতিরা দ্রুত বেগে করিয়া গমন ।

করুক দম্পতী হ'তে দূরে পলায়ন ॥ ৩২

এই বধু দেখিতে অত্যন্ত স্নানক্ষণ ।

তোমরা সকলে ওগো করহ দর্শন ॥

সৌভাগ্য আশীষ বাক্য করিয়া প্রদান ।

নিজ নিজ গৃহ পরে করহ প্রস্থান ॥ ৩৩

এই বস্ত্র তুষ্ট কটু অপাষ্ট বিযাক্ত । (২)

ব্যবহার যোগ্য নহে, ইহা পরিত্যক্ত ॥

ব্রহ্মা নামে যে ঋত্বিক জানেন সূর্য্যায় ।

তাঁহাকে এ বধুবস্ত্র দিতে পারা যায় (৩) ॥ ৩৪

(১) রোগ শোকাদি ।

(২) তুষ্ট—দাহযুক্ত ; কটু—মলিন ; অপাষ্ট—অগ্রাহ্য ।

(৩) এই ঋকগুলি বিবাহের আচার সময়ে । এক্ষণে যেমন নাপিত
বিবাহের বস্ত্র লাভ করে, তৎকালে সে বস্ত্র ঋত্বিকের প্রাপ্য ছিল ।

সূর্য্যার হৃদয় রূপ করহ দর্শন ।

আশমন, বিশমন, অধিবিকর্তন ॥

তাঁহার বে বজ্র আছে, করিয়া শোধন ।

পারেন ঋত্বিক্ ব্রহ্মা করিতে গ্রহণ ॥ ৩৫

সৌভাগ্যের জন্ত তব ধরিতেছি হস্ত, ধব

করিয়া আমার, পৌছ বার্কিক্য সীমায় ।

পুরন্ধি দেব সবিতা অর্য্যমা ভগদেবতা

গার্হপত্য জন্ত তোমা দিলেন আমার (১) ॥ ৩৬

পুত্রা ! শিবতমা তাঁকে প্রেরণ কর আমাকে

বীজ যাতে মনুষ্যেরা করেন বপন ।

যিনি হয়ে কামবতী আমরাও কামী অতি

করিবেন আমাদের প্রেম আলিঙ্গন ॥ ৩৭

উপলোকনের সহ অগ্রেতে সূর্য্যার ।

তোমার নিকটে অগ্নে আনিলে তাঁহার ॥

পতিকে বনিতা পুনঃ কর সমর্পণ ।

তুমিই তাঁহাকে কর প্রজা বিতরণ ॥ ৩৮

(১) এই একট'বরের কল্পার প্রতি উক্তি ।

দিয়াছেন পত্নীকে অগ্নিই পুনর্কার ।
 পরমায়ু আর যত লাভণ্য তাঁহার ॥
 ইহার যে পতি তিনি শতক শরৎ ।
 দীর্ঘায়ু করিয়া লাভ থাকুন জীবৎ ॥ ৩৯

প্রথমেতে সোম তোমা করেন বিবাহ ।
 গন্ধর্ব্বের সহ তব দ্বিতীয় উদ্বাহ ॥
 তৃতীয় অগ্নিই তব পতির স্থানীয় ।
 পরিশেষে পতি তব মনুষ্য তুরীয়(১) ॥ ৪০

সোম তাঁকে গন্ধর্ব্বকে করিলেন দান ।
 গন্ধর্ব্ব করিলা তাঁকে অগ্নিকে প্রদান ॥
 অগ্নিই দিলেন সেই বনিতা আমায় ।
 ধন পুত্র পাইলাম যাহার কুপায় ॥ ৪১

তোমরা উভয়ে সুখে বাস কর অত্র ।
 বিষ্কৃত না হও, চির থাকহ একত্র ॥
 পুত্রনপ্তৃ সহ করি ক্রীড়া নিরন্তর ।
 আপন গৃহেতে থাক মুদিত অন্তর ॥ ৪২

(১) তুরীয়—চতুর্থ ।

করুন প্রদান প্রজ্ঞা আমাদেরিগে প্রজ্ঞাপতি ।

অর্ঘ্যমা জরাপর্যন্ত রাখুন মিলিত অতি ॥

হে বধু কল্যাণী হয়ে পশহ পতি আলয়ে ।

মঙ্গল করহ পশু দাসদাসী সমুদয়ে ॥ ৪৩

ক্রোধশূন্ত হ'ক নেত্র, হও পতি হিতৈষিনী ।

প্রকুলমানসা হও, লাভণ্যে মনোহারিণী ॥

বীর প্রসবিনী হও, থাক দেবকামা হয়ে ।

মঙ্গল করহ পশু দাসদাসী সমুদয়ে ॥ ৪৫

হে বর্ষণকারী ইন্দ্র ! ইহাঁকে স্নপুত্রবতী ।

করহ, হউন ইনি অতিশয় ভাগ্যবতী ॥

ইঁহার গর্ত্তেতে হ'ক উৎপাদিত পুত্র দশ ।

পতির সহিত তারা হ'ক সবে একাদশ ॥ ৪৫

সম্রাজ্ঞী স্বরূপা হও ঋগুর উপরে ।

ঋগুভীকে রাখ তথা বশীভূত করে ॥

ননদের পরে হও সম্রাজ্ঞী তেমন ।

দেবরেরা তব আজ্ঞা করুক পালন ॥ ৪৬

আমাদের উভয়কে মিলিত হৃদয় ।

করুন আছেন যত দেব সমুদয় ॥

জলগণ, মাতরিষা, বাগ্‌দেবী ও ধাতা ।

আমাদের সংযোগের হউন বিধাতা ॥ ৪৭

১২১ সূক্ত । (১)

প্রজাপতি দেবতা । হিরণ্যগর্ভ ঋষি ।

ছিলেন হিরণ্যগর্ভ অগ্রে বিজ্ঞমান,
জাতমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বর মহান ;
ধরিলেন এই পৃথ্বী, আকাশ আবার,
করিব অর্চনা হব্যে কোন্ দেবতার ? ১
জীবাত্মা দিলেন যিনি, যিনি বলদাতা,
পালেন আদেশ যার সকল দেবতা ;
অমৃত বাহার ছায়া, মৃত্যু বশে যার ;
করিব অর্চনা হব্যে কোন্ দেবতার ? ২

জগতে যা আছে প্রাণবান্ চক্ষুয়ান্,
সকলের রাজা তিনি একই মহান ;
দ্বিপদ কি চতুষ্পদ,—প্রভু সবাকার,
করিব অর্চনা হব্যে কোন্ দেবতার ? ৩

এই হিমবান্ গিরি মহিমা বাহার,
যার সৃষ্ট রমা সহ এই পারাবার ;
এই সব দিক যার বাহর আকার,
করিব অর্চনা হব্যে কোন্ দেবতার ? ৪

(১) এই হৃন্দর ও সারগর্ভ হৃক্তে এক ঈশ্বরের মহিমা কীর্তিত হইয়াছে ।
হৃক্তটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক ।

এই সমুদ্রত ত্রৌ যাহার স্থাপিত,
দৃঢ়ীভূতা পৃথ্বী, স্বর্গ নাক (১) সংস্কৃতিত ;
পরিমিত অন্তরীক্ষ কৰ্ত্তৃক যাহার,
করিব অর্চনা হব্যে কোন্ দেবতার ? ৫

সশব্দে দ্বাবা পৃথিবী স্তম্ভিতোন্নাসিত,
মনে মনে জ্ঞান যারে মহিমা-পূরিত ;
সূর্য্যের উদয় হয় আশ্রয়ে যাহার,
করিব অর্চনা হব্যে কোন্ দেবতার ? ৬

এ বিশ্ব যে জলগণ প্লাবন করিল,
তাদের গর্ত্তেতে অগ্নি উৎপন্ন হইল ;
দেবপ্রাণরূপে পরে আবির্ভার যার,
করিব অর্চনা হব্যে কোন্ দেবতার ? ৭

দক্ষের (২) ধারণে জল উৎপাদিলে বল,
দেখিলেন যিনি সেই সর্ব্বময় জল ;
দেব'পরে অধিতীয় দেবত্ব যাহার,
করিব অর্চনা হব্যে কোন্ দেবতার ? ৮

(১) ন্যাক—স্বর্গের উপরিহ্ন লোক ।

(২) দক্ষ—বল ।

না করেন হিংসা যেন আমাদিগে তিনি,
পৃথিবীর জনরিতা সত্যধর্ম যিনি ;
বাহার স্বজন তৌ সর্মিল অপার,
করিব অর্চনা হব্যে কোন্ দেবতার ? ৯

প্রজাপতে ! তুমি ভিন্ন অস্ত্র কেহ আর,
স্বজ্ঞে নাই এই সব বস্তু সমাহার ;
সফল হউক হোম করি যে আশায়,
ইষ্ট লাভ করি যেন আমরা সবার । ১০

• ১২৯ সূক্ত ।*

পরমাত্মা দেবতা । প্রজাপতি ঋষি ।

সদস্যং রজ বোম ছিল না তখন ।
বোমের উপরে কোন ছিল না ভুবন ।
কে ছিল কোপার ? কিছু ছিল আবরণ ?
ছিল কি তখন অন্ত, গভীর গহন ? ১

* এই সূক্তটি অতীত জাতিয়া । ইহাতে সৃষ্টির আদি কারণ বর্ণিত
হইয়াছে ।

ছিল না তখন মৃত্যু ছিল না অমৃত ।
 রাত্র হ'তে দিবসের ছিল না প্রকেত (১) ।
 সেই এক ছিলেন স্বধায় (২) প্রাণবান্ ;
 ছিল না তা হ'তে কেহ পর বিদ্বমান্ । ২

তম দ্বারা তম ছিল অগ্রেতে আবৃত,
 এ সব সলিল ছিল, সব অপ্রকেত (৩) ।
 তুচ্ছতে(৪) আচ্ছন্ন বাহা ছিলেন তখন ।
 তাহা এক হইলেন তপে (৫) উৎপাদন ॥ ৩

প্রথমেতে সমুদ্ভূত কামনা হইল ;
 মনের সৃষ্টির হেতু তাহাতে জন্মিল ।
 বিচারিয়া মনীষার হৃদে কবিগণ,
 অসতে সতের যোগ করিলা দর্শন । ৪

দুই পার্শ্বে ইহাদের রশ্মি উজ্জ্বল অধা,
 বিস্তৃত হ'লে কি, ভূত হইল রেতোধা ? (৬)
 মহিমা (৭) সকল ক্রমে লভিল জনম ।
 অবাস্তিত (৮) হল স্বধা প্রযতি (৯) পরম ॥ ৫

(১) প্রভেদ জ্ঞান । (২) আত্মধারণ শক্তিধার । (৩) প্রভেদ জ্ঞান
 রহিত । (৪) অবিস্মারন সম্ভার । (৫) সৃষ্টি পর্যালোচনার পদ্ধতি । (৬)
 বীজরশ্মি । (৭) ভূত প্রপঞ্চ । (৮) নিবেদিত । (৯) ভোক্তাজীব ।

কে ইহা প্রকৃত জানে কে পারে বর্ণিতে
কোথা হ'তে হল ? এই সৃষ্টি কোথা হতে ?
সৃষ্টির পরেতে সৃষ্ট য'ত দেবগণ ;
কোথা হতে হল তাহা জানে কোন্ জন ? ৬

কোথা হতে সৃষ্টি কেহ করিলেন কি না ;
ইহার অধ্যক্ষ যিনি কেবা তিনি বিনা
জানে ইহা ? পরস্থানে(১) ব্যোমরূপে যিনি
অঙ্গরূপে আছেন, জানেন মাত্র তিনি । ৭

১৯১ সূক্ত । (২)

১। অগ্নি ; ২—৪ সংজ্ঞান অর্থাৎ ঐক্যমত ।

সংবনন ঋষি ।

হে অগ্নে ! তুমিই প্রভু দেও কাম্যফল ।
তোমাতে মিশ্রিত আছে বিশ্বের সকল ॥
জ্বলিতেছ তুমি দেব যজ্ঞের বেদিতে ।
আশা করি আমাদের ধন প্রদানিতে ॥ ১

(১) পরস্থানে স্থিত ।

(২) এই সূক্তটি ঋক্বেদের সর্বশেষ সূক্ত । ঋক্বেদের অনুবাদ শেষ-
কালে মহামুভব রসেশ্বার বুলিতেছেন,—“ঋক্বেদ সংহিতার সমাপ্তি উপলক্ষে
অনুবাদক ঋক্বেদের অনন্ত ভাবের প্রত্যেক ভারতবাসীর নিকট নিবেদন

তোমরা একত্র হও বল এক কথা ।

একমন কর সবে ভজহ একতা ॥

প্রাচীন দেবতাগণ সবে এক হয়ে ।

পরিতুষ্ট হন এই যজ্ঞভাগ লয়ে ॥ ২

এক হ'ক মন্ত্র, আর একই সমিতি ।

এক হ'ক মন, আর একরূপ চিন্তি ॥

আমি তোমাদিগে এক মন্ত্ৰেতে মন্ত্রিত ।

করিতেছি, করি যজ্ঞ হবিতৈ সাধিত ॥ ৩

এক হ'ক তোমাদের যত অভিপ্রায় ।

এক হ'ক মন আর একই হৃদয় ॥

সর্ব্বাংশে তোমরা যবে ভজহ সমতা ।

লাভ কর তোমরা সে পরম একতা ॥ ৪

করিতে সাহস করিতেছেন আগাদের অভিপ্রায় এক হউক, হৃদয় এক হউক, আমাদিগের মন এক হউক, আমরা যেন সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণরূপে একতা লাভ করি। একা ভিন্ন আমাদের উন্নতির উপায়ান্তর নাই।” আর—

এই পদ্যানুবাহক পূর্বে যে একদা বলিয়াছিলেন, “ধর্ম্মই বেকড়মেষ,” ঐক্যবোধে তাহার সমর্থন দেখিয়া পুলকিত চিত্তে প্রত্যেক ভারতবাসীকে মহাত্মা বাবু রমেশচন্দ্র দত্তের বাক্য ও পদ্যানুবাদ করিতে নিবেদন করিতেছেন।

শুরু যজুর্বেদ সংহিতা ।

পিণ্ড পিতৃযজ্ঞ ।

২৯ কণ্ডিকা ।

(১ম ও ২য় মন্ত্রে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবে)

হে অগ্নে ! তুমিই কর কবোয় বহন ।

অতএব তোমাতে কব্য করি সমর্পণ ॥

স্বাহুতি হউক এই আহুতি আমার । ১

হে সোম ! তুমিই পিতৃগণ-অধিষ্ঠান ।

অগ্নিতে তোমার জন্ত কব্য করি দান ॥

স্বাহুতি হউক এই আহুতি আমার ॥ ২

(৩য় মন্ত্রে উল্লিখন)

দূরে গেল বেদিস্থ যাক্ষস বলাধার । ৩ ॥

৩০ কণ্ডিকা ।

(এই মন্ত্রে একখানি অঙ্গার উৎক্ষেপন করিবে)

যে সব অশ্বর করি রূপ পরিহার ।

পিতৃ অন্ন লোভে ধরে পিতার আকার ॥

শরীর হৃদয় বা স্থল করয়ে ধারণ ।

অগ্নি এই যজ্ঞ হ'তে করুন তাড়ন ॥ ১

৩১ কণ্ডিকা ।

(১ম মন্ত্রে শ্বাস রোধ করিবে)

হউন সঙ্ঘট্ট এই যজ্ঞে পিতৃগণ ।

গ্রহণ করুন ভাগ আপন আপন ॥ ১

(২য় মন্ত্রে শ্বাস ত্যাগ করিবে)

হইলা যথেষ্ট তুষ্ট যত পিতৃগণ ।

গ্রহণ করিলা ভাগ আপন আপন ॥ ২

৩২ কণ্ডিকা ।

(প্রথম ছয় মন্ত্রে পিতৃ নমস্কার)

পিতৃগণ, নমস্কার ; বসন্ত সময় ।

রসবান্‌ হয় যেন পদার্থ নিচয় ॥ ১

পিতৃগণ, নমস্কার ; গ্রীষ্মের উদয়ে ।

থাকে যেন বস্তু সব শুকতম হয়ে ॥ ২

পিতৃগণ ! নমস্কার ; আরভে বর্ষার ।

সজীব হউক এই জগত সংসার ॥ ৩

পিতৃগণ ! নমস্কার ; আশিলে শরৎ ।

অন্নবান্‌ হয় যেন সমস্ত জগৎ ॥ ৪

পিতৃগণ ! নমস্কার ; হেমন্ত সময় ।

হয় যেন জীব সব প্রমত্ত হৃদয় ॥

পিতৃগণ ! নমস্কার ; নম বারম্বার ।

শীতে যেন স্বাস্থ্যলাভ হয় সবাঁকার ॥ ৬

(৭ম মন্ত্রে গৃহিণীকে ঐক্য করিবে)

পিতৃগণ ! আমাদেরিগে করহ গৃহস্থ ।

করেছি স্থাপিত হেথা প্রদেয় সমস্ত ॥ ৭

(৮ম মন্ত্রে পিতৃপিতৃ দশটি সূত্র, লোম, বা উর্ণা প্রদান
করিবে)

পরিধেয় তোমাদের এই পিতৃগণ ।

পরিধান করহ তোমরা এ বসন ॥ ৮

৩৩ কণ্ডিকা ।

(এই মন্ত্রে পুত্রকামাপত্নী মধ্যম পিণ্ড ভক্ষণ করিবে)

এই ঋতুতেই হ'ক পুরুষ সঞ্চার ।

পাল, পিতৃগণ ! গর্ভে নীরোগ কুমার ॥ ১

৩৪ কণ্ডিকা ।

(এই মন্ত্রে পিণ্ড দিগ্ধন করিবে)

অন্ন, হৃৎ, ঘৃত বাহি উদকের ধারা-

স্বরূপে পিণ্ডার্থে দত্ত হুতেছ তোমরা ।



বেঙ্গসংহিতা ।

জগদেব ! পরিতৃপ্ত হৈহাতে এখন
হুউন আছেন যত মম পিতৃগণ ১ ।

শতরুদ্রিয় অথবা রুদ্রাধ্যায় ।

নমস্কার করি রুদ্র ! ক্রোধকে তোমার ।
ইবুকে তোমার তথা করি নমস্কার ।
নমস্কার তব যুগ্ম বাহুকে আমার । ১

তোমার যে শিবতনু কল্যাণ দায়িনী ।
পুণ্য স্বরূপিনী যাহা শান্তি প্রদায়িনী ।
গিরিশস্ত ! করহ তাহাতে নিরীক্ষণ ।
ক'র না তোমার উগ্র মূর্তি প্রদর্শন । ২

অস্ত করিবার অন্ত হস্তে যেই শর
ধারণ করেছ গিরিশস্ত উয়কর ।
শিবময় কর তাহা গিরিত্র এখন,
পুরুষ ঙ্গ জগতের ক'র না হিংসন । ৩

শিব বাক্যে হে গিরিশ করিছি প্রার্থনা ;
হর যেন এ জগৎ নীরোগ সুখনা । ৪

অতিশয় বক্তা তুমি; আজ্ঞা কর হেন ;—
প্রথম ভীষক দৈব্য প্লাই মোরা যেন ;

আছে বত অহিগণ করহ জড়িত,
নীচা ষাভুধানী বত, কর বিদূরিত । ৫

এই যে মঙ্গল ময় দেবতা কখন
তাত্র বা অক্লণ, বক্র বরণ ধারণ
করেন, আছেন তাঁর দশদিকে ধারা,—
সহস্র দেবতা—সবে ক্রমা চাই মোরা । ৬

এই দেব যিনি নীল গ্রীব বিনোহিত,
নিরন্তর গতি ধীর আছে অব্যাহিত,
গোপ, উদহারীগণ সদা হেরে ধারে ;
করুন সে দেব স্মৃধী আমা সবাকারে । ৭

নম নীলগ্রীব নম সহস্র নয়ন,
নম তোমা, তুমি দেব বৃষ্টির কারণ ;
যে সকল সত্ত্বা আছে তব অঙ্গুগত ।
তাঁহাদেরো কাছে এই মন্তক প্রণত । ৮

তব ধনু আর্জীৱর হ'তে ভগবন্ !
জ্যা মোচন কর দেব ! কর জ্যা মোচন ;
হস্তেতে যে ইন্দ্ৰ সব আছেয়ে তোমার,
সে সমস্ত সম্বর করহ পরিহার । ৯

ক্যাশ্রু হউক এই ধনু কপর্দীৱ,
ভীর শূত্র হ'ক তুণ, শল্য শূত্র ভীর ।

বাহাতে নিষঙ্গ দেব করহ ধারণ
সে নিষঙ্গাধার হ'ক বিশুদ্ধ একগণ । ১০

যে অস্ত্র প্রভাবে তুমি করহ বর্ষণ,
সে অস্ত্রই হস্তে তুমি করহ ধারণ ।
তাহাও না হয় যেন উৎসেগ কারণ । ১১

ধ্বিন্ ! তোমার ধনু, তাজি আমাদিগে,
হ্রবৃত্ত দমন জ্ঞাত থাক অস্ত্রদিকে ।
তোমার ইষুধি বাহা বাণের আধার
দূরেতে করহ দেব ! স্থাপন তাহার । ১২

জ্যাপ্ত করিয়া ধনু, সহস্র নয়ন !
শতায়ুধ ! বিশল্য করিয়া বাণগণ ;
শিব ও স্তম্ভনা হরে দাও দরশন,
তোমার নিকটে এই বিনীত প্রার্থন । ১৩

প্রচণ্ড আয়ুধে তব করি নমস্কার,
তুগহ আয়ুধে নমস্কার পুনর্বার ;
ধনুকেও নমস্কার করিছি তোমার,
তব মুগ্ধ বাহকেও করি নমস্কার । ১৪

করিও না বধ আমাদের বৃদ্ধগণে,
বধিও না বালগণে কিবা বৃত্ত ক্রমে ;

পিতামাতা পত্নীপুত্র ক'রনা সংহার,
 হে রুদ্র ! মিনতি এই আমা সবা'কার । ১৫
 :
 আমাদের পুত্র পৌত্র ক'রহ কল্যাণ,
 গো, অশ্ব, আয়ুর কর কল্যাণ বিধান,
 অভিমানী বেণু তার' ক'রনা হিংসন,
 সদা করিতেছি রুদ্র ! তোমা আবাহন ॥ ১৬

অথর্ববেদ সংহিতা ।

প্রথম কাণ্ড ।

(১)

ইন্দ্র দেবতা ।

বৃষ্টিদাতা, বিশাম্পতি, বৃত্রের নিহন্তা

শক্রর দমনে যার অপার ক্ষমতা ;

সোমপা সে ইন্দ্র হয়ে আমাদের নেতা,

অগ্রেতে চলুন বৃষ অভয় প্রদাতা । ১

হে ইন্দ্র ! অরাতি গণে করহ দমিত,

শাস্তি করহ যারা আসে যুদ্ধ আশে ;

অধম তিমিরে তারে করহ পাতিত

আমাদের সঙ্গে যেবা শত্রুতা প্রকাশে । ২

স্বাক্ষস সংহার কর, বধ শত্রুগণে ;

উপাড়িয়া ফেল বৃত্রদশন সকল ;

হে ইন্দ্র ! নিরত রত বৃত্রের নিধনে,

শত্রুর সকল ক্রোধ করহ নিষ্ফল । ৩

শত্রু মনস্কাম, ইন্দ্র ! কর বিদূরিত,

জিগীষুর শর তথা করহ নিষ্ফল ;

তোমার আশ্রয় দানে কর সমাপ্তিত,

দুরে রাখ অরাতির আয়ুধ সকল । ৪

দ্বিতীয় কাণ্ড ।

(১৯)

অগ্নি দেবতা ।

তোমার উদ্ভাগে তারে করহ দাহন
হে অগ্নে ! যে ঘৃণা করে, যারে ঘৃণা করি ; ১

তোমার জালায় তারে কর জালাতন,
হে অগ্নে যে ঘৃণা করে যারে ঘৃণা করি । ২

তোমার দীপ্তিতে তারে কর অভিভূত
হে অগ্নে যে ঘৃণা করে যারে ঘৃণা করি ; ৩

তোমার শোচির দ্বারা হ'ক ভস্মীভূত,
হে অগ্নে যে ঘৃণা করে যারে ঘৃণা করি ; ৪

তোমার তেজেতে তারে কর অস্বীভূত
হে অগ্নে যে ঘৃণা করে যারে ঘৃণা করি । ৫

চতুর্থ কাণ্ড।

(১৬)

বরুণ দেবতা।

এ সবেয় অধিষ্ঠাতা বরুণ মহান্
 দেখেন সকলে যেন থাকি সন্নিহিত ;
 গোপনেও ভাবে যেবা করে অভিযান,
 বুঝেন দেবতা সবে, থাকেন বিদিত । ১

দাঁড়ায়, বেড়ায়, কিছা চলে সঙ্গোপনে,
 শরনে গমন করে, করে বা উত্থান ;
 যাহা কিছু কাণে কাণে বলে হইঅনে
 শুনেন তুতীর হস্তে বরুণ মহান্ । ২

এই যে পৃথিবী তাহা বরুণ রাজার,
 অনন্ত আকাশ দায় অন্ত দূরে স্থিত ;
 বরুণের হুই কুক্ষি হুই পারাবার ;
 অন্ন উদকেও তিনি আছেন সংস্থিত । ৩

অর্গের'গরে ও কেহ করিলে গমন
 আছেন বরুণ রাজা চৌদিকে তাঁহার।
 তথা হইতে দূতগণ সহস্র নয়ন
 নিরীক্ষণ করে নিম্নে বসুধা বিস্তার । ৪

বেদসংহিতা ।

এসব বরুণ রাজ করেন লোকন
জ্ঞাবা পৃথিবীর মাঝে, উর্দ্ধে তাহাদের ;
নেত্রের পলক তিনি করেন গণন,
নির্ণয় করেন, মত পাশ ক্রীড়কের । ৫

ত্রিধা সপ্ত সপ্ত তব পাশ বিস্তারিত,
এড়াইতে বাহা কেহ নারে কদাচন ;
হউক অনৃত বাদী তাহে বিজড়িত,
না হয় সত্যের বেন তাহাতে বন্ধন । ৬

ষষ্ঠ কাণ্ড ।

(৩১)

সূর্য্য-দেবতা ।

বিচিত্র বুধত আসি জননী সমুদ্রে বসি
পূর্বাংশে ক্রমশঃ জনক দিকে ধায় । ১
সেন তার খাস হতে আলো পলে অন্তরেতে
আকাশে শোভে সে বুধ উজ্জল প্রভায় । ২
জিহ্বাবনের পরে সে বুধ রাজত্ব করে
প্রত্যহ প্রভাত হতে সমস্ত অহন ।
এক পক্ষে, গান সহ, করি আরোহণ । ৩

উপনিষদ ।

উনবিংশ কাণ্ড ।

(১২)

উষা-দেবতা ।

সহচরী রজনীর করিয়া দূর তিমির
ফিরাইয়া দেন তাহা যে পথে আগত,
উষাদেবী আপনাব প্রভাব বশত । ১

আমরা কপার তাঁর দণ্ড ধন দেবতার
গেয়ে বীর পুত্রগণে হইয়ে বেষ্টিত,
শতেক হেমন্ত যেন থাকি হরষিত । ২

সমাপ্ত ।

বিশ্বনাথের ইতিহাস পাঠ্যপুস্তক

অষ্টম স্কুল

পরিচালক সচিব

পরিচালকের কার্য

